জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৬৪ ● ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ● ২০ মাঘ ১৪৩০ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 19, Issue - 264 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 4 FEBRUARY, 2024 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ডার্বি ড্র

আইএসএল ডার্বি ড্র। খেলা শেষ হল ২-২ গোলে। বিতর্কিত পেনাল্টি পেয়ে ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে যায়। কিন্তু গোল করে সমতা ফেরায় মোহনবাগান

ছাঙ্গু ভ্রমণে বাধা

উত্তর-পূর্ব সিকিমে চলছে তুষারপাত ও শিলাবৃষ্টি। রয়েছে তুষারপাতের সম্ভাবনা। জারি হয়েছে 'হলুদ' সতর্কতা। ছাঙ্গু ভ্রমণের পারমিট বন্ধ প্রশাসনের

সোমে আস্থা ভোট ঝাড়খণ্ডে কেনাবেচা রুখতে তৈরি পুলিশ

প্রশ্ন ফাঁস করতে গিয়ে কিউআর কোডেই ধৃত ১১ মাধ্যমিক পড়ুয়া

রেড রোডের ধরনা মঞ্চ থেকে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

২১ ফেব্রুয়ারি ২১ লক্ষ শ্রমিককে ১০০ দিনের বকেয়া দেবে রাজ্যই

■ বঞ্চনার প্রতিবাদ। রেড রোডে ধরনা। মঞ্চ থেকেই নেত্রীর ঘোষণা। উচ্ছ্বসিত জনতা। শনিবার।

প্রতিবেদন : কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ আন্দোলন চলছিলই। এবার বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার রেড রোডের ধরনা মঞ্চ থেকেই তিনি জানিয়ে দিলেন, একুশ লক্ষ মজদুর, যাঁদের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি, আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাবে। সেই টাকা দেবে রাজ্য সরকার। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছে বাংলাকে ভাতে মারবে। বাংলার কোনও গরিব মানুষ বঞ্চিত হবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, আবাসনের ১১ লক্ষও কেন্দ্র ক্লিয়ার করেও করেনি। আবাসনেরটা আমি আজকে বলব না। ঠিক সময়ে বলব। বিশ্বাস রাখবেন, ভরসা রাখবেন। একই সঙ্গে নেত্রীর হুঙ্কার, আমি অল আউট খেলব এবং অল আউট জিতব। খেলা হবে। তারপরেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, আমরা ভিক্ষা চাই না, জয় করতে চাই। খেলতেও হবে, জিততেও হবে। এই বিপুল টাকা কোথা থেকে আসবে, তাও এদিনের মঞ্চ থেকে স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এটা মানুষের টাকা, মাটির টাকা। দু'বছর ধরে ১০০ দিনের শ্রমিকদের টাকা দেয়নি কেন্দ্র। সেই হকের টাকা আমরা দেব।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনবার দেখা করে এসেছি। তারপরও রাজ্যের বকেয়া টাকা দেয়নি। এর মধ্যে ১৫৬টা টিম পাঠিয়েছে কেন্দ্র। আমাদের সরকার ৬২টি সামাজিক স্কিম চালায়। কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও আমরা তা চালিয়ে যাচ্ছি। বঞ্চনার মধ্যেও আমরা ৪২ দিনের কাজ দিয়েছি। একশো দিনের কাজের শ্রমিকদের বকেয়াও দেব। আমরা কথা দিলে কথা রাখি। আমরাই অন্য রাজ্যকে পথ দেখাব। সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, বাংলায় এনআরসি করতে দেব না, সিএএ করতেও দেব না। দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধান বাঁচাতে বিজেপিকে হারাতেই হবে, সরাতে হবে কেন্দ্র থেকে। সব দল এক হলে বিজেপি জিতবে না।

শনিবার ধরনাস্থলে উপচে পড়া ভিড় ছিল। গোটা বাংলা থেকে বঞ্চিতরা এসেছিল রেড রোডে নেত্রীর প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হতে। একটা সময়ের পর বিরাট অংশ শুধু কালো মাথায় ঢাকা পড়ে যায়। (এরপর ৫ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

দেলা

দেলা হিন্দু, দেলা মুসলমান
দেলা আদিবাসী
দেলা দেলা খ্রিস্টান
অলচিকি কুড়মালি
সান্তাড়ী সংস্কৃতি
বাংলা, মারাঠী-নেপালী
উড়িয়া, গুজরাটি
অসমিয়া, বোড়ো
রাজবংশী, কামতাপুরি, মৈথিলী,
গুরুমুখী, উর্দু, তামিল
পারসি, তেলেগু, কানাড়া
হিন্দি, কন্নড়, কাশ্মীরী সাঁওতে
দেশ দিশম ভারত দিশম,
বাংলা জিৎকৌর আদিবাসী
সাঁওতাল-মুণ্ডা-ওরাওঁ।
নড়েগে হিন্দু, নড়ে মুসলমান
নড়ে গে শিখ, খ্রিস্টান
বৌদ্ধ-জৈন-পারসিক
মিৎ হড়ম রেগে ছান।

পুলিশই ত্রাতা

কলকাতার কবরডাঙার ব্যবসায়ীকে অপহরণের কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্ধার করল হরিদেবপুর থানার পুলিশ। তিন দিক দিয়ে গাড়ি ঘিরে ফেলে ধরা হল অপহরণকারীদের। উদ্ধার হলেন অপহৃত নীতিন শাহ।

● বিস্তারিত সাতের পাতায়

'সংগ্রাম-সংগ্রাম-সংগ্রাম', ইতিহাসের পাতা থেকে...

প্রতিবেদন : ১৯৯৫। বাম জমানা। একের পর এক জনবিরোধী নীতি আর গা শিউরে ওঠা ঘটনাপ্রবাহ। পুলিশ লক-আপে পরপর মৃত্যু। গোটা রাজ্যের মানুষ ক্ষুব্ধ। অগ্নিগর্ভ কলকাতা। বিরোধী আন্দোলনে তছনছ বাম সরকার।

প্রতিবাদে রাস্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মতলা। মেট্রো সিনেমার উল্টো দিক। ধরনা চলছে। প্রতিবাদে মুখর নেত্রী ধরনা মঞ্চেই ধরলেন কলম। লেখা শুরু করলেন। পাশে সতীর্থ নেত্রী মালা রায়। 'সংগ্রাম-সংগ্রাম-সংগ্রাম/জীবনের অপর নাম সংগ্রাম/সংকট পেরিয়ে চলতে হবে'... তৈরি হল গান। সুর দিলেন। তারপর কিবোর্ড বাজিয়ে গাইলেন সকলে মিলে। সময় পেরিয়েছে। বহু মঞ্চে এই গান গাওয়া হয়েছে। জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁয়েছে। প্রায় ২৮-২৯ বছর পর আবার ধরনা মঞ্চে নেত্রী, মুখ্যমন্ত্রী। সেই গান আবার ফিরে এল রেড রোডের মঞ্চে। সকলে মিলে গাইলেন 'সংগ্রাম-সংগ্রাম'। গলা মেলালেন নেত্রী। এবং কী আশ্চর্য, ২০২৪-র ৩ ফেব্রুয়ারির (এরপর ৫ পাতায়)

■ ১৯৯৫

■ ২০২৪

নানা রকম

তারিখ অভিধান

১৯১৮ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)

এদিন অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর জেলার বালিয়াডিঙিতে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য, সিনেমা, অধ্যাপনা— সবেতেই তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। ছোট ছোট মুক্তোর মতো অক্ষরে লম্বা ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজের এক পিঠে লিখতে লিখতেই সৃষ্টি 'উপনিবেশ', 'শিলালিপি', 'মহানন্দা'র মতো উপন্যাস। 'হাড়', 'টোপ', 'ডিনার'-এর মতো অবিস্মরণীয় ছোটগল্প। ওই ভঙ্গিমাতেই সৃষ্টি হয়েছে টেনিদা চরিত্রের। আবার 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক', 'সাহিত্যে ছোটগল্প'র মতো প্রবন্ধের বই, তাতেও কম যায় না নারায়ণের কলম। দ্বিতীয় বইটির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিফিল-ও পান তিনি। 'কপালকুণ্ডলা', 'ইন্দিরা', 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', 'সাহারা' প্রভৃতি অজস্র সিনেমায় নারায়ণবাবু চিত্রনাট্যকারের দায়িত্ব সামলেছেন। শুধু চিত্রনাট্যই নয়, 'চারমূর্তি', 'নন্দিতা', 'সঞ্চারিণী' থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের পরিচালনায় 'টোপ'— বহুবার নারায়ণবাবুর লেখা ফিরে এসেছে সিনেমার পর্দায়। গানও লিখেছেন 'ঢুলি' ছবিতে।

১৯৩৮ পণ্ডিত বিরজু মহারাজ (১৯৩৮-২০২২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম পণ্ডিত বৃজমোহন মিশ্র। কিংবদন্তি কথক শিল্পী। কথকের 'মহারাজা' পরিবারে জন্ম। সাত পুরুষ ধরে তাঁদের পরিবারে নাচের চর্চা। তাঁর দুই কাকা শম্ভু মহারাজ এবং লচ্ছু মহারাজ ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী। বাবা অচ্ছন মহারাজই ছিলেন বিরজুর গুরু। রবিশঙ্কর তাঁর নাচ দেখে বলেছিলেন, ''তুমি তো লয়ের পুতুল''। একাধারে নাচ, তবলা এবং কণ্ঠসঙ্গীতে সমান পারদর্শী ছিলেন বিরজু। ছবিও আঁকতেন। কলকাতার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল বিরজুর। ১৯৫২ সালে এই শহরেই জীবনের প্রথম মঞ্চে পারফর্ম করেন। মন্মথনাথ ঘোষের বাড়িতে। তখন তাঁর বয়স চোদ্দো। ১৯৮৩ সালে তাঁকে পদ্মবিভূষণে সম্মানিত করে ভারত সরকার।

১৯৯৭ রবি ঘোষ (১৯৩১-১৯৯৭)

এদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। একবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'থিয়েটার' সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধে 'রবি ঘোষ'কে নিয়ে লিখেছিলেন, ''আমি তাঁর মঞ্চ অভিনয় বিশেষ দেখিনি। কত এলেবেলে সিনেমায় তিনি ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তবু তাঁকে দেখামাত্র বোঝা যেত, কত বড় অভিনেতা তিনি, আন্তর্জাতিক মানে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। এখন আফসোস হয়, রবি ঘোষকে তাঁর যোগ্যতার সঠিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, কোনও গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রে বড় কোনও ভূমিকাও পাননি। তবে সত্যজিৎ রায় তাঁকে খুব পছন্দ করতেন।''

১৯৭৪ সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪)

এদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার হিসেবে যোগদানের পর সত্যেন্দ্রনাথ বসু তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞান ও এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফির ওপর কাজ শুরু করেন। এ-ছাড়া তিনি ক্লাসে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পড়াতেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আজ সারা দুনিয়া সমীহ করে বোস-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্বের জন্য। পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কণার নাম 'বোসন' কণা।

১৯১২ মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) এদিন প্রয়াত হন। উনিশ শতকের কবি মনোমোহন বসু ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমসাময়িক। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সাংবাদিক। 'সংবাদ প্রভাকর'-এ সাংবাদিকতা করেছেন। সম্পাদনা করেছেন 'মধ্যস্থ' পত্রিকার। লিখেছিলেন, ''ছুঁই সুতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে, দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে/ প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে, কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।'' অর্থাৎ সুচ, সুতো থেকে শুরু করে দেশলাই সবই আসে বিদেশ থেকে। প্রদীপ জ্বালানো থেকে জীবনের সর্বত্র বিদেশি পণ্যের উপর নির্ভর করতে হয় পরাধীন ভারতবাসীকে।

২০০১ পঙ্কজ রায় (১৯২৮-২০০১)

এদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলার প্রথম ক্রিকেট যোদ্ধা। সাল ১৯৫১। মুম্বইয়ে দ্বিতীয় টেস্টেই বঙ্গসমাজে আবেগের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রথম বাঙালি টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি করেন তিনি। বৃদ্ধরা সেদিন কেঁদেছিলেন, তরুণরা গর্জন করে উঠেছিল— গর্ব করার মতো কাউকে আমরা পেয়ে গিয়েছি। সিরিজের শেষ টেস্ট, তৎকালীন মাদ্রাজে আবার সেঞ্চুরি পঙ্কজ রায়ের। এবং বাঙালির শতরানের দৌলতে সেই প্রথম ইংল্যান্ডকে হারায় ভারত। পায় প্রথম টেস্ট জয়। ১১ জানুয়ারি, ১৯৫৬-তে বিনু মানকড়ের সঙ্গে ৪১৩ রানের জুটি করে বিশ্বরেকর্ড গড়ে ব্যাপক পরিচিতি পান। এই রেকর্ড ৫২ বছর টিকেছিল। ১৯৭৫ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন তিনি।

১৯৯০ মৈত্রেয়ী দেবী (১৯১৪-১৯৯০)

এদিন প্রয়াত হন। আত্মজীবনীমূলক অসামান্য উপন্যাস 'ন হন্যতে'র শিল্পকার মৈত্রেয়ী দেবী। রবীন্দ্র বিষয়ক তাঁর বইগুলো হল 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', 'স্বর্গের কাছাকাছি', 'কবি সার্বভৌম', 'রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে', 'রবীন্দ্রনাথ : দি ম্যান বিহাইন্ড হিজ পোয়েট্রি'।

পার্টির কর্মসূচি

ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের ব্লকের পেটবেন্ধী হাইস্কুলে 'সমস্যা সমাধানে জনসংযোগ' কর্মসূচির তত্ত্বাবধান করল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এই কর্মসূচি থেকে ২০টি প্রকল্পের পরিষেবা পাবেন এলাকার সাধারণ মানুষ। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শঙ্করপ্রসাদ দে ও অন্য আধিকারিকরা ছিলেন। ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের কর্মীরা সবাইকে ফর্ম পূরণ থেকে নানাভাবে সাহায্য করেন। শিবিরে আসা সবাই ধন্যবাদ জানিয়েছেন দলীয় নেতৃত্বকে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯২৩

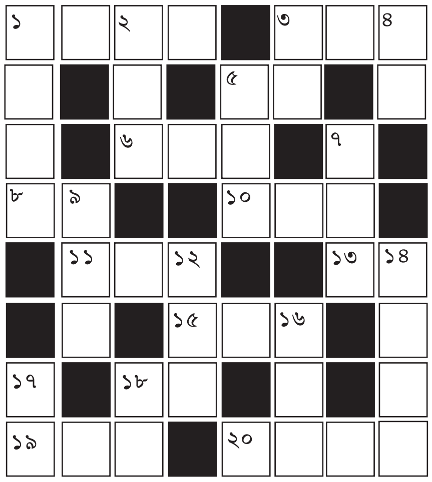

পাশাপাশি : ১. কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ৩. 'অতি বড় __ না পায় ঘর' ৫. ইজ্জত ৬. ইশারা, সংকেত ৮. এক মরুভূমি ১০. হ্রাস, লঘুতা ১১. দোষত্রুটি ১৩. একশত সহস্র ১৫. এরোপ্লেন ১৮. ক্ষমতা, সামর্থ্য ১৯. অপরিষ্কৃত চিনি ২০. অধোগতি, দুর্দশা।

উপর-নিচ : ১. শিব ২. ধেনো মদ ৩. মেঘ ৪. সর্বদা, সতত ৫. নদীবিশেষ ৭. দ্বিগুণ, দুনো ৯. ঠাট্টাতামাশা ১২. জ্ঞান, পটুতা ১৪. বিদ্যুৎ ১৬. মাহিনা, বেতন ১৭. দশরথের এক নাতি ১৮. আশীর্বাদ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯২২ : পাশাপাশি : ১. অভিযোজন ৪. কৃশানু ৫. উদ্দীপ ৬. মহারণ ৮. দুষ্কৃতী ৯. গরহাজির। **উপরনিচ :** ১. অনুতাপ ২. যোটক ৩. নবীকরণ ৫. উপরিভাগ ৬. মজদুর ৭. সুরাহা।

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087 • Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩৮০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬০৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭১৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭১৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.১২	৮২.৬৯
ইউরো	৯১.৬১	৮৯.২৬
পাউন্ড	১০৬.২১	১০৫.০৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ডেভিড বেকহ্যাম

■ ইমন চক্রবর্তী সঙ্গে নীলাঞ্জন ঘোষ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

4 February, 2024 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
রবিবার

জনস্রোতে জননেত্রী, ধরনা মঞ্চের খণ্ডচিত্র

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বৈপ্লবিক

ভারতীয় রাজনীতিতে এ এক বেনজির সিদ্ধান্ত। বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে খুন করার প্রতিবাদে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত। স্বাধীনতার আগেও বাংলা পথ দেখিয়ে এসেছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও পথ দেখাচ্ছে বাংলা, পথ দেখাচ্ছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ১০০ দিনের কাজের টাকা। হকের টাকা। খেটে খাওয়ার পারিশ্রমিক। গরিব মানুষের রুজিরোজগারের অন্যতম পাথেয়। সেই টাকা অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে বিজেপি সরকার। মানুষের টাকা, গরিবের টাকা। আটকে রেখেও এতটুকু অনুতাপ নেই বাংলার বিজেপি নেতাদের। কলার তুলে তারা বলছে, বেশ করেছি, আটকে দিয়েছি, আবার করব। নিজেরা দুধে-ভাতে থাকবে, নীরব মোদি-বিজয় মালিয়াদের অর্থে মোচ্ছব করবে, আর গরিব মানুষের টাকা আটকে দিয়ে ধেই ধেই করে নেত্য করবে, এটা সাধারণ মানুষ মানতে পারেন না। তার চেয়েও বড় কথা হল, এটা টাকা তো কেন্দ্রের নয়। রাজ্যগুলি জিএসটির টাকা তুলে কেন্দ্রকে দিচ্ছে, তবেই না কেন্দ্রের ভাঁড়ার ফুলছে। বাংলার টাকা নিয়ে বাংলাকেই রোয়াব দেখানো, তৃণমূল কংগ্রেস মানবে না। তাই রেড রোডের ধরনা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, রাজ্যই দেবে ২১ লক্ষ মানুষের ১০০ দিনের বকেয়া টাকা। কষ্ট হবে, সমস্যা হবে, কিন্তু দাঁতে দাঁত চিপে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পাল্টা লড়াই ছুঁড়ে দিয়েছেন নেত্রী। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমি ভয় করব না ভয় করব না/ দু'বেলা মরার আগে মরব না। লড়াই চলবে। দেখা হবে ময়দানে। বিচার করবেন বাংলার জনগণ, দেশের মানুষ। ২০২৪-র ভোটে সমূলে উৎপাটিত হবে স্বৈরাচারী বিজেপি।

e-mail থেকে চিঠি

এদের জমানায় রেল উঠে যাবে

বিগত পাঁচ বছরে মোদি জমানায় রেলের আর্থিক পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকে ২০২২-২৩ আর্থিক বছর। প্রত্যেক অর্থবর্ষেই ১০০ টাকা আয় করতে রেলকে খরচ করতে হয়েছে ৯৭ টাকারও বেশি। অর্থাৎ, প্রতি ক্ষেত্রেই রেলের অপারেটিং রেশিও ছিল ৯৭ শতাংশের বেশি। শুধু তাই নয়। ওই সময়সীমায় এ সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ড রেল ভেঙে দিয়েছে ২০২১-২২ আর্থিক বছরে। কারণ ওই আথির্ক বছরে ১০০ টাকা আয় করতে রেলের খরচ হয়েছে ১০০ টাকার বেশি। ২০২১-২২ আর্থিক বছরে রেলের অপারেটিং রেশিও ছিল ১০৭.৩৯ শতাংশ। যার অর্থ, ওই অর্থবর্ষে ১০০ টাকা আয় করতে রেলের খরচ হয়েছে ১০৭ টাকা ৩৯ পয়সা। শুক্রবার রাজ্যসভায় লিখিতভাবে এই পরিসংখ্যান পেশ করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে অপারেটিং রেশিওর টার্গেট ৯৮.২২ শতাংশ। গতবারের সংশোধিত রেশিওর তুলনায় পরিস্থিতি উন্নত হলেও বিগত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, রেলের আর্থিক পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষ পর্যন্ত রেলের অপারেটিং রেশিও কত ছিল? এদিন রাজ্যসভায় পেশ করা রেলের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০১৮-১৯ সালে ৯৭.৩০ শতাংশ, ২০১৯-২০'তে ৯৮.৩৬ শতাংশ, ২০২০-২১ সালে ৯৭.৪৫ শতাংশ, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ১০৭.৩৯ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে ৯৮.১০ শতাংশ। রেলের হাল বেহাল। সৌজন্যে মোদি সরকার। এই সরকার আর নেই দরকার।

— অভিনব সাহা, কল্যাণী, নদিয়া

২৫ বছরের প্ল্যান দিচ্ছে, অথচ মানুষ কী খাবে ঠিক নেই

পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে প্রাপ্তি 'অশ্বডিম্ব'। বিজেপির সরকার আসলে প্রতিশ্রুতিসর্বস্ব, যার ঘোষণার পর কোনও বাস্তব রূপায়ণ ঘটে না। আসন্ন লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রের পেশ করা অন্তর্বর্তী বাজেটেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। সেখানে আজকে মানুষ কী খাবে তার কোনও কথা নেই। উল্টে ২৫ বছর পরের ফিরিস্তি দেওয়া হচ্ছে। গরিব মানুষের জন্য এক পয়সা খরচ করা হয়নি বাজেটে। খাদ্যসুরক্ষার দিকে নজর নেই। বেকারত্ব বেড়েছে ৪৪ শতাংশ। ২৫, ৫০, ১০০ বছরের কথা বলা হয়েছে। তাহলে আজকে মানুষ খাবে কী? ২৫ বছর পর বাজেট করলেই তো পারত! ২০২৪ সালে কী দরকার ছিল? আজ কি মানুষ কাঁচকলা খেয়ে থাকবে? দেশকে রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা।

— মনোজ দত্ত, বিরাটি, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

ওদের হাতে রক্ত লেগে আছে

মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের নিয়ে সিপিএমের নোংরা খেলার কথা লিখছেন **দেবাশিস পাঠক**

স্বাধীনতার আগে দেশভাগের হাওয়ায় উদ্বাস্তু হতে চলা মানুষজন ছিল কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নয়নের মণি। ভোট-বুভুক্ষু বামপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের এই হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের কথা মনে পড়তে থাকে ১৯৭০- এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। ১৯৭৭ সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডলের নেতৃত্বে দণ্ডকারণ্যের এক উদ্বাস্তু প্রতিনিধিমণ্ডলী রাইটার্সে জ্যোতি বসুর সাথে সাক্ষাৎকার এবং আশ্বাস অবশেষে দণ্ডকারণ্যে ফিরে গিয়ে ডাক দেন "চলো সুন্দরবন", অর্থনৈতিক অবরোধ, ক্ষুধা এবং পিপাসায় ক্লান্ত মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা তাও ঘাস পাতা খেয়ে মাটি কামড়ে পরে থাকেন। তিন দিন ধরে তাণ্ডব চালানোর অবশেষে ১৬ মে ১৯৭৯ মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুশূন্য হয় ।

ক্যাথি ক্যারুথ-এর 'ট্রমা : এক্সপ্লোরেশনস্ ইন মেমরি'তে ডোরি লব-এর 'ট্রুথ অ্যান্ড টেস্টিমনি : দ্য প্রসেস অ্যান্ড দ্য স্ট্রাগল' নামের লেখাটির কথা মনে আছে? সেখানে এক মহিলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ইহুদি গণহত্যার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি হিটলারের মৃত্যুর পর অন্তত আরও একটা দিন বাঁচতে চেয়েছিলাম, যাতে আমাদের যন্ত্রণার কাহিনি শোনাতে পারি।'' মরিচঝাঁপি থেকে বিতাড়িত, সিপিএম কর্তৃক প্রতারিত নির্যাতিত মহিলারাও, নিশ্চিতভাবে, বাম বিদায়ের পর এই বাংলায় আর একটা দিন অন্তত বাঁচতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁদের যন্ত্রণার ক্ষততে একটু মলম অন্তত দিতে পারেন। দেশভাগ-উত্তর ভারতের ইতিহাস রচনায় 'ওরাল টেস্টিমনি' বা 'মৌখিক সাক্ষ্য' দীর্ঘ সময় ধরেই তো প্রায় ব্রাত্য রয়ে গেল। তবু, তবুও, মরিচঝাঁপির কথা দগদগে হয়ে রয়ে গেল আমাদের সাহিত্যে, লিখিত দলিলে, চেতনে অবচেতনে, সিপিএমের প্রতি গনগনে রাগের জ্বালানি, অঙ্গার হয়ে।

সেই আগুন আজও মনে করায় অনেক অনেক কথা। দেশভাগের পর এই মানুষদের নিজেদের ভিটেমাটি খুইয়ে এপারে আসা। সরকারি সিদ্ধান্তে এখান থেকে দণ্ডকারণ্য বা মালকানগিরি। আবার রাজনীতির খেলায় তুরুপের তাস হয়ে মরিচঝাঁপির সেই জনমানবশূন্য দ্বীপে ফিরে আসা।

স্বাধীনতার আগে দেশভাগের হাওয়ায় এই উদ্বাস্তু হতে চলা মানুষজন কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নয়নের মণি। সংখ্যা যে বড় বালাই! এঁদের জন্যেই যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের লড়াই, এঁদের নিয়েই গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া সম্প্রদায়ের উত্থান আর এঁদের নিয়েই অম্বেডকরের 'দি অ্যানাইহিলেশন অব কাস্ট'। আবার দণ্ডকারণ্য বা মালকানগিরি থেকে ফেরত আসা এইসব উদ্বাস্তুদের প্রতি বাম সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের স্বরূপ প্রকাশ। এ এক অদ্ভুত চলন। বাম জমানায় ১৯৭৯-র ২৪ এপ্রিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, মরিচঝাঁপিতে অন্তত ৭২ জনের না খেতে পেয়ে বা খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ছেলে জগদীশচন্দ্র 'মরিচঝাঁপি : নৈঃশব্দের অন্তরালে' বইয়ে ১৯৭৯-র ৩১ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে ১৪ জনের মৃত্যুর কথা, আর ২৪ জানুয়ারি থেকে না খেতে পেয়ে, পচা খাবার খেয়ে বা বিষ মেশানো জল পান করে প্রায় ৩৭৬ জনের মৃত্যুর কথা বলেন।

খুন, ধর্ষণ, অর্থনৈতিক অবরোধের ইতিহাস, শিশুদের পানীয় জলে বিষ মেশানোর বৃত্তান্ত, এ সবের কিছুই সিপিএম জমানায় প্রশাসনিক মান্যতা পায়নি। তাই, তাই-ই তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সিপিআইএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় অবলীলায় বলতে পারেন যে "মরিচঝাঁপিতে খুব বেশি হলে আট-দশ জন মানুষ মারা গিয়েছিলেন।''

এসব কথা না বলে উপায় কী! মরিচঝাঁপি হত্যাকাণ্ডের নগ্নরূপ তো শুধুই বাম সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ছবি। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিভিন্ন তাচ্ছিল্য ভরা মন্তব্যেই তার প্রমাণ মেলে। ১৯৭৮-এর ২৯ এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ছিল, "কে কখন আসবেন, কোথা থেকে কত জন আসবেন সেজন্য কি আমরা দোকান সাজিয়ে বসে থাকবো? উদ্বাস্তুরা কোথায় যাচ্ছেন তাও বলছেন না। ওঁদের পিছন পিছন কি টিউবওয়েল এবং তাঁবু মাথায় করে ছুটব?" যদিও ক্ষমতায় আসার আগে তিনি এবং তাঁর মন্ত্রিসভার মন্ত্রী রাম চট্টোপাধ্যায় চুপিচুপি এঁদের সঙ্গেই দেখা করতে দণ্ডকারণ্যে ছুটেছিলেন। 'মরিচঝাঁপি অপারেশন'-এর দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন চব্বিশ পরগনার আরক্ষাধ্যক্ষ অমিয়কুমার সামন্ত। বামফ্রন্ট সরকারের নির্দেশে ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের উপর সংগঠিত সেই বর্বরোচিত আক্রমণকে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সমগোত্রীয়ই বলা যায়।

এখন সুন্দরবন বেড়াতে গেলে লঞ্চের চালক দূর থেকে দেখিয়ে দেন জনবসতিহীন সেই দ্বীপটি, যার অবস্থান কুমিরমারি দ্বীপের বিপরীতে, নদীর অপর পারে। বাম জমানায় ফিল্ড ডিরেক্টর সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ কর্তৃক প্রকাশিত পর্যটন মানচিত্রে মরিচঝাঁপি দ্বীপটির উল্লেখই ছিল না। সরকারি গাইডকে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলতেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আসা বা পাঠানো এক দল লোক অবৈধ ভাবে যে দ্বীপ দখল করতে চেয়েছিল সেটির নাম সরকারি মানচিত্রে না থাকাই ভাল। জনগণকে দ্বীপটির নাম জানানোই উচিত নয়। লক্ষ্য একটাই। জনমানস থেকে সরকারি কলঙ্ক-কাহিনির চিহ্নটি মুছে ফেলতে হবে। বিকৃত করতে হবে ইতিহাসকে। যে অপচেষ্টা যুগ যুগ ধরে চালিয়ে এসেছেন নিপীড়ক শাসকরা। মিলন কুন্দেরা তো বলেছেন, "The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting."

হতদরিদ্র মূলত চণ্ডাল-নমশূদ্র, দণ্ডকারণ্যের কঠিন প্রান্তরে যুঝতে থাকা উদ্বাস্তুরা-৫ কোটি বাঙালির ১০ কোটি হাত আপনাদের স্বাগত জানায় এই ধরনের বাগাড়ম্বর পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে প্রায় ১,৫০,০০০ নমশূদ্র উদ্বাস্তু নিজেদের ঘটি-বাটি বেচে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিশ্রুত আশ্রয়ের আশায় রওনা দেয় সুদূর দণ্ডকারণ্যের কঠিন প্রান্তর থেকে। উদ্বাস্তুদের দাবির সমর্থনে দীর্ঘকাল ধরে লড়ে আসা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বামপন্থী দল এবং তাদের বিপুল সমর্থনে জিতে গদিতে আসীন বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের সাজানো বাগানে অবাঞ্ছিত উৎপাতের আশঙ্কায়, অর্থনৈতিক ডামাডোল সৃষ্টি হতে পারে এই অমূলক ধারণায় প্রতিটি রেল স্টেশনে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুরা এসে পৌঁছানোর সাথে সাথে তাদের বলপূর্বক ফিরতি ট্রেনে শুয়োর-গাদা করে ফেরত পাঠাতে তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু তবুও পুলিশের চোখ এড়িয়ে, ভিটে মাটি থেকে উৎখাত, মরিয়া, প্রায় ৩০০০০ উদ্বাস্তু ট্রেন লাইন ধরে হাঁটা-পথে, রাষ্ট্রের চোখ এড়িয়ে বিভিন্ন উপায়ে পৌঁছে যায় হাসনাবাদ এবং তার পরে মরিচঝাপি নামক সুন্দরবনের ভেতরে জনমানবহীন ১২৫ বর্গমাইল এলাকার এক দ্বীপে। একদা কমিউনিস্ট পার্টির উদ্বাস্তু আন্দোলনের সাথে জড়িত সতীশ মণ্ডলের নেতৃত্বে এই দণ্ডকারণ্য থেকে আসা নমশূদ্র উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রায় ১২৫০০ পরিবার এবং ৩০০০০ উদ্বাস্তু নদী পেরিয়ে মরিচঝাঁপিতে আশ্রয় নেয়। ১৩ মে ১৯৭৯ মরিচঝাঁপি অপারেশনের 'ফাইনাল অ্যাসল্ট' শুরু হয় এবং ১৬ মে ১৯৭৯-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার গর্বের সাথে ঘোষণা করে— অবশেষে মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুশূন্য ।

বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে!

দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।

রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না ক' মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!

অমর জোটের ন্যাকামি তোমরা করিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!

সাজানো নাটক আর কতদিন? কেন্দ্রকে প্রশ্ন কল্যাণের

সব বড় ডাকাত বিজেপিতেই, গদি উল্টালেই জেলে যাবেন নেতারা

প্রতিবেদন : সারা দেশের মানুষ একশো দিনের টাকা পেয়েছে, শুধু বাংলার মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা থেকে বঞ্চিত। বাংলা কেন টাকা পাচ্ছে না, শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা মঞ্চ থেকে সেই প্রশ্ন তুলে দিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের মোদি সরকারকে নিশানায় তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশের দু-তিনটে বাড়ি ঘুরেই বলে দিলেন সবাই সবকিছু পেয়েছে! এই সাজানো নাটক আর কতদিন করবেন? বাংলায় এসে জিজ্ঞেস করুন, কে কত টাকা পেয়েছে? মনে রাখবেন, শুধু উত্তরপ্রদেশ আর গুজরাত নিয়ে ভারত নয়, এই দেশে বাংলাও আছে। মিথ্যে কথা বলে মানুষের টাকা আটকে রাখবেন না।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একশো দিনের কাজ আর আবাস যোজনায় সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। আর ওরা বাংলার মানুষের টাকা আটকে রেখেছে। ভারতে সবচেয়ে বড় চোর-ডাকাত রয়েছে বিজেপিতে, গদি উল্টালে সারা দেশের বিজেপি নেতারা জেলে যাবেন। ইডি-সিবিআই দিয়ে তৃণমূলকে ভয় দেখানো যায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাংলার মানুষের

মনে লেখা আছে। মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, বিজেপি আদিবাসী সম্প্রদায়কে সহ্য করতে পারে না। তাই আমাদের রাষ্ট্রপতিও কোনও সরকারি অনুষ্ঠানে ডাক পান না। দেশের একমাত্র ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রীকেও ওরা এজেন্সি দিয়ে গ্রেফতার করেছে। বিজেপি আদিবাসী সম্প্রদায়কে শুধু নির্বাচনী ভোট ব্যাঙ্কে কাজে লাগায়। বিজেপি যদি আদিবাসীদের জন্য ভাবত, তাহলে মণিপুরের দুই মহিলাকে নগ্ন হয়ে রাস্তায় ঘুরতে হত না, তারা বিচার পেল না কেন? কেন্দ্র ১০০ দিনের খেটে খাওয়া মানুষকে বকেয়া টাকা দিচ্ছে না। যার মধ্যে ৫০ শতাংশ গ্রামের আদিবাসী মানুষ। একমাত্র আদিবাসীদের জন্য ভাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সবরকম সুযোগ-সুবিধা দেন। নিজেদের সংস্কৃতি বাঁচাতে হলে তাঁর হাত শক্ত করুন। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তফসিলি জাতি-উপজাতি সকল মানুষের বন্ধু, আমাদের সকলের উচিত তাঁর হাত শক্ত করা। মৌসম বেনজির নুর বলেন, আমাদের নেত্রী আপনাদের চোখের জল মোছানোর চেষ্টা করছেন। সকলে বিজেপিকে হারানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপির সাংসদরা দিল্লি গিয়ে বাংলার টাকা আটকে রাখছে। ওদের জবাব দিন ইভিএমে। তৃণমূলের যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে আটকাতে পারবে না। ছলচাতুরি করে বাংলার বকেয়া টাকা আটকে রেখেছে। বাংলার অগ্নিকন্যার নেতৃত্বেই ওদের অহংকার ভাঙবে। বিধায়ক মোশারফ হোসেন বলেন, ২০২১ সালে বাংলা থেকে বিজেপি যেভাবে মুছে গেছে, এবার দেশ থেকেও মুছে যাবে। মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোর কথায়, বিজেপি দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করছে, দেশের সংবিধানকে হত্যা করছে।

শুধু বাংলা নয়, দেশের জন্য লড়ছেন জননেত্রী

ধরনা মঞ্চে বললেন যোগেন্দ্র-কীর্তি

প্রতিবেদন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে লড়াই করছেন, সেটা শুধু বাংলার নয়, গোটা দেশের লড়াই। সেই লড়াই সংবিধান বাঁচানোর লড়াই। শনিবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা মঞ্চে এসে দিল্লির রাজনীতিক যোগেন্দ্র যাদব বিজেপিকে একহাত নিলেন। একইসঙ্গে বিজেপিকে নিশানা করলেন ভিনরাজ্যের নেতা বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য কীর্তি আজাদ।

এদিন যোগেন্দ্র যাদব বলেন, সিবিআই-ইডি লাগিয়ে সংবিধানকে হত্যা করছে কেন্দ্রের সরকার। আর সংবিধান রক্ষার লড়াই করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই লড়াইয়ে গোটা দেশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে। তাঁর কথায়, আমি কোনও রাজনৈতিক দলের নই, আমরা কেউ ভোটেও লড়ছি না। ১০০ দিনের কাজ করে মানুষ টাকা পায়নি। এখানকার একজন মহিলা ৯০ দিন করে ৩ বছর কাজ করেছে। উনি সবমিলিয়ে ৫৪ হাজার টাকা পান। সেটাও দেয়নি কেন্দ্রের সরকা। মোদিজি, আপনাকে বলতে চাই, গরিবের পেটে লাথি মেরে কেউ ক্ষমতায় থাকে না। গরিবের অভিশাপ লাগে। তিনি বলেন,ইডি মানে বিজেপির ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট। সিবিআই-ইডি লাগিয়ে সংবিধানকে হত্যা করছে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে লড়াই করছেন, তা এই দেশকে, এই দেশের সংবিধানকে রক্ষা করার লড়াই। গোটা দেশে এই লড়াই ছড়িয়ে দিতে হবে। এবার লোকসভার লড়াই শুধু দেশের সরকার গঠন নয়, দেশের সংবিধান বাঁচানোর লড়াই। পুণে থেকে যুবকরা চিঠি পাঠিয়েছে গোটা দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে লড়াইয়ের জন্য। কীর্তি আজাদ বলেন, বিজেপি দেশে জাতপাতের রাজনীতি চালাচ্ছে। আমি সীতার দেশের লোক। আমার থেকে রাম-সীতা কে ভাল বোঝে? এরা মহিলাদের কথা বলে কিন্তু সীতার সম্মান দেয় না। জয় সিয়া-রাম বলে না। আমাদের সনাতন ধর্মের মধ্যে, হিন্দু ধর্মের মধ্যে সমস্ত রং রয়েছে। প্রকৃত হিন্দু হলে সে সকল ধর্মের মানুষকে সম্মান করবে। আমাদের দিদি হলেন বাঘিনী। তাঁর নেতৃত্বে দেশে পরিবর্তন আসবে।

■ ধরনা মঞ্চে 'জয়ী' ব্যান্ডের গান। গলা মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী, তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ও অন্যান্যরা। শনিবার রেড রোডে।

'সংগ্রাম-সংগ্রাম-সংগ্রাম', ইতিহাসের পাতা থেকে...

(প্রথম পাতার পর)

সন্ধ্যায় নেত্রী, পাশে মালা রায়, সাংসদ-কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন। ফিরে এল ইতিহাস। যার সাক্ষী হয়ে রইল রেড রোডের জনস্রোত। গানে গানে উত্তাল হলেন প্রতিবাদী জনতা।

সেদিনের সেই গান...

সংগ্রাম
(সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম
জীবনের অপর নাম সংগ্রাম)-২
সংকট পেরিয়ে চলতে হবে
পায়ে পায়ে পা ফেলে এগিয়ে যাবে,
মনকে দুর্বল করো না।
না-না-হেরো না-হেরো না।
সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম ....

(জীবন সংগ্রামে বাঁচতে হলে
সংকীর্ণতাকে দাও ফেলে)-২
আস্থা হারিয়ে ফেলো না
না-না-ভেবো না-ভেবো না।
সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম ....

(চারিদিকে দ্যাখো কত বিস্ময়।
দ্যাখো যদি করতে পারো জয়)-২
বিশ্বাস হারিয়ে ফেলো না
না-না হেরো না, হেরো না।
সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম ....

(একদিন সংগ্রাম শেষ হবে
বাঁচার মতো আলো দেখতে পাবে)-২
দুর্যোগকে ভয় করো না
না-না-হেরো না-হেরো না।
সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম ....

কেন্দ্রীয় বঞ্চনা : আজ ধরনা মঞ্চের দায়িত্বে যুব তৃণমূল

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে রেড রোডে লাগাতার ধরনা কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। নেত্রী নিজে শুক্র ও শনিবার টানা ৪৮ ঘণ্টা ধরনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। রাতও কাটিয়েছেন রেড রোডে। শনিবার দ্বিতীয় দিন বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০০ দিনের বঞ্চিত ২১ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারকে ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঁদের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেবে রাজ্য সরকার। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সরাসরি সেই টাকা পেয়ে যাবেন ভুক্তভোগীরা। তবে এই ধরনা চলবে। বাংলার বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য বকেয়ার দাবিতে রেড রোডে ধরনা চলবে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

ধরনার প্রথমদিনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শাখা সংগঠনগুলি ধরনায় নেতৃত্ব দেবে। এক-একদিন এক-এক শাখা সংগঠনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রবিবার তৃতীয় দিনের ধরনার দায়িত্ব নেত্রী দিয়েছেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসকে। সেখানে ছাত্রদেরও হাজির থাকতে বলা হয়েছে। পরের দিন আবার দায়িত্বে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। এরপর একে একে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস সহ ট্রেড ইউনিয়ন, সংখ্যালঘু সেল ধরনা পালন করবে। কলকাতা শহরতলির জেলা সংগঠন ধরনা পালন করবে রেড রোডে।

রবিবার ছাত্র-যুবদের সকলকে সকাল ১০টার মধ্যে ধরনা মঞ্চে এসে উপস্থিত হতে বলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। রবিবারের কর্মসূচি নিয়ে তৃণমূল যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ বলেন, কেন্দ্রের অন্যায়, বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলবে। তৃণমূল কংগ্রেসকে আটকাতে পারবে না বিজেপি। ছলচাতুরি করে বাংলার বকেয়া টাকা আটকে রেখেছে। লড়াই করছেন বাংলার অগ্নিকন্যা। ওদের অহংকারটা ভাঙার দরকার।

২১ লক্ষ শ্রমিককে ১০০ দিনের বকেয়া দেবে রাজ্যই

(প্রথম পাতার পর)

রাজনৈতিক বক্তৃতা ছাড়াও চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নেত্রীর নামকরণে তৈরি 'জয়ী' ব্যান্ড গানে মাতিয়ে রাখে মঞ্চ। তার সঙ্গে গলা মেলান একাধিক বিধায়ক, সাংসদ ও দলীয় নেতৃত্ব। এই আন্দোলনে শামিল হতে এসেছিলেন যোগেন্দ্র যাদবও।

রেড রোডে মর্নিং ওয়াক, খেললেন বাস্কেটবল

জনসংযোগেই শুরু মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় দিনের ধরনা

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে রেড রোডে আম্বেদকর মূর্তির সামনে ধরনার দ্বিতীয় দিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেল অন্য ভূমিকায়। জনসংযোগের মাধ্যমেই তিনি করলেন ধরনা। রেড রোডে মর্নিং ওয়াক করলেন। তারপর স্থানীয় কিছু বালক ও কিশোরদের সঙ্গে খেললেন বাস্কেটবল। সারলেন জনসংযোগও। শুক্রবার রাতে ধরনা মঞ্চেই ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার সকালেই তিনি মর্নিং ওয়াকে বেরোলেন। রেড রোডের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ময়দান সংলগ্ন এলাকায় কয়েকজন বাস্কেটবল খেলছিল, তাদের সঙ্গে বাস্কেটবলও খেললেন। কথা বললেন তাদের সঙ্গে। জনসংযোগ সেরে তিনি ফিরে যান ধরনা মঞ্চে। সকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ধরনায় ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনারও। শুক্রবার থেকে রেড রোডে ৪৮ ঘণ্টার ধরনায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধরনা কর্মসূচি চলবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। তিনি এক-একদিন এক-একটি গণসংগঠনের উপর ধরনার দায়িত্ব দেন।

রাজ্য
4 February, 2024 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মদ্যপ অবস্থায় হাসপাতাল চত্বরে গাড়ি নিয়ে তাণ্ডব। ঘটনায় একাধিক আহত। হাওড়া হাসপাতালের ঘটনা। ঘটনায় তুমুল আতঙ্ক হাসপাতাল চত্বরে

পর্ষদকে কালিমালিপ্ত করতেই বারবার প্রশ্ন ফাঁসের চেষ্টা : সরব পর্ষদ সভাপতি

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারকে বদনাম করতেই বারবার এই প্রশ্ন ফাঁসের চক্রান্ত। আমরা সেটা প্রতিহত করবই। মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে ইংরেজি প্রশ্নপত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়ানোর অভিযোগের জবাবে শনিবার এই মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। পাশাপাশি পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়ও বলেন, বোর্ডকে কালিমালিপ্ত করতেই একটি দল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই কাজ করছে। শনিবার পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন পরীক্ষা শুরুর ৪৫ মিনিটের মধ্যেই প্রশ্নপত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ পর্ষদ। এরপরই নির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়ার পর ১২ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করে পর্ষদ। মালদহের এনায়েতপুর হাইস্কুল, ও গয়েশ্বরী প্যারীভুবন শিক্ষা নিকেতন থেকে ফাঁসের চেষ্টা হয়েছে বলে জানা যায়। এদের মধ্যে ৭ জন ছাত্র গোপালপুর হাইস্কুলের। বাকি ৪ জন ভগবানপুর কেবিএস হাইস্কুলের। এরা কিউ আর কোডে লাল কালি দিয়ে কেটে প্রশ্ন ফাঁসের চেষ্টা করেছিল বলেই অভিযোগ। ভগবানপুর কেবিএস হাইস্কুলকে ২৪ জন পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন না করানোয় এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। এদিন পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে ১১টি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

■ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ষদ সভাপতি বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বোর্ডকে বিপদে ফেলার জন্য এটা করা হচ্ছে। একটা দল এই চক্রান্ত করছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন ছড়িয়ে দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য তাদের যাতে সবার চোখে পর্ষদকে কালিমালিপ্ত করা যায়। আর তার ফাঁকে ওরা নিজেরা ব্যবসা করছে। এদের সকলের কাছ থেকেই ফোন ধরা পড়েছে। তবে সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে পর্ষদ তৎপরতার সঙ্গে রুখে দিল প্রশ্ন ফাঁসের চক্রান্ত।

পরীক্ষার্থীদের জন্য যানজট মুক্ত রাখতে রাস্তায় পুরপ্রধান

সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা : পাইকারি ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র হাবড়া শহরে যানজট নিত্যদিনের ঘটনা। কিন্তু এর জন্য যাতে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে পৌঁছতে কোনওরকম অসুবিধে না হয় তার জন্য উদ্যোগী হলেন হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা। শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে প্রথম দিনের মতো পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনেও পুলিশের পাশাপাশি পুরপ্রধান নিজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তদারকি করলেন। এছাড়াও ছিলেন পুরসভার অন্যান্য পুরপিতা ও হাবড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। পুরপ্রধানের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন, পরীক্ষার্থী-সহ তাঁদের অভিভাবকেরা। নারায়ণ সাহা জানান, পরীক্ষার প্রতিটি দিনই পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য তিনি এভাবেই রাস্তায় দাড়িয়ে শহরকে যানজট মুক্ত রাখার চেষ্টা করবেন।

এমএলএ হস্টেলে বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

প্রতিবেদন : এবার কলকাতার এমএলএ হস্টেলে এক নিরাপত্তারক্ষীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। যাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় কিড স্ট্রিটে বিধায়কদের হস্টেলে। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সকালে হস্টেলের একতলা থেকে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পার্ক স্ট্রিট থানা এবং লালবাজার হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, এমএলএ হস্টেলের চারতলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ওই নিরাপত্তারক্ষীর। নিহতের নাম জয়দেব ঘোড়ুই। মৃত ব্যক্তি পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের তৃণমূল বিধায়ক রাজীবলোচন সোরেনের দেহরক্ষী। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হস্টেলের চারতলা থেকে কোনওভাবে পড়ে গিয়ে থাকতে পারেন ওই দেহরক্ষী অথবা আত্মহত্যাও করতে পারেন। তবে অসাবধানতাবশত দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, নাকি মৃত্যুর পিছনে অন্য কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঘটনার খবর পেয়ে এমএলএ হস্টেলে যান বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যের প্রশংসায় কেন্দ্রের সচিব

প্রতিবেদন : বঙ্গ বিজেপি নেতারা যতই রাজ্যের দিকে আঙুল তুলুন না কেন ফের কেন্দ্রের গলায় রাজ্যের প্রশংসা। এবার কিছুটা বাধ্য হয়েই এ রাজ্যে বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া ও স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের প্রধান সচিব। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজ দেখতে শুক্রবারই রাজ্যে এসেছেন তিনি। রাজ্যে এসে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক জায়গা ঘুরে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখেন। কাজ দেখে তিনি খুশি। শনিবার নবান্নে মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে সে কথা জানান তিনি। বৈঠকে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই দুই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনে আরও অর্থ মিলবে।

পাঁচদিন পর হাত-পা বাঁধা দেহ উদ্ধার নিখোঁজ শিশুর

প্রতিবেদন : উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটিতে পুকুরের ধার থেকে উদ্ধার আট বছরের শিশুর হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা দেহ। এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বিটি রোড অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ ছিল শিশুটি। থানায় অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত এই মর্মান্তিক পরিণতি হয় তার। ৩১ জানুয়ারি ইনতাজ হোসেনের (৮) পরিবার খড়দহ থানায় তার মিসিং ডায়েরি করে। সেই থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছিল ইনতাজের পরিবার। ইনতাজের বাবা একজন রিকশাচালক। কোনও মুক্তিপণের জন্য তাকে অপহরণ করা হয়নি বলেও দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। এলাকায় কোনও ধরনের অশান্তিতেও জড়িত ছিল না এই পরিবার। কিন্তু যেভাবে হাত-পা বাঁধা এবং মুখে কাপড় গোঁজা অবস্থায় তার দেহ উদ্ধার হয়েছে, তাতে তার অপহরণ হয়েছিল বলেই দাবি স্থানীয়দের। শনিবার দেহ উদ্ধারের পর কামারহাটির আলপাইন ডেয়ারি মোড়ে বিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। খড়দহ পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। ঘটনায় যুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবি জানিয়েছে মৃত শিশুর পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

আবার নোটিশ

প্রতিবেদন : ফের শেখ শাহজাহানকে হাজিরা দেওয়ার নোটিশ পাঠাল কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাঁকে তলব করা হল। শনিবার সকালে ইডির তরফে মেইল করে শেখ শাহজাহানকে আগামী সপ্তাহে যেকোনও দিনে সকাল ১১টার মধ্যে ইডি দফতরে আসতে বলা হয়েছে। শাহজাহানের আইনজীবী জামিনের আবেদন করেছেন আগেই। শনিবার ছিল সেই মামলার শুনানি।

প্রৌঢ়ের রহস্যমৃত্যু

সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা : দীর্ঘদিন থেকেই স্নায়ুর সমস্যায় ভুগছে ২১ বছরের ছেলে। আর তাতেই মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে আত্মঘাতী বাবা। আগরপাড়া শক্তিপুর এলাকার বাসিন্দা সমীর সরকার(৫১) পেশায় ধূপকাঠি বিক্রেতা। শুক্রবার রাতে স্ত্রী এবং ছেলে না থাকার সুযোগে তিনি আত্মহত্যা করেন এমনই সন্দেহ পরিবারের। বাড়ি ফিরে স্ত্রী প্রতিবেশীদের সাহায্যে দেহ উদ্ধার করেন।

বিমানবন্দরে অমানবিক আচরণের শিকার যুবতী

প্রতিবেদন : শুধু অমানবিক বললে কম বলা হবে, নিরাপত্তার নামে কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কর্মীরা যেটা করলেন তা এক কথায় নিষ্ঠুরতা। হুইলচেয়ারে বসা বিশেষভাবে সক্ষম যুবতীকে জোর করে উঠে দাঁড়াতে বলেন তাঁরা। এক্স হ্যান্ডেলে নিজের এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন আরুশি সিং নামে ওই যুবতী। অভিযোগ, শারীরিক অসুবিধের কথা জানানো সত্ত্বেও বিমানবন্দরের এক কর্মী প্রথমে উঠে দাঁড়াতে বলেন। পরে হাঁটতেও বলা হয়। একবার নয়, পরপর তিনবার। প্রশ্ন, কেন্দ্রের আওতাধীন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একজন বিশেষভাবে সক্ষম মহিলার সঙ্গে এমন অমানবিক আচরণ করার পরেও নিশ্চুপ কেন কর্তৃপক্ষ।

গদ্দারকে জোরালো ধাক্কা রাজ্যপালের

প্রতিবেদন : জোর ধাক্কা গদ্দারকে। এবারে ধাক্কাটা এল একেবারে খোদ রাজ্যপালের কাছ থেকে। রীতিমতো মুখের উপরে গদ্দারের কটাক্ষের জবাব দিলেন সি ভি আনন্দ বোস। ফলে হতচকিত গেরুয়া শিবির। শনিবার দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরেই রাজ্যপাল স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন, আমি বাংলার মানুষের স্বার্থে রয়েছি। কোনও নির্দিষ্ট সরকারের পক্ষে নই। আমার সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক হচ্ছে, সরকার যাই করুক না কেন আমি অবশ্যই সমর্থন করব। অর্থাৎ রাজ্যপাল গদ্দারকে বুঝিয়ে দিলেন, দিল্লি সফরে গিয়ে বাংলার প্রাপ্য বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা সঠিক। এবং এ ব্যাপারে তিনি কাউকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন। বাংলার বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যপালের এই আলোচনার কথা শুনেই গাত্রদাহ হয় গদ্দারের। কটাক্ষ করেন রাজ্যপালের ভূমিকাকে। তবে তাকে গুরুত্বই দিলেন না সি ভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের কথায়, এটা সবেমাত্র শুরু। আরও ইতিবাচক বিষয় জানতে পারবেন শীঘ্রই।

দুর্ঘটনায় হত যুবক, আহত এক

সংবাদদাতা, হাওড়া : ঘন কুয়াশার জেরে জাতীয় সড়কে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের। জখম এক। শনিবার ভোর ৫টা নাগাদ উলুবেড়িয়ার রাজাপুর থানার শ্রীরামপুরে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে(মুম্বই রোড) দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম ঐশিক দে (২৪)। বাড়ি যাদবপুরে। আহত ঐশিকের দাদা উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে ঐশিক ও তাঁর দাদা বাইকে লং ড্রাইভে বেরিয়েছিলেন। ফেরার পথে কুলগাছিয়া ফ্লাইওভার টপকে শ্রীরামপুরে নামার মুখে ঘন কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা খুব কম থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারায় বাইকটি। দু'জনেই ছিটকে পড়েন। ওইসময় দ্রুত গতিতে আসা লরি ঐশিককে পিষে দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

টোল প্লাজায় গাড়িতে আগুন

প্রতিবেদন : দ্বিতীয় হুগলি সেতুর টোল প্লাজায় গাড়িতে আগুন। কলকাতা থেকে হাওড়ার দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। দ্বিতীয় হুগলি সেতুর টোল প্লাজায় পৌঁছতেই তাতে আগুন ধরে যায়। ১৮ নম্বর কাউন্টারের কাছে আগুন লেগে যায়। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে চারচাকা গাড়িটি। তবে গাড়ির মধ্যে থাকা ২ জন নিরাপদে রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। যান্ত্রিক ত্রুটি থেকেই গাড়িতে এই আগুন বলে প্রাথমিক অনুমান। ঘটনার জেরে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর একটি লেনে যানজটের সৃষ্টি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল। দ্রুত আগুন নেভানোর চেষ্টা হচ্ছে।

টোটো ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের মথুরাপুর সার্কাস মাঠের দেবীপুর পঞ্চায়েতের ঘটনা। পরীক্ষার্থীর নাম রাজাউদ্দিন গাজী। অভিযুক্ত চালক গ্রেফতার

নাটকের ভর্তুকিতে কাটছাঁট করেছে কেন্দ্রীয় সরকার

নাট্যমেলার উদ্বোধনে সরব ব্রাত্য

প্রতিবেদন : জেলায় জেলায় নাট্যমেলার পর শনিবার কলকাতার রবীন্দ্র সদনে হল নাটকের মহোৎসব ২৩তম নাট্যমেলার উদ্বোধন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তত্ত্বাবধানে এই নাট্যমেলার আয়োজন করেছে নাট্য অ্যাকাডেমি। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেনের হাত ধরেই উদ্বোধন হল এই নাট্য উৎসবের। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, অর্পিতা ঘোষ, নাট্য অ্যাকাডেমির সভাপতি দেবশঙ্কর হালদার, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব দেবকুমার হাজরা, সংস্কৃতি অধিকর্তা কৌশিক বসাক প্রমুখ। এদিন নাটকের ভর্তুকি বন্ধের বিরোধিতায় কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন শিক্ষামন্ত্রী। বলেন, অসহিষ্ণুতার সংস্কৃতি আমাদের দেশের নয়। তবুও চিন্তাশীল মানুষের সাংস্কৃতিক ভাবনায় রাজনীতির নামে আঁচড় কাটতে চাইছে কেন্দ্র। বাংলা এটা মেনে নেবে না। তিনি আরও জানান, জন্মলগ্ন থেকেই নাটক আসলে উৎসব। কিন্তু এই সৃজনশীল সৃষ্টিকেও পঙ্গু করতে চাইছে কেন্দ্রের শাসকরা। নাটককে বঞ্চিত করার রাজনীতি কোনওভাবেই বরদাস্ত করবেন না বাংলার মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী দল-মত নির্বিশেষে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় নাটকের বিস্তারে দুহাত উজাড় করে দিয়েছেন। তাই এদিন কৌশিক সেনও অকপটে স্বীকার করলেন, এই রাজ্য সরকার শিল্পকে স্বাধীনতা দেয়। শনিবার গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় শিল্পী তাপস সেনের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শিশির মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ, বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার-সহ একাধিক নাট্যগৃহ ভবনে নাটক দেখার সুযোগ পাবেন শহরবাসী। নাট্য উৎসবে বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে পথনাটিকা, পুতুল নাটক, মূকাভিনয়।

■ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আয়োজিত নাট্যমেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, অর্পিতা ঘোষ, দেবশঙ্কর হালদার, কৌশিক সেন-সহ অন্যরা। শনিবার রবীন্দ্র সদনে। ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অপহৃতকে উদ্ধার করল তৎপর পুলিশ

প্রতিবেদন : কেন্দ্রের সাম্প্রতিক রিপোর্টে কলকাতাকে দেশের সবথেকে নিরাপদ শহর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার অন্যতম কারণ ছিল অপরাধ নথিভুক্তকরণের সংখ্যা ও অপরাধী ধরার রেকর্ড কলকাতা পুলিশের সবথেকে বেশি। শুক্রবার রাতের ঘটনায় তা আরও একবার প্রমাণিত হল। সৌজন্যে কলকাতা পুলিশের হরিদেবপুর থানা। এক ব্যবসায়ীকে অপহরণের কিছুক্ষণের মধ্যেই অপহৃতকে উদ্ধার ও দুষ্কৃতীদের পাকড়াও করল পুলিশ। শুক্রবার রাতে কবরডাঙা এলাকার ঘটনা। অন্যদিনের মতো আজাদগড়ে বাসিন্দা ব্যবসায়ী নিতিন শাহ স্থানীয় একটি বারে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে ঢোকে পাঁচ দুষ্কৃতী। বন্দুক দেখিয়ে জোর করে নিতিনকে নিচে নিয়ে আসে দুষ্কৃতীরা। নিচে নামিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সাদা গাড়িতে তোলা হয় তাঁকে। অভিযোগ, এরপরই ফোন করে নিতিনের পরিবারের কাছে ২০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারীরা। ঘটনাস্থলে থাকা নিতিনের দুই বন্ধু আটকানোর চেষ্টা করলেও বন্দুকের সামনে তাঁরা পিছিয়ে আসেন। ঘটনার ছবি বিল্ডিংয়ের সিসিটিভিতে ধরা পড়ে। ১০.৪০ নাগাদ হরিদেবপুর থানায় অপহরণের ঘটনা জানিয়ে ফোন যায়। ফোন পেয়েই তৎপরতার সঙ্গে অপারেশনে নামে হরিদেবপুর থানা। তিনটি গাড়ি নিয়ে তিন দিক থেকে শুরু হয় তল্লাশি। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়িটি ধরে ফেলে পুলিশ। দুই দুষ্কৃতী পালিয়ে গেলেও বাকি তিনজনকে ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃতরা হল বিপ্লব পাত্র ওরফে ভিক্টর, অশোক মাজি ও অরুণাংশু দাস। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিশি তৎপরতায় খুশি অপহৃতের পরিবার ও স্থানীয় মানুষ। এই ঘটনাই ফের প্রমাণ করল কলকাতা শহরে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তায় কতটা সজাগ কলকাতা পুলিশ।

ধৃত ৩ অপহরণকারী

■ শনিবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে স্টেট এগ্রিকালচার টেকনোলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ৭৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

পেছন থেকে ছুরি মারা বন্ধ করুন

প্রতিবেদন: বাংলার মানুষের পেছন থেকে ছুরি মারা বন্ধ করুন, দিলীপ ঘোষকে এবার নীতি শেখালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শনিবার দিলীপ ঘোষ এক্স হ্যান্ডলে এক ভিত্তিহীন অভিযোগ করেন। এরই পাল্টা দিয়ে দিলীপ ঘোষকে ধুইয়ে দিলেন ব্রাত্য বসু। এক্স হ্যান্ডলে ব্রাত্য একহাত নেন দিলীপ ঘোষকে। তিনি লেখেন, কেন্দ্রকে রাজ্য সরকার সবরকম ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে। কিছু বকেয়া নেই। যথেষ্ট হয়েছে আপনার মানহানি করার কৌশল। বাংলার মানুষকে পেছন থেকে ছুরি মারা বন্ধ করুন।

Bratya Basu
@basu_bratya

As clarified by our Hon'ble CM @MamataOfficial, there are NO pending Utilisation Certificates to be submitted by the GoWB to the GoI.

@DilipGhoshBJP, ENOUGH of your defamation tactics!

STOP backstabbing the people of Bengal NOW!

ধর্মতলা থেকে সরছে বাস স্ট্যান্ড

প্রতিবেদন : এবার ধর্মতলা থেকে পাকাপাকি সরছে বাস স্ট্যান্ড। তবে একবারে নয়, ধাপে ধাপে শহরের এই অন্যতম ব্যস্ত বাস টার্মিনাস সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারই প্রথম ধাপ হিসাবে ৭০টি বাসকে বুধবার এসপ্ল্যানেড থেকে পার্কিংয়ের জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে বলা হল। এই বাস স্ট্যান্ড পাকাপাকি ভাবে সরানো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলছে। কলকাতা হাইকোর্টের এই প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট রায় রয়েছে। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে সময় চেয়েছে পরিবহণ দফতর। তবে কোথায় এই বাস টার্মিনাস সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তা নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। কারণ জমি চিহ্নিত করা হয়েছে, তবে তা তৈরি নয়। পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেলে গাড়িগুলি প্রথমে এসপ্ল্যানেড যাবে। সেখানে যাত্রীদের নামিয়ে দেবে এবং তারপর পার্কিংয়ে চলে যাবে। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে এসপ্ল্যানেড থেকে বাস স্ট্যান্ড সরানোর নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এসপ্ল্যানেড থেকে বাস স্ট্যান্ড সরানো প্রসঙ্গে সম্প্রতি রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ডাকে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বেসরকারি বাস মালিক, পূর্ত দফতরের আধিকারিক ও পরিবহণ দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা। পরিবহণ দফতরের সচিব সৌমিত্র মোহন এবং পূর্ত দফতরের সচিব অন্তরা আচার্যও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এসপ্ল্যানেড বাস স্ট্যান্ডে প্রতিদিন প্রায় ৬০০ বাস দাঁড়ায়। কিন্তু, দূষণ কমাতে সেখান থেকে সরাতেই হবে এই বাস স্ট্যান্ড। জানা গিয়েছে, সাঁতরাগাছি এবং হাওড়ার ফোরশোর রোডের টার্মিনাসের কথাও বাস মালিকদের বলা হয়েছে। কিন্তু, দূরত্বের কারণে ওই দুই জায়গা পছন্দ নয় বাস মালিকদের।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন বই

প্রতিবেদন: বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন বই 'একটি গোলাপী ও একটি বাদামি দুই নায়িকার কাহিনী' প্রকাশিত হল। লেখক জানান, সত্য ঘটনা অবলম্বনেই এগিয়েছে এই বইয়ের কাহিনি। এই বইয়ে দুটো উপন্যাস আছে। দুটোই তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িত। দুটোই সহজ সরল ভাষায় লেখা। একবার শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যাবে না।

দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাঘরোল আতঙ্কে কাঁটা এলাকাবাসী

সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : বাঘরোলের আতঙ্কে কাঁপছে ডায়মন্ড হারবার দু'নম্বর ব্লকের সরিষার বড় কানাইগাছি, পাতরা, ভুসনা, বাগদা-সহ একাধিক এলাকা। বাঘরোলের কামড়ে হাসপাতালে ভর্তি প্রায় ১০ জন। বেশ কিছু শিশুকেও কামড়েছে এই বাঘরোল। এদের মধ্যেই অনেকে সকালে বাজারে যাচ্ছিলেন, আবার কেউ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কাজে। সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় তাণ্ডব চালায় এই বাঘরোল। সামনে যাকে পেয়েছে তার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখে-ঘাড়ে আঘাত করেছে। ঘটনায় তুমুল আতঙ্কিত বাসিন্দারা। ইতিমধ্যে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ প্রশাসন ও বন দফতরকেও খবর দেওয়া হয়েছে।

■ বাঘরোলের আক্রমণে জখম এক স্থানীয় বাসিন্দা।

নার্সের অমানবিক আচরণ, প্রতিবাদ বিধায়কের

সংবাদদাতা, হুগলি : রোগিণীর প্রতি নার্সের অমানবিক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালের ঘটনা। শুক্রবার সন্ধ্যায় পেটের যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সুমিতা দেবী। ওই নার্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রাথমিক চিকিৎসার পরে সুমিতা দেবীর জন্য আয়া রাখতে চাপ দেন তিনি। কিন্তু বাড়ির লোকজন আয়া রাখতে না পারায় স্যালাইন খুলে নেন ওই নার্স। উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতালে। খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটে যান স্থানীয় বিধায়ক অসিত মজুমদার। তিনি বলেন, নার্স যে কাজ করেছে সেটা খুবই অন্যায় কাজ। কারও ব্যক্তিগত অনৈতিক আচরণের জন্য সরকারের বদনাম হবে সেটা বরদাস্ত করা হবে না। সমস্যা সমাধানের দাবিতে রাত অবধি হাসপাতালে থেকে যান বিধায়ক। আসে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। ছুটে যান হাসপাতাল সুপার। বিষয়টি স্বাস্থ্য দফতরেও জানান বিধায়ক। পরে তিনি বলেন, অভিযুক্ত নার্সকে ইতিমধ্যেই ওই ওয়ার্ড থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবারই এসে যাবে বদলির নির্দেশ। স্বাস্থ্য দফতর কী শাস্তি দেবে সেটা আগামী দিনে জানা যাবে।

■ খবর পেয়ে হাসপাতালে তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
4 February, 2024 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

যক্ষ্মা রুখতে ব্যবস্থা

■ যক্ষ্মা রোগকে সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল করতে উদ্যোগ নিল স্বাস্থ্য দফতর। এই মর্মে চলছে নি-ক্ষয় মিত্র অভিযান। শনিবার এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় হেমতাবাদ ব্লকে। এদিন ব্লকের যক্ষা রোগীদের সহায়তা প্রদান করে ব্লক স্বাস্থ্য দফতর। ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক চিকিৎসক আনসারুল হক জানান, হেমতাবাদ ব্লকে মোট ৪৫ জন টিবি রোগী রয়েছেন। তাঁদের সুস্থ করে তুলতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর।

নির্যাতনে শাস্তি

■ নাবালিকাকে ধর্ষণের মামলায় পক্সো আইনে আসামির সাজা ঘোষণা হল রায়গঞ্জ জেলা আদালতে। শুক্রবার ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যদান শেষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। শনিবার এডিজে সেকেন্ড কোর্ট আরতি শর্মা রায় আসামিকে ৭ বছরের কারাদণ্ড ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণানা করেন। সরকারি আইনজীবী প্রসেনজিৎ রায় জানান, সেকশন ১০, পক্সো আইনে সাজা ঘোষণা হয়।

ধৃত লিঙ্কম্যান

■ আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন মানস চালিহা নামে এক আলফার লিংকম্যান। আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন বক্সার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়কের ধারে দমনপুর থেকে ওই ব্যক্তিকে শুক্রবার গভীর রাতে গ্রেফতার করে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। শনিবার অসমের কোকরাঝাড় পুলিশের একটি বিশেষ দল ধৃত লিংকম্যানকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে পেশ করার পর ট্রানজিট রিমান্ডে অসম নিয়ে যায় পুলিশ।

গলায় জোঁক

■ ঝরনার জল খেতে গিয়ে গলায় ঢুকল জোঁক, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে প্রাণ বাঁচল মহিলার। ১৫ দিন পর জ্যান্ত জোঁক বের করলেন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরা। ঝরনার জল খাওয়ার পর ফুলে যায় কালিম্পঙের গরুবাথানের এক মহিলার গলা, সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণা। মহিলার চিকিৎসায় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ১২ জন চিকিৎসকের দল গঠন হয়। ইএনটি ও অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগের ১২ জন চিকিৎসকের দল অস্ত্রোপচার করে বের করল জ্যান্ত জোঁক। সুস্থ আছেন মহিলা, জানালেন চিকিৎসকরা।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে তৈরি মূর্তি দেখতে ভিড় পর্যটকদের

চিলারায়ের মূর্তিই বড় আকর্ষণ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কথা দিয়ে কথা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজার শহরে বীর চিলারায়ের মূর্তি পেয়ে খুশি কোচবিহারের মানুষ। সোমবার কোচবিহারের সরকারি মঞ্চ থেকে এই বীর চিলারায়ের মূর্তির উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর থেকে চকচকা চেকপোস্ট মোড়ে চিলা রায়ের সেই বিশালাকার এই মূর্তি দেখতে ভিড় করছেন পর্যটকরা। কোচবিহার জেলাপরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, কথা দিয়ে কথা রাখার নাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজবংশীদের কাছে শ্রদ্ধার বীর চিলারায়। এর আগে কেউ তার মূর্তির কথা ভাবেননি। মুখ্যমন্ত্রী

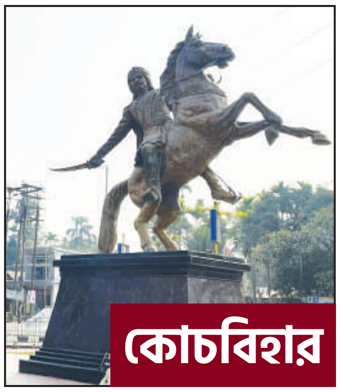

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ যে তিনি কোচবিহারের গর্ব বীর চিলারায়ের মূর্তি স্থাপন করেছেন। প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়ে চিলারায়ের বীরত্বের সুনাম ছিল। তাঁর যুদ্ধবিদ্যার দূরদর্শিতা ও কলা-কৌশলের পারদর্শিতা অনেক বড় বড় যোদ্ধা অনুসরণ করেছিলেন। চিলারায়ের নাম এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশজুড়ে। মহারাজা বিশ্বসিংহের আমলে কোচবিহার রাজবংশের যে সূচনা হয়েছিল তার পূর্ণতা লাভ করেছিল তার সুযোগ্য উত্তরসূরি দুই পুত্র মহারাজা নরনারায়ণ এবং তার ভাই ও প্রধান সেনাপতি শুক্লধ্বজ ওরফে চিলারায়-এর হাত ধরে। সেই বীরের সম্মানে কোচবিহারে বিশালাকার ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হল মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে। কোচবিহার জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, বীর চিলারায়ের ১৫ ফুটের বিশালাকার ব্রোঞ্জের মূর্তি তৈরি হয়েছে।

দায়িত্ব পেয়েই ময়দানে

সভায় সুস্মিতা বোস।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: দায়িত্ব পেয়েই লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি ময়দানে নামলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী। কিছুদিন আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন সুস্মিতা বোস। এরমধ্যেই ১৪৫টি পাড়া বৈঠক করেছেন। এর বাইরে মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুরু করেছেন চলো পাল্টাই কর্মসূচি। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বুথ স্তর থেকে অঞ্চল ও বিভিন্ন ওয়ার্ডে চলো পাল্টাই কর্মসূচি চলবে। মূলত কেন্দ্রের স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করতেই চলো পাল্টাই কর্মসূচি পালন হচ্ছে। যদিও মহিলা সভানেত্রী সুস্মিতা বোস বলেন, কিছুদিন আগে জেলা সভানেত্রীর দায়িত্ব পেয়েছি। এর মধ্যেই লোকসভা নির্বাচন সামনে। তাই যতটা পারছি জনসংযোগকে গুরুত্ব দিচ্ছি। রাজ্যে সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নির্দেশে বুথ স্তরে ১৪৫টি পাড়া বৈঠক করেছি। এরপরেই দলনেত্রীর নির্দেশে চলো পাল্টাই কর্মসূচি করছি।

কুলিক এক্সপ্রেসে আগুন

প্রতিবেদন: পর পর দুর্ঘটনার পরেও উদাসীন রেল। ফের দুর্ঘটনার মুখে কুলিক এক্সপ্রেস। এবার ঘটনাস্থল মালদহ। শনিবার সকালে খালতিপুর স্টেশনে আগুন লাগে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। কালিয়াচক কলেজের সামনে কুলিক এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই সময় কালিয়াচক কলেজের এনসিসি ক্যাডেটরা সেখানে গিয়ে যাত্রীদের সহযোগিতা করেন। রাধিকাপুর থেকে কলকাতা যাচ্ছিল ট্রেনটি। কয়েকজন যাত্রী সামান্য জখম হন। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। পর পর ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনায় রেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন যাত্রীরা। দুর্ঘটনার কবলে পড়া যাত্রীদের অভিযোগ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বার বার দুর্ঘটনার মুখে পড়ছে ট্রেন। কিন্তু রেলের হুঁশ ফেরেনি।

সমস্যা সমাধানে জনসংযোগ কর্মসূচি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বুথে বুথে সমস্যা সমাধান জনসংযোগ কর্মসূচিতে জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার। সমস্যা সমাধান জনসংযোগ শুরু হয়েছে গত ২৮ জানুয়ারি। শনিবার আনন্দপুর চা-বাগানে জলপাইগুড়ি জেলাশাসক শামা পারভিন, এস, পি খান্ডবাহালে উমেশ গানপথ, এডিএম (জেলা পরিষদ) তেজস্বী রানা, মাল এস, ডিপিও গাইয়াড নিলেশ শ্রীকান্ত, ক্রান্তি বিডিও রীমিল সরেন-সহ একঝাঁক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। আনন্দপুর টিজি প্রাইমারি স্কুলে সমস্যা সমাধান জনসংযোগ, সাধারণ মানুষের সমস্যা কথা শোনেন। জেলাশাসক শামা পারভিন সাধারণ মানুষের সমস্যা কথা বলে যে-সমস্ত পরিষেবা

কর্মসূচিতে ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় জেলাপ্রশাসন।

সাধারণ মানুষ পায়নি সঙ্গে সঙ্গে আধিকারীদের বিষয়গুলি দেখার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তাদের পুনরায় প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ এদিনই আবেদন করান। লক্ষ্মীভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, বৃদ্ধ ভাতা, সম্পর্কিত সমস্যার কথা মানুষজন জানান। এই বিষয়ে জেলাশাসক শামা পারভিন জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে জলপাইগুড়ি জেলায় ১৯২৫ বুধ রয়েছে আর ৫০০০ হাজার উপরে ক্যাম্প চলবে এবং দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে কিছু মানুষের সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকলে সেই সকল মানুষের সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই বুথে বুথে সমস্যা সমাধান জনসংযোগ কর্মসূচি চলছে।

দুর্ঘটনায় আহত ৭

■ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে সোজা সুপারি বাগানে ঢুকে পড়ল কন্যাযাত্রীর বাস। ঘটনায় কনের বাবা-সহ সাতজন আহত হন। শুক্রবার রাতে বীরপাড়ার ডালিমপুরের ঘটনা। এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ফালাকাটার আড়াই মাইলের সবুজ শীলের পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাদের উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিয়ালের কামড়

■ শিয়ালের হাত থেকে ছাগলকে বাঁচাতে গিয়ে জখম এক গৃহবধূ-সহ কিশোর। বালুরঘাটের কালিকাপুরের ঘটনা। আহতরা হলেন সাবিত্রী চৌধুরী ও সুমন সরদার। শুক্রবার দুপুরে বাড়িতে বাধা থাকা অবস্থায় একটি ছাগলকে আক্রমণ করতে আসে শিয়াল। ওই সময় মহিলা ছাগলটিকে বাঁচাতে যান। তখনই তাঁর ওপর হামলা করে শিয়ালটি।

নিখোঁজ ছাত্রী

■ টিউশন পড়ত গিয়ে নিখোঁজ ছাত্রী। মালদহের ঘটনা। পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে থানায়। জানা গিয়েছে, বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ওই মেধাবী ছাত্রী টিউশন পড়তে গিয়ে বাড়ি ফেরেনি। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় পরিজনেরা। পুলিশ ও ছাত্রীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

ঘর ভাঙল হাতি

■ রাত জেগে পড়াশোনা করে সবেমাত্র ঘুমিয়ে ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তখনই বাড়িতে হাতির তাণ্ডব। ঘর ভেঙে সাবাড় করছে মজুত ধান। পাশের কাকুর ঘরে কোনওক্রমে গুটিসুটি মেরে বসে রইল রেণু। শনিবার মাল শহরের ঘটনা। ব্যবস্থা নিয়েছে বনদপ্তর এলাকায় রয়েছে পাহারা।

চাঞ্চল্যকর তথ্য

■ মালদহের ইংরেজবাজারে ছাত্রী খুনের ঘটনায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। মাত্র ২৫ মিনিটের অপারেশন। তারপর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য সাক্ষী হিসাবে তৈরি হওয়া। আরও কিছু সময় পর পরিবারের সঙ্গে বোনকে খোঁজার নাটক। তবে শুধুমাত্র যে নাবালিকার বাবার কাছে অপমানিত হয়েই এমন ঘটনা, ধৃতের দাবি করা এমন তত্ত্ব মানতে নারাজ তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। গত ২৯ জানুয়ারি মালদহ শহরের এক নাবালিকার নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে সিসিটিভির ফুটেজ দেখে এক যুবককে আটক করে জেরা শুরু করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। প্রমাণ মেলার পর নাবালিকার জ্যেঠতুতো দাদার উপর সন্দেহ হয় পুলিশের। তাকে আটক করা হয়।

খুনিদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে হরিহরপাড়া বাজারে দোকানমালিকের মৃতদেহ রাস্তায় রেখে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশের আশ্বাসে প্রায় ২০ মিনিট পর অবরোধ তুলে নেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা

হঠাৎ হাজির রামানুজ

■ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর ২ নং ব্লকের হরিনা হাইস্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে হঠাৎ পরিদর্শনে গেলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন আরও পাঁচজনের প্রতিনিধিদল। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ তিনি হরিনা হাইস্কুলে ঢুকে পড়েন। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না তাও জানতে চান।

ভাঙন বিজেপিতে

■ লোকসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্য জুড়ে বিজেপিতে ভাঙন ধরেছে। নতুন-পুরাতন দ্বন্দ্বের জের পশ্চিম মেদিনীপুরেও। সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুদাম পণ্ডিতের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলে দলত্যাগ করলেন নারায়ণগড় বিধানসভার ১ মণ্ডল সভাপতি এবং একাধিক পদস্থ কর্মী। দলের রাজ্যসভাপতিকে চিঠি দিয়ে জানিয়েও দিয়েছেন তাঁরা।

কেন্দ্রবিরোধী সভা

■ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার রাজপথে লড়াইয়ে নেমেছেন। তারই রেশ ধরে ঝাড়গ্রামে শুরু হল প্রতিবাদ। বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা বলেছেন, মনরেগার যে সাত হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে। বাংলার সঙ্গে বিজেপির সম্পর্ক শুধু ভোট, তার বাইরে সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট নিয়ে তারা ভাবে না। এর জবাব বাংলার মানুষ আগামী দিনে দেবে।

হাতিকে এড়াতে

■ বাঁকুড়ার জয়পুরে কাল ২২টি হাতির একটি দল প্রবেশ করেছে। হাতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগ ও পুলিশ। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর আগেই পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্ভয়ে পরীক্ষাস্থলে পৌঁছতে পারে তার জন্য জোরদার ব্যবস্থা নেওয়া হল। বনবিভাগের বিশেষ গাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হল সবাইকে।

পথশ্রী প্রকল্পে রাজ্যে ১২ হাজার কিমি রাস্তা

পূর্ব মেদিনীপুরে ২৫ ব্লকে কাজ শুরু

সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প পথশ্রী। এই প্রকল্পের পথশ্রী-৩-এ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তানির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের উদ্বোধন হল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ১০৬৫টি রাস্তা তৈরি হচ্ছে। যার মোট দৈর্ঘ্য ৯৫০.১৯৮ কিলোমিটার। এর জন্য ব্যয় হবে ৩৪৯.৩১ কোটি টাকা। প্রথম দিনেই জেলা পরিষদ অফিসে পথশ্রী-৩ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদ সভাধিপতি উত্তম বারিক। ছিলেন জেলাশাসক তনবীর আফজাল। এই প্রকল্পের তৃতীয় পর্বের প্রথম দিনেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ২৫টি ব্লকে একটি করে রাস্তার উদ্বোধন হয়। রামনগর ১ ব্লকের তালগাছাড়ি ২ অঞ্চলের কুলিআট্টা থেকে মেরিন ড্রাইভ পর্যন্ত ৬০০ মিটার রাস্তা-সহ আরও একটি রাস্তার সূচনা হয়। সূচনা করেন বিধায়ক তথা মন্ত্রী অখিল গিরি। কাঁথি ৩ ব্লকের কুমিরদা অঞ্চলের বড় নামাইতে ৮০০ মিটার ঢালাই রাস্তার কাজেরও সূচনা হয়। এখানে রাস্তার সূচনা করেন কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশচন্দ্র বেজ। উপস্থিত ছিলেন, কাঁথি ৩ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দীপক ঘোষ। বর্ষা আসার আগে বিশেষত গ্রামবাংলায় এই প্রকল্প শুরু হওয়ায়, বেজায় খুশি বাসিন্দারা। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়, এই প্রকল্পে এত রাস্তা তৈরির ফলে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের অভাব-অভিযোগ মিটবে। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সকলেই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। রাস্তাগুলো তৈরি হয়ে গেলে এলাকার অর্থনীতিরও বিপুল পরিমান উন্নতি হবে।

পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার সূচনা করছেন মন্ত্রী অখিল গিরি

আসানসোলকে দূষণমুক্ত রাখতে উদ্যোগী বাণিকসভা

সেমিনার উদ্বোধনে মলয় ঘটক।

সংবাদদাতা, আসানসোল : ভারতে দ্বিতীয় দূষণমুক্ত শহর আসানসোল। এই সাফল্য ধরে রাখতে আরও তৎপর প্রশাসন ও শিল্পকারখানাগুলি। এই নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার আয়োজন করল বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স। আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। অংশ নেয় রাষ্ট্রায়ত্ত সেইলের ইসকো থেকে শুরু করে ইসিএল, বেসরকারি বেশ কিছু কারখানা ও খনিসংস্থা। আগামীদিনে কীভাবে পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিয়ে আসা যায়, কীভাবে জলবায়ু দূষণমুক্ত শিল্পাঞ্চল তৈরি করা যায় সেই লক্ষ্যেই সবাই একত্রিত হয়। সেমিনারে ছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। মলয় বলেন, দিন দিন শিল্পাঞ্চলে দূষণ বাড়তে থাকায় উদ্বেগও বাড়ছে। তাই সমস্ত শিল্প-কলকারখানাগুলি এই ক্ষেত্রে এক হওয়া উচিত, দেখা দরকার কীভাবে আমাদের আসানসোলে দূষণ কমানো যায়

■ **পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ও গড়বেতায় নতুন দমকলকেন্দ্র চালু হবে। এছাড়াও জেলার কয়েকটি জায়গায় নতুন দমকলকেন্দ্র গড়ার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে। শনিবার কাঁথির সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে দমকলকেন্দ্র পরিদর্শনে এসে জানালেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।**

■ **রশিদপুর বান্ধব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।**

পাষণ্ড বাবার বেধড়ক মার খেয়েও পরীক্ষা দিল মেয়ে

কেন্দ্রে পৌঁছে দিলেন ফরাক্কা থানার আইসি

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : বাবার ইচ্ছে নয় মেয়ে বেশি পড়াশোনা করুক। তাই বেধড়ক পেটায় মেয়েকে। তার পরেও মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার আইসি-র প্রচেষ্টায় শনিবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল ইমামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর-লাউয়ারহাট গ্রামের তহরিমা খাতুন। আজ ইংরেজি পরীক্ষা ছিল। বাবা রফিকুল শেখ রাজমিস্ত্রি। এক ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তহরিমা বড়। ছোট থেকেই পড়াশোনায় আগ্রহী। শুক্রবার রাতেই রফিকুল স্ত্রীকে প্রচণ্ড মারধর করে। মেয়ে প্রতিবাদ করলে তাকেও। এমনকী সকালে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগেও তহরিমাকে প্রচণ্ড মারধর করে। তাতে তহরিমা অসুস্থ বোধ করলে মা ওকে নিয়ে সোজা ফরাক্কা থানায় হাজির হন। বাড়ি থেকে থানা প্রায় আট কিলোমিটার দূরে। এতটা পথ হেঁটে যেতে যেতে পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। আইসি দেবব্রত চক্রবর্তী গোটা ঘটনা শুনে দ্রুততার সঙ্গে নিজের গাড়িতে তহরিমাকে বসিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র অর্জুনপুর হাইস্কুলে হাজির হন। সেন্টার ইনচার্জ এবং বাকি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে ওই ছাত্রী যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারে তার ব্যবস্থাও করেন। শুধু তাই নয়, পরীক্ষা শেষে থানার গাড়ি তাকে বাড়িতেও পৌঁছে দেয়। আইসি জানিয়েছেন, তহরিমা যাতে বাকি পরীক্ষাগুলো নির্বিঘ্নে দিতে পারে প্রশাসনের তরফে সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর রফিকুল যদি ফের তার মাকে বা তাকে মারধর করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ কড়া নজর রাখছে।

পরীক্ষার্থীকে নিয়ে সেই পরীক্ষা কেন্দ্রে আইসি।

১০
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
রবিবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

4 February, 2024 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

মাধ্যমিক দিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় ছাত্রীর মৃত্যু

সংবাদদাতা, নলহাটি : শুক্রবার ছিল মাধ্যমিকের বাংলা পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষে জামাইবাবুর বাইকে নলহাটির কলিঠা গ্রামের বাড়ি ফিরছিল পরীক্ষার্থী সোহানা খাতুন। পিছন থেকে আরেক মাধ্যমিক ছাত্র-সহ তার এক বন্ধু সজোরে ধাক্কা মারে তাদের বাইকের পিছনে। রাস্তায় ছিটকে পড়ে ছাত্রীটি। মাথায় আঘাত লেগে শুরু হয় রক্তক্ষরণ। প্রথমে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। এরপর সেখান থেকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। শনিবার বিকেল সাড়ে চারটের সময় মৃত্যু হয় সোহানার। ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া দেখা যায়। সোহানা ওরফে নেহার বাবা সামসুল হক ব্যবসায়ী। মা সাবিনা ইয়াসমিন। পিতামাতার একমাত্র সন্তান নেহা কলিঠা হাইস্কুলের ছাত্রী। মাধ্যমিকে তার সিট পড়ে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে। আর মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে কলিঠা সেরিকালচার অফিসের সামনে। থানায় অভিযোগ দায়ের হতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রাতে কলকাতা থেকে মৃতদেহ ফিরবে কলিঠার বাড়িতে বলে জানান তার খুড়তুতো ভাই সুজাউদ্দিন ইসলাম।

জখম তিন পরীক্ষার্থী

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মাধ্যমিকে ইংরেজি পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে পথদুর্ঘটনায় গুরুতর জখম তিন পরীক্ষার্থী। শনিবার জামবনি ব্লকের জামবনি থানা মোড়ে। বাইক দুর্ঘটনায় আহত তিন পরীক্ষার্থী ঘং গ্রামের সমু মাহাত, জয়দীপ মাহাত এবং জামবনি গ্রামের অর্পণ দাস। তিনজনই জামবনি বাণী বিদ্যাপিঠ হাইস্কুলের ছাত্র। পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল চিঞ্চিগড় জগদীশচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিন ছাত্রই পরীক্ষার পর বাইকে বাড়ি ফিরছিল। জামবনি মোড়ের কাছে একটি বাঁকে দ্রুতগতির বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি খুঁটিতে জোরে ধাক্কা মারলে তিনজনই বাইক থেকে ছিটকে পড়ে। বাইকটি দু'টুকরো হয়ে যায়। আহত তিনজনকে দ্রুত চিল্কিগড় গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। গুরুতর জখম বাইকচালক ছাত্র সমু মাহাত। তাকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার হাঁটুর আঘাত গুরুতর বলে অপারেশন হতে পারে। তাকে পরে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর ঝাড়গ্রামের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) শক্তিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় সমুকে দেখত হাসপাতালে যান।

সাংসদের প্রয়াণদিনে

সংবাদদাতা, নদিয়া : শনিবার হাঁসখালির চিত্রশালিতে সাংসদ আনন্দমোহন বিশ্বাসের ২২তম প্রয়াণ দিবস

উদযাপনে হল রক্তদান-সহ একাধিক অনুষ্ঠান। দক্ষিণপাড়া ১ অঞ্চল তৃণমূলের উদ্যোগেও হয় স্মরণসভা। সেখানে ছিলেন তাঁর পুত্র রাজ্যসভার সাংসদ আবীর বিশ্বাস। ছিলেন কৃষ্ণনগরের পুরপিতার মিলন ঘোষ, তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের নেতা সঞ্জীব বিশ্বাস, দীনেশ চক্রবর্তী, বিজয় বিশ্বাস প্রমুখ নেতৃত্ব। রানাঘাট, গয়েশপুরেও সাংসদের প্রয়াণদিবস পালিত হয়।

হেরিটেজ নবদ্বীপ ও তীর্থনগরী হিসাবে সাজছে মায়াপুর

রাজ্য দিয়েছে ৩০০ কোটি টাকা, জমি

সংবাদদাতা, নদিয়া : শ্রীচৈতন্যদেব আর কৃষ্ণভক্তির টানে বিশ্বের নানা দেশ থেকে নবদ্বীপ-মায়াপুরে ছুটে আসেন ভক্তরা। নবদ্বীপ চৈতন্যদেবের জন্মভূমি নবদ্বীপে সারা বছর ভক্তদের ভিড় থাকে। ইসকনের সান্ধ্যকালীন নামকীর্তন ও আরতি দেখার জন্য দেশবিদেশের ভক্তরা জড়ো হন মায়াপুরে। এই নবদ্বীপ-মায়াপুরকে বৃহস্পতিবার শান্তিপুরের সভা থেকে আরও উন্নত করার বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই ঘোষণায় প্রবল খুশি নবদ্বীপের পিতল-কাঁসা থেকে হোটেল ব্যবসায়ীরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'নবদ্বীপ ধাম হেরিটেজ টাউন হয়েছে। ইসকনের নতুন মন্দির হচ্ছে। রাজ্য ৭০০ একর জমি দিয়েছে। সেখানে হাটবাজার, বাড়িঘর সবকিছুই তৈরি হবে। মায়াপুর হবে তীর্থনগরী। কর্মসংস্থান বাড়বে।'

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ। নবদ্বীপ।

প্রসঙ্গত, ২০১৯-এ নবদ্বীপকে হেরিটেজ শহর ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। গত তিন বছরে সেজন্য এলাকায় অনেক কাজ হয়েছে। ভাগীরথীর ১০টি ঘাট সংস্কার ছাড়াও আলোয় সেজেছে মহাপ্রভুর পুণ্যভূমি। গৌরাঙ্গ সেতু পেরিয়ে নবদ্বীপে ঢোকার পথে হয়েছে হেরিটেজ গেট। আরও কিছু কাজ দ্রুত হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, নবদ্বীপ ও মায়াপুর ভ্রমণ যাতে আরও সহজ হয় সেজন্য দীর্ঘদিন ধরেই সচেষ্ট প্রশাসন। বৈষ্ণবনগরী মায়াপুরকে ঢেলে সাজার প্রচেষ্টা চলছে জেলা প্রশাসনের তরফে। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে ভ্রমণপিপাসুরাও খুশি। নবদ্বীপ শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকাকে ৩০০ কোটি টাকায় আরও উন্নত করে তোলার কাজ চলছে। এলাকায় অনেক রাস্তাঘাট হয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের কালনা থেকে শান্তিপুর পর্যন্ত ব্রিজ তৈরি হচ্ছে যাতে নবদ্বীপের রাসমেলা, ইসকনে যাতায়াত সহজ হয়।

সংস্কারে পুর দফতর দিল প্রথম দফায় ১ কোটি টাকা

প্রতিবেদন : প্রায় ৬ বছর বন্ধ ছিল রামপুরহাটের একমাত্র সাংস্কৃতিক মঞ্চ 'রক্তকরবী'। এবার সেই প্রেক্ষাগৃহের আধুনিকীকরণে রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর প্রথম দফায় প্রায় ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করল। এ কথা জানান পুরপ্রধান

রামপুরহাটের রক্তকরবী প্রেক্ষাগৃহ

সৌমেন ভকত। জানা যায়, ১৯৯৫ সালে টাউন হল কর্তৃপক্ষের দান করা ১৫ কাঠা জমিতে এই মঞ্চটির নির্মাণকাজের শিলান্যাস করেন তৎকালীন গ্রন্থাগার মন্ত্রী। ২০০৯-এ অসম্পূর্ণ রক্তকরবী মঞ্চটির উদ্বোধন করেন প্রয়াত বিশিষ্ট সিনেমাকার তরুণ মজুমদার। পর্যাপ্ত আলো, পাখা ও সাউন্ড সিস্টেম ছাড়াই ৫২৬ আসনের হলটি চালু করে দেওয়া হয়। ২০১৬-তে আধুনিক মানে গড়ার কাজ শুরু করে পুরসভা। আনুমানিক ৯ কোটি টাকার মধ্যে সাংসদ শতাব্দী রায় দেন ৪৬ লক্ষ, পুরসভা দেয় ১ কোটি ১২ লক্ষ। সেই টাকায় টিনের চাল বদলে অ্যাসবেসটস, সিলিং, সেন্ট্রাল এসি ইত্যাদি কাজ করার পর টাকা অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। রাজ্যের আর্থিক অনুমোদন না থাকায় এই অবস্থা বলে পুরসভা সূত্রে খবর। অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় সেভাবেই প্রায় ৬ বছর পড়ে আছে মঞ্চটি। ২৩ জানুয়ারি কলকাতায় বীরভূম নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি জেনে তিনি পুরমন্ত্রীকে দেখতে বলেন। সেইমতো প্রথম পর্যায়ে ৯৯ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার আর্থিক অনুমোদন এসে গিয়েছে। সৌমেনবাবু বলেন, রক্তকরবীর আধুনিকীকরণে ৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার ডিপিআর জমা দেওয়া হয়।

বিডিও অফিসে আগুন

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : শনিবার বিকেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল সুতি ১ বিডিও অফিসে। শর্ট সার্কিটের ফলে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতি অফিসের একাধিক কম্পিউটার, প্রিন্টার-সহ আরও কিছু বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম। খবর পেয়ে ধুলিয়ান থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রশাসনের তরফে প্রতি ব্লকে চলছে 'জনসংযোগ' কর্মসূচি। সেজন্য শনিবার ছুটির দিন হলেও বিডিও অফিসে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছিল। বিকেলে কয়েকজন কর্মী ইলেকট্রিক বক্স থেকে অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পান। বিডিও অরূপ সাহা বলেন, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অফিসের একাধিক কম্পিউটার শর্ট সার্কিটে নষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিবন্ধীদের পাশে আইসি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জঙ্গলমহলের প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়ালেন ঝাড়গ্রাম থানার আইসি। জঙ্গলমহলের প্রতিবন্ধী মানুষ তাঁদের নানা দাবিদাওয়া নিয়ে বিভিন্ন সময়

জঙ্গলমহলে শীতবস্ত্র বিলি।

জেলাশাসকের কার্যালয় থেকে থানা ঘেরাও করেছেন। তবে এবার উঠে এল অন্য জঙ্গলমহলের ছবি। ঝাড়গ্রাম থানার আইসি বিপ্লব কর্মকার প্রত্যন্ত এলাকার ২০০ প্রতিবন্ধী পরিবারের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিলেন।

কৃষি নিয়ে আলোচনা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : ছাতনার খড়বনা, দলপুর জ্ঞানচাঁদ সরস্বতী আশ্রমে কেভিকে-র উদ্যোগে প্রাকৃতিক কৃষিকাজের সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। কৃষিজমির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমছে। উৎপাদন কমছে এবং খাদ্যের চাহিদাপূরণে যথেষ্ট পরিমাণ রসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার চলছে। সারের নাইট্রোজেন জমিকে বিষাক্ত করে জীববৈচিত্র্য নষ্ট করছে। একে ঠেকাতে সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রাকৃতিক কৃষিকার্যে সচেতনতা বিষয়ে হাতেকলমে শেখানো হল কৃষকদের।

প্রতারণার অভিযোগে

প্রতিবেদন : আন্টার্কটিকায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখিয়ে কয়েকজন ভ্রমণপিপাসুর সঙ্গে কয়েক কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ। টালিগঞ্জ থানার পুলিশ গ্রেফতার করল শ্রেয়সী বিশ্বাস নামের এক মহিলাকে। পুলিশ জানিয়েছে, একটি সংস্থার নামে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপণ দিয়ে ওই টাকা তোলা হয়েছিল। শুরু হয়েছে তদন্ত।

অযোধ্যা পাহাড়ের নয়া আকর্ষণ হতে চলেছে বন্যপ্রাণ

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুরুলিয়া থেকে টামনা মোড় দিয়ে সিরকাবাদ হয়ে অযোধ্যা পাহাড়ে যাওয়ার পথে এবার হঠাৎই চোখ আটকে যেতে পারে পর্যটকদের। পাঁড়রামা গ্রামের পাশে, সেনাবনা বা সিরকাবাদের সবুজ মাঠে ময়ূর দেখে। এমনকী পেখম তোলা ময়ূরও চোখে পড়তে পারে। শান্ত, নির্জন পাহাড় ও পাহাড়তলিতে দেখা যায় হরিয়ালের ঝাঁক ও তিতির। অযোধ্যা পাহাড় ও সংলগ্ন এলাকায় বুনো জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যা বেড়েছে বলে জানিয়েছে বন দফতরও। তবে এই সঙ্গে বেড়েছে আশঙ্কাও। কোটশিলার সিমনি বনাঞ্চলে বন দফতরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে চিতাবাঘের ছবি। ওই এলাকা এবং ঝালদায় রয়েছে বুনো ভালুক। গোটা অযোধ্যা পাহাড়ে

বেড়েছে শূকর, হরিণ ইত্যাদির সংখ্যা। পুরুলিয়ার ডিএফও কার্তিকেয়ন এম বলেন, সিমনিতে ঠিক কত চিতাবাঘ রয়েছে তা জানতে আরও ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানো হবে। চিতা, ভালুক, হায়না, নেকড়ে বাদ দিয়ে অন্য জীবগুলি পর্যটনে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে বলে মনে করছে বন দফতর। অযোধ্যা হিলটপের বাসিন্দা অখিল সিং সর্দার বলেন, লকডাউনের সময় পাহাড় জুড়ে বন্যপ্রাণের সংখ্যা বেড়েছে। তাছাড়া এখন শিকার উৎসবেও শিকার করতে দেওয়া হয় না। ফলে হরিণ, ময়ূর, হরিয়াল, তিতির, খরগোস, প্যাঙ্গোলিন সবার সংখ্যা বেড়েছে। পাহাড়ে বেশি ভিড় হলে প্রাণীগুলি গভীর জঙ্গলে চলে যায়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দুপুর ও সন্ধ্যায় তাদের সহজে দেখা মেলে। পাহাড়ে আগত পর্যটকদের মধ্যে বৈশ্বানর মাইতি বলেন, পথের ধারে ময়ূর দেখে ভাল লেগেছে। এ যেন বাড়তি পাওনা। কারণ অযোধ্যা পাহাড়ে মানুষ আসেন পাহাড়, জঙ্গল, ঝরনা, জলাধার ও উপত্যকা দেখতে। হাতি নিয়ে মানুষকে সতর্ক করা হয়। কিন্তু হিংস্র নয় এমন প্রাণীদের দেখতে তো ভাল লাগবেই। বন দফতরের জানিয়েছে, রাজ্য সরকার যেমন পাহাড়ে পর্যটনস্থলগুলির উন্নয়ন করেছে, তেমনই অরণ্য গভীর করে দিয়েছে। ফলে সেখানে জীববৈচিত্র্য বেড়েছে। যা আগামী দিনে পর্যটনে নিশ্চিত নতুন মাত্রা যোগ করবে।

তাজমহলে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে উরস অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি জানিয়েছে হিন্দু মহাসভা। শনিবার এই সংগঠনের পক্ষ থেকে আগ্রার সার্কিট আদালতে আবেদন করা হয়েছে। আগামী ৪ মার্চ মামলার শুনানি

বারাণসী আইআইটিতে ছাত্রের দেহ

প্রতিবেদন : উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে আইআইটির হস্টেলে উদ্ধার হল ফাইনাল ইয়ারের পড়ুয়ার দেহ। মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী বলে দাবি করেছে বারাণসী পুলিশ। এই নিয়ে ডিসেম্বরের মধ্যভাগ থেকে এখনও পর্যন্ত চারজন পড়ুয়া আত্মঘাতী হলেন দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। প্রতি ক্ষেত্রেই মানসিক অবসাদের তত্ত্বই সামনে আসছে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন খোদ দেশের বিচার ব্যবস্থাও। বুধবার রাতে বারাণসী আইআইটির হস্টেলে নিজের ঘরেই ছিলেন উৎকর্ষ রাজ (২৩) নামে ফাইনাল ইয়ারের আর্কিটেকচারের ওই পড়ুয়া। তাঁর বাবা বারাণসী আইআইটিতেই সেকশন অফিসার পদে কর্মরত। কিন্তু বুধবার বারবার পরিবারের তরফে যোগাযোগ করেও তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শেষে হস্টেলে তাঁর ঘরের দরজা ভেঙে তাঁকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, উৎকর্ষ আগে থেকেই মানসিক অবসাদের জন্য চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে ফাইনাল ইয়ারে এসে উৎকর্ষের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় প্রশ্নের মুখে দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের হার বৃদ্ধি ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ কমে যাওয়ার পরিস্থিতি।

বিজেপির বিধায়ক কেনাবেচা রুখতে সোমবারই আস্থা ভোট

ঝাড়খণ্ড মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

প্রতিবেদন : হেমন্ত সোরেনের গ্রেফতারির পর ঝাড়খণ্ডে নয়া সরকার গড়তে অহেতুক টালবাহানা করেছেন রাজ্যপাল সি পি রাধাকৃষ্ণণ। শেষপর্যন্ত শুক্রবার সকালে নতুন মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন চম্পাই সোরেন। তাঁকে দশদিনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। কিন্তু শাসক জোট মনে করছে, এই দশদিনের ভিতর শাসক দলের বিধায়ক কেনাবেচার কোনও সুযোগ হাতছাড়া করবে না বিজেপি। টাকা ছড়িয়ে, কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঝাড়খণ্ডে বিরোধী সরকার সরাতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। সেজন্য সক্রিয় বিজেপির 'অপারেশন লোটাস' টিম। নতুন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেনের বিরুদ্ধে কিছু বিধায়কের ক্ষোভ উসকেই হোক বা টাকা ছড়িয়ে, চেনা কায়দাতেই পিছনের দরজা দিয়ে ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতায় ফিরতে সক্রিয় বিজেপি। এই পরিস্থিতি মাথায় রেখেই শনিবার নয়া মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত: দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে না। সোমবার, ৫ ফেব্রুয়ারি আস্থা ভোটের মাধ্যমে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন। শুক্রবারই ৪৩ জন বিধায়কের সমর্থন নিয়ে শপথ নিয়েছেন প্রবীণ জেএমএম নেতা চম্পাই।

বর্তমানে ৮১ আসনের ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় সরকার গঠনের জন্য ম্যাজিক ফিগার হল ৪১। শাসক জোটের হাতে রয়েছে ৪৮ জন বিধায়ক। এরমধ্যে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ২৯, কংগ্রেস ১৬, আরজেডি ১ এবং সিপিআই

লিবারেশন ১। রাজ্যপালের কাছে ৪৩ জন বিধায়কের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন চম্পাই। শাসক জোটের চার বিধায়ক এখনও বেপাত্তা। তাদের কাজে লাগিয়ে বিজেপি ঘোড়া কেনাবেচার চেষ্টা করতে পারে বলে আশঙ্কা। এদিকে বিরোধী শিবিরে রয়েছেন ৩২ জন বিধায়ক। বিজেপি ২৫, আজসু ৩, এনসিপি (অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী) ১ এবং নির্দল ৩। সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতিতে শাসক জোটের বিধায়কদের এককাট্টা রাখতে তাদের সকলকে কংগ্রেস শাসিত হায়দরাবাদের একটি হোটেলে রাখা হয়েছে।

আস্থা ভোটে অংশ নিতে হেমন্তকে অনুমতি দিল কোর্ট

প্রতিবেদন : ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা নেতা ও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে ঝাড়খণ্ডের আস্থাভোটে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে আদালত। আগামী ৫ এবং ৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় আস্থা ভোট হলে তাতে অংশ নিতে পারবেন হেমন্ত। জমি দুর্নীতি মামলায় তিনি এখন ইডি হেফাজতে রয়েছেন। রাঁচির বিশেষ আদালত শনিবার ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে আস্থাভোটে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেয়। বুধবারই জমি সংক্রান্ত বেআইনি অর্থপাচার মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট গ্রেফতার করে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে। ইডির হাতে গ্রেফতারির আগে তিনি রাজভবনে গিয়ে পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

শুক্রবার শপথ নিয়েছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন। নয়া সরকারের আস্থা ভোটে অংশ নিতে চেয়ে বিশেষ পিএমএলএ (অবৈধ আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইন) আদালতে আবেদন করেছিলেন হেমন্ত সোরেন। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হাতে গ্রেফতার হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে ৩১ জানুয়ারি চম্পাই সোরেনকে নিজের উত্তরসূরি হিসেবে মনোনীত করেন হেমন্ত। এবার তাঁকে চম্পাইয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের ভোটাভুটিতে হাজির থাকার ছাড়পত্র দিল আদালত।

বুথ জ্যাম, ছাপ্পা রুখতে এআই

লোকসভা ভোটে উদ্যোগ কমিশনের

প্রতিবেদন : সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে ভোট ময়দানে নামতে চায় নির্বাচন কমিশন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বুথ জ্যাম, ছাপ্পা ভোট রুখতে নয়া উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তিকে ২০২৪ এর লোকসভা ভোটে আরও বেশি করে কাজে লাগাতে চাইছে কমিশন। সূত্রের খবর, যে সব বুথে ওয়েব কাস্ট হবে সেখানে ব্যবহার করা হবে এই আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ইতিমধ্যেই ওয়েব কাস্টিং নিয়ে ই-টেন্ডার ডেকেছে নির্বাচন কমিশন। এর আগে বুথে ওয়েব কাস্ট নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে যার জেরেই এই ক্ষেত্রে সরাসরি এআই প্রযুক্তিতে ভরসা রাখতে চলেছে কমিশন।

জানা যাচ্ছে, চলতি সপ্তাহের রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে এ বিষয়ে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। ইতিমধ্যেই ওয়েব কাস্ট নিয়ে ই-টেন্ডার ডেকেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা মনে করছেন, এআই দিয়েই বুথ জ্যাম, ছাপ্পা ভোট এই সব কিছুই অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে রোখা সম্ভব হবে। ফলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রযুক্তির উপর আরও বেশি ভরসা রাখতে চলেছে কমিশন।

উল্লেখ্য, প্রতিটি নির্বাচনেই বুথ জ্যাম, ছাপ্পা ভোট এই শব্দগুলো অত্যন্ত মাথাব্যাথার কারণ হয়ে ওঠে নির্বাচন কমিশনের কাছে। প্রতি কেন্দ্রে, বিশেষ করে স্পর্শকাতর বুথগুলিতে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তারপরও এই ধরনের অভিযোগ ওঠে। প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে এই পরিস্থিতি কতটা সামাল দেওয়া সম্ভব সেটাই এখন দেখার।

আপ সরকারের সঙ্গে সংঘাত, ইস্তফা পাঞ্জাবের রাজ্যপালের

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাতের জেরে ইস্তফা দিলেন রাজ্যপাল। চণ্ডীগড়ে মেয়র নির্বাচনে অস্বচ্ছতার অভিযোগ ঘিরে ডামাডোল ও আপ সরকারের সঙ্গে লাগাতার সংঘাতের মাঝেই ইস্তফা দিলেন পাঞ্জাবের রাজ্যপাল বানোয়ারিলাল পুরোহিত। তিনি একইসঙ্গে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের প্রশাসক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর এই হঠাৎ ইস্তফায় রাজনৈতিক মহলে শোরগোল শুরু হয়েছে। যদিও পুরোহিত জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কারণে ও অন্যান্য কিছু কাজে ব্যস্ত থাকবেন বলেই পদত্যাগ করছেন। তবে তাঁর এই আনুষ্ঠানিক বিবৃতির পরও জল্পনা থামছে না।

২০২১ সালের ২৯ অগাস্ট পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ও চণ্ডীগড়ের প্রশাসক পদে বসেন বানোয়ারিলাল পুরোহিত। এর আগে তামিলনাড়ু ও অসমের প্রাক্তন রাজ্যপালের দায়িত্বও ছিলেন তিনি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে উদ্দেশ্য করে পদত্যাগপত্রে পুরোহিত লিখেছেন, ব্যক্তিগত কারণে ও অন্যান্য কিছু কাজে ব্যস্ত থাকব বলেই আমি পাঞ্জাবের রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের প্রশাসক পদ থেকে পদত্যাগ করছি। অনুগ্রহ করে আমার এই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে আমায় বাধিত করবেন।

কংগ্রেসের টিকিটে নাগপুর কেন্দ্রে দু'বার সাংসদ হওয়ার পর দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন পুরোহিত। ১৯৯১ লোকসভা ভোটে অযোধ্যা থেকে বিজেপির টিকিটে দাঁড়িয়ে হারেন তিনি। ১৯৯৬ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে নাগপুর কেন্দ্রে জয়ী হন তিনি। এরপর আর কখনও ভোটে জিততে পারেননি। মাঝে একবার বিজেপি ছেড়ে নিজের দল গড়েছিলেন, পরে আবার বিজেপিতে ফেরেন। সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে ২০১৬ সালে অসমের রাজ্যপাল হন। ২০২১ সালে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হওয়ার পর রাজ্যের আপ সরকারের সঙ্গে তাঁর লাগাতার সংঘাত চলে।

থানায় শিন্ডের দলের নেতাকে গুলি বিজেপি বিধায়কের

দুই শরিকের খেয়োখেয়ি, মহারাষ্ট্রে জঙ্গলরাজ চলছে, বলল শাসক দলই!

প্রতিবেদন : জঙ্গলরাজ চলেছে বিজেপি রাজ্যে। শাসক জোটের দুই শরিক দলের খেয়োখেয়ি এখন প্রকাশ্যে। খোদ বিধায়কই থানার ভিতরে ঢুকে গুলি চালাচ্ছেন! নজিরবিহীন এই ঘটনা মহারাষ্ট্রের থানে জেলায়। আর এই ঘটনায় বিজেপি জোটেরই দুই শরিক দলের কদর্য খেয়োখেয়ি প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

থানার ভেতরেই জোটসঙ্গীকে গুলি করেন বিজেপি বিধায়ক। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়েছে বিজেপি ও শিবসেনা(শিন্ডে গোষ্ঠী) শাসিত মহারাষ্ট্রে। বিজেপি বিধায়ক গণপত গায়কোয়াড়ের গুলিতে গুরুতর আহত অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন শিন্ডে নেতৃত্বাধীন শিবসেনার নেতা মহেশ গায়কোয়াড়। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক শিবসেনা বিধায়ক।

জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের উল্লাস নগরের হিল লাইন থানায়। শুক্রবার রাতে শিণ্ডে শিবিরের নেতা মহেশ এবং বিজেপি বিধায়ক গণপত তাঁদের সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে থানায় জমি বিবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই

দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বচসা। আর তার জেরেই মহেশের উপর চার রাউন্ড গুলি চালান বিধায়ক গণপত। বিজেপি বিধায়কের গুলিতে আহত হন শিবসেনা বিধায়ক রাহুল পাতিলও। বর্তমানে দু'জনেই আহত অবস্থায় থানের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। থানার মধ্যে এহেন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে বিজেপি বিধায়ক গণপতকে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে তাঁর বন্দুকটিও।

এদিকে এই ঘটনায় মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। এমন ঘটনায় বিজেপির পাশাপাশি পুলিশকে তোপ দেখেছেন একনাথ শিন্ডে শিবিরের মুখপাত্র আনন্দ দুবে। তিনি বলেন, "থানার ভিতরেই এখন গুলি চলছে। ভাবুন, মহারাষ্ট্রে কেমন জঙ্গলরাজ শুরু হয়েছে।" অন্যদিকে, একনাথ সরকারকে একহাত নেন হামলাকারী বিজেপি বিধায়ক গণপত। তিনি বলেন, শিন্ডে জমানায় মহারাষ্ট্রে অপরাধ বেড়েছে। বিজেপির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন শিন্ডে বলেও দাবি করেন গণপত। অবশ্য, নিজের ভুল স্বীকার করেছেন গণপত। এই ঘটনায় আদালতের নির্দেশ তিনি মেনে নেবেন বলেও জানিয়েছেন।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে নির্বাচন। তার আগে আবার অশান্ত হতে শুরু করেছে পাক মুলুক। করাচিতে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় পুলিশের সন্দেহ, এটি জঙ্গি হামলার ঘটনা

প্যারিসে আবার ছুরি-হামলা, যাত্রীদের এলোপাথাড়ি কোপ

প্রতিবেদন : রেল স্টেশনে হঠাৎ হামলা। শনিবার প্যারিসের গেয়ার দে নিয়ন স্টেশনে হঠাৎই হামলা চালায় এক ব্যক্তি। হাতে ধারালো ছুরি নিয়ে স্টেশনে অপেক্ষারত যাত্রীদের দিকে তেড়ে যায় সে। ছুরির কোপে অনেকেই গুরুতর আহত হন। রেল স্টেশনে হঠাৎ হামলার ঘটনা ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য তৈরি হয়। শনিবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। প্রবল হইচই ও তাণ্ডবের মধ্যে পুলিশ ওই হামলাকারীকে গ্রেফতার করে। ওই ব্যক্তি কোন দেশের নাগরিক তা এখন জানা যায়নি।

প্যারিসে এর আগেও ছুরি-হামলার ঘটনা ঘটেছিল গত ডিসেম্বরেই। বছর ২৬ এর ফরাসি-ইরানি তরুণ ছুরি হাতে হামলা চালায় প্যারিসের রাস্তায়। তারও আগে ২০২২ সালের ডিসেম্বরেও আইএস মদতপুষ্ট বন্দুকবাজের হামলা হয় প্যারিসে।

শনিবার যে স্টেশনটিতে হামলা হয় তা প্যারিসের পর্যটনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত কারণ প্যারিস থেকে সুইজারল্যান্ড বা ইতালিতে যেতে হলে গেয়ার দে নিয়ন স্টেশন থেকেই ট্রেন ধরতে হয়। সেই সঙ্গে লোকাল ট্রেনও চলে সেখানে। শনিবার ছুটির দিন হওয়ায় রেল স্টেশনে অন্যদিনের তুলনায় অনেক বেশি পর্যটক ছিলেন। তার মধ্যেই এই হামলার ঘটনা। হামলাকারীকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।

কানাডার নির্বাচনে ভারত হস্তক্ষেপ করতে পারে, শঙ্কায় ট্রুডো প্রশাসন

প্রতিবেদন : ভারতের বিরুদ্ধে ফের অভিযোগ তুলল কানাডা। সে-দেশের সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল নিউজ কানাডার গোয়েন্দা দফতরের একটি রিপোর্ট ফাঁস করে দাবি করেছে, এবার ট্রুডোর দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করতে পারে মোদি সরকার। ভারতের এই চেষ্টা সফল হলে তা কানাডার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে বলে গোয়েন্দা রিপোর্টের দাবি। এর আগেও কানাডিয়ান সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের রিপোর্টে এধরনের অভিযোগ তোলা হয়েছিল রাশিয়া ও চিনের বিরুদ্ধে।

খালিস্তানি জঙ্গি নিজ্জর খুনের পর এবার সে-দেশের ভোটে হস্তক্ষেপের আশঙ্কা করে ভারতকে অভিযুক্ত করল কানাডার জাস্টিন ট্রুডোর সরকার। এর পরিপ্রেক্ষিতে নয়াদিল্লি ও অটোয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সংঘাত আরও বাড়বে বলেই অনুমান। ইতিমধ্যেই নিজ্জর খুনের দায় অস্বীকার করেছে ভারত। যদিও তা মানতে চায় না কানাডা। দু'দেশের এই সংঘাতের জেরে সমস্যায় পড়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডার নাগরিকরা। ভারত থেকে যেসব ছাত্র কানাডায় পড়াশুনোর জন্য যেতে চান তাঁদেরও ভিসা পেতে সমস্যা হচ্ছে।

রাজনৈতিক অঙ্কে এবার আদবানিকে ভারতরত্ন কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের পর লোকসভা ভোটের মুখে হিন্দুত্বের হাওয়া জোরদার করতে লালকৃষ্ণ আদবানিকে 'ভারতরত্ন' সম্মান দিচ্ছে মোদি সরকার। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের পিছনে পুরোপুরি বিজেপির ভোটমুখী রাজনীতি দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। আদবানিকে সামনে রেখে রামমন্দিরের আবেগ বিপণনে রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়াই লক্ষ্য গেরুয়া শিবিরের। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর প্রকাশ্যে আনেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতরত্ন পাওয়ার খবরে আপ্লুত প্রবীণ আদবানিও। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সকলকে করজোড়ে নমস্কার করতে দেখা যায় একদা বিজেপির লৌহমানবকে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির মতো আদবানিপন্থী নেতারা অভিনন্দন জানান তাঁকে। রাজনাথ সিং লেখেন, আমাদের সকলের প্রেরণা, দেশের বর্ষীয়ান নেতা লালকৃষ্ণ আদবানিকে ভারতরত্ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত আনন্দ ও খুশি বয়ে এনেছে। রাজনীতিতে তিনি পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও সংকল্পের প্রতীক।

যদিও লোকসভা নির্বাচনের আগে লালকৃষ্ণ আদবানির ভারতরত্নে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অঙ্ক দেখছে বিরোধীরা। একদা বিজেপির উত্থানের পিছনে অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন আদবানি। অবশ্য নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর রীতিমতো সাইডলাইনে চলে যান প্রবীণ নেতা। রামমন্দির আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন আদবানি। তাঁর নেতৃত্বে রথযাত্রার মধ্যে দিয়েই অযোধ্যায় রামমন্দির আন্দোলনের প্রচার চালায় বিজেপি। অথচ সেই আদবানিকেই মন্দির উদ্বোধনে ব্রাত্য করে রাখা হয়। বিষয়টিকে ভাল চোখে দেখেনি বিজেপির একাংশ। এই অবস্থায় আদবানিকে ভারতরত্ন দিয়ে নিজের দলের ক্ষুব্ধ অংশকেও বার্তা দিতে চাইলেন মোদি।

বিজেপির রাজ্যে তিনমাস বেতন পাচ্ছেন না অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা!

প্রতিবেদন : বাজেটে বড় বড় প্রতিশ্রুতির বুলি কেন্দ্রীয় সরকারের, কিন্তু বাস্তবে কতটা ফল মিলছে। বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার মানুষকে যে ক্রমাগত বঞ্চনা করে চলেছে ফের তার প্রমাণ মিলেছে মধ্যপ্রদেশে। বাজেটে কেন্দ্রের তরফে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহকারীদের জন্য বড় ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু আসল ছবিটা হল এই কর্মীরা গত ৩ মাস ধরে প্রাপ্য বেতনই পাননি। একাধিকবার স্মারকলিপি জমা দেওয়া সত্ত্বেও সরকার সেই কথা কানেও তুলছে না বলেই অভিযোগ তাঁদের। মধ্যপ্রদেশের বিক্ষুব্ধ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বলছেন এর থেকে দিনমজুরি করাও ভাল ছিল।

শ্যামবতী ভারতী ভোপাল থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে ফান্দা কালানে থাকেন। অঙ্গনওয়াড়িতে কাজ করেন। অঙ্গনওয়াড়ি ছাড়াও অন্যান্য সরকারি প্রকল্পে কাজ করতে হয়। কিন্তু প্রাপ্য বেতন পান না। শ্যামবতীর কথায়, বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। স্বামী অসুস্থ, সন্তানের স্কুলের ফি দেওয়া যাচ্ছে না। ধার চাইতে গেলে বন্ধক রাখতে বলা হচ্ছে। তাঁর কথায় যদি সোনা বা গয়না থাকবে তাহলে কি এই কথা টাকার জন্য হাপিত্যেশ করার প্রয়োজন হত? আরেক কর্মী অরুণা কির বলছেন, আজকাল প্রতিবেশীরাও বিদ্রুপ করছেন। কাজ করি কিন্তু টাকা পাইনা। 'লাডলি বেহনা' প্রকল্পে টাকা দেওয়ার বাজেট আছে মোদি সরকারের কাছে কিন্তু শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার বাজেট নেই, অভিমানী অরুণা।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী গঙ্গা বলছেন, আমাদের প্রতি মাসে ৬৫০০ টাকা সাম্মানিক পাওয়ার কথা, যা ৩ মাস ধরে পাইনি। বৃহস্পতিবার ভোপালের কালেক্টরেট অফিসে স্লোগান ও বিক্ষোভ দেখান অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন অধি দফতরের কর্মকর্তা ও সুপারভাইজাররাও সময়মতো বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন। প্রোজেক্ট অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ইউনাইটেড মোর্চা সংঘের আহ্বায়ক ইন্দ্রভূষণ তিওয়ারি বলেছেন, যে রাজ্যের ৩৫টি জেলার ৬০ হাজারেরও বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহকারীরা গত ৩ মাস ধরে সাম্মানিক পাননি। একইভাবে ৩০০ প্রকল্প কর্মকর্তা ও প্রায় তিন হাজার সুপারভাইজারও গত দুই মাসের বেতন থেকে বঞ্চিত। বেতন না পাওয়ায় সবার আর্থিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। এ-বিষয়ে আমাদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মোদি সরকার যতই সাধারণ মানুষের পাশে থাকার কথা বলুক, সবটাই যে ভোটসর্বস্ব তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মৃত্যু-নাটকের যবনিকা পতন, প্রকাশ্যে পুনম

প্রতিবেদন : শনিবারের সকালে পিলে চমকে যাওয়ার মতো ঘটনা। বলিউডের নীল ছবির তারকা পুনম পাণ্ডে 'জীবিত'! শুক্রবার যখন তাঁর মৃত্যুর খবরে সকলে চমকে যাচ্ছিলেন, এবার বেঁচে থাকার খবরে তার চেয়ে বেশি চমকাচ্ছেন তাঁরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পুনমের প্রত্যাবর্তনে ঠিক কী প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত তাই ভেবে পাচ্ছেন না অনুরাগীরা। চলছে সমালোচনার ঝড়ও। ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলতে থাকা মৃত্যু-নাটকে অবশেষে যবনিকা পতন। নিজেই প্রকাশ্যে এলেন পুনম। জানালেন তিনি 'বেঁচে আছেন'। শুক্রবার সকালে সমাজ মাধ্যমের পোস্টে পুনমের মৃত্যু সংবাদ ভাইরাল হয়। খবরটা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই জল্পনা ছিল আদৌ কি সত্যি, না কি গোটাটাই গুজব? এর আগে অনেকবার লাইম লাইটে আসতে একাধিক বিতর্কিত কাজ করেছেন অভিনেত্রী। এবারও সেরকম কিছু ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু বেলা বাড়তেই জল্পনায় সিলমোহর দেন অভিনেত্রীর সহকারী। পোস্টে লেখা হয়, ''দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি জরায়ুর ক্যানসারে আমরা আমাদের প্রিয় পুনমকে হারিয়ে ফেললাম। দুঃখের এই সময়ে, আমরা আপনাদের কাছে সবরকম গোপনীয়তার জন্য অনুরোধ করব। আমরা স্নেহের সঙ্গে ওকে স্মরণ করব।''

বেআইনি তৃতীয় বিয়ে! ৭ বছরের সাজা ইমরানকে

প্রতিবেদন : বিপদের পর বিপদ। পাকিস্তানের নির্বাচনের আগে একের পর এক মামলায় সাজা ঘোষণা হচ্ছে জেলবন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের। সর্বশেষ এবার পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁর তৃতীয় বিয়েটি ইসলামি মতে অবৈধ। এই সংক্রান্ত মামলায় এবার ইমরান এবং তাঁর বর্তমান স্ত্রী বুশরা বিবিকে সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে পাকিস্তানের একটি আদালত। শুধু তাই নয়, ইমরানের তৃতীয় বিয়েকে 'অবৈধ' বলেও ঘোষণা করেছে আদালত।

বুশরা বিবির প্রাক্তন স্বামী খাওয়ার মানেকার অভিযোগ, ইসলামি মতে বিয়ে করেননি ইমরান খান। যেসব বিধি মেনে পুনর্বিবাহ হয় হয়, সেই সবগুলিই নাকি লঙ্ঘন করেছেন ৭১ বছরের পাক রাজনীতিক। বুশরার প্রাক্তন স্বামীই সস্ত্রীক ইমরানের বিরুদ্ধে মামলাটি রুজু করেছিলেন। বুশরা বিবির প্রাক্তন স্বামীর আরও অভিযোগ, বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ার আগেই তাঁর তৎকালীন স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রেখেছিলেন ইমরান।

রায় ঘোষণার সময় আদালত চত্বরে উপস্থিত ছিলেন ইমরান এবং বুশরা। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, বিচারক সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি ইমরান এবং বুশরাকে ৫ লক্ষ টাকা (পাকিস্তানি মুদ্রায়) জরিমানার নির্দেশও দিয়েছেন। ২০২২ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত চারটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলেন ইমরান খান। বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে রয়েছেন তিনি। সম্প্রতি তোষাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে পাকিস্তানের বিশেষ আদালত। তোষাখানা মামলায় জেলের সাজা পেয়েছেন বুশরা বিবিও। ইমরান বা তাঁর স্ত্রী, কেউই আগামী ১০ বছরের জন্য কোনও সরকারি পদে বসতে পারবেন না। পাশাপাশি, পাকিস্তানি মুদ্রায় তাঁদের প্রায় ৭৯ কোটি টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। দেশের গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগেও কারাদণ্ড হয়েছে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কলেজ স্ট্রিট

4 February, 2024 • Sunday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
রবিবার

কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে 'মানসপত্র' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। আছে নবীন ও প্রবীণ কবির কবিতা এবং গদ্য। সম্পাদক সুদীপ্ত দে

জনপ্রিয় সাহিত্যিক। সমাদর পেয়েছিলেন জীবৎকালেই। গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি লিখেছেন সিনেমার চিত্রনাট্য। শিক্ষক হিসেবে ছিলেন ছাত্রদরদি। তাঁর ক্লাস করার জন্য মুখিয়ে থাকতেন পড়ুয়ারা। তিনি **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।** আজ তাঁর জন্মদিন। স্মরণ করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

স্মরণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছিলেন ছাত্রদরদি। তাঁর ক্লাস করার জন্য মুখিয়ে থাকতেন পড়ুয়ারা। একবার প্রায় তিনশো পড়ুয়া দাবি জানালেন, স্যারের ক্লাস চাই। মানা হল দাবি। তিল ধারণের জায়গা নেই ক্লাসে। ঢুকলেন গৌরবর্ণ সুদর্শন মাস্টারমশাই। ছয় ফুট ছুঁই-ছুঁই লম্বা। পরে আছেন ধুতি-পাঞ্জাবি। ক্লাসে তখনও পড়ুয়াদের অনেকেই বসার জায়গা পাননি। মাস্টারমশাই পড়ানো শুরু করলেন। পড়ুয়াদের কেউ দেওয়ালে, কেউ বা অন্যের পিঠে খাতা রেখে শুরু করলেন 'নোট' নেওয়া। মাস্টারমশাই তো অবাক। এই মাস্টারমশাই হলেন সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ছাত্রমহলে দারুণ জনপ্রিয়। তিনি এমনই এক ব্যক্তিত্ব যে, সেই কালে কলেজের ছাত্রনেতারা পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি দিতেন, 'বাংলা ক্লাসে নারায়ণবাবুকে এনে দেব।' পড়িয়েছেন জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজ, সিটি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্লাস নিয়েছেন সাউথ সিটি কলেজের মর্নিং সেকশনেও। পড়ানোর পাশাপাশি চালিয়ে গেছেন সাহিত্যচর্চা। কাজ করেছেন চলচ্চিত্র জগতেও।

জন্ম ১৯১৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। তৎকালীন দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামে পরিচিতি পেলেও, তাঁর আসল নাম তারকনাথ। বাবা প্রমথনাথ ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। নারায়ণের ছাত্রজীবন কাটে দিনাজপুর, ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ, বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ ও কলকাতায়। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ। প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। পান ডক্টরেট ডিগ্রি। এরপর শুরু করেন অধ্যাপনা। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী, সাহিত্যিক রমানাথ রায়, সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার প্রমুখ।

সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ছেলেবেলায়। কবিতা দিয়ে। পরে লেখেন গল্প। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় মাস পয়লা শিশু মাসিক পত্রে। পরবর্তী সময়ে লিখেছেন সন্দেশ, মুকুল, পাঠশালা, শুকতারা প্রভৃতি পত্রিকায়। পটলডাঙার টেনিদা তাঁর অনন্য সৃষ্টি। চরিত্রটি জয় করেছে ছোটবড় সব বয়সি পাঠকের মন। টেনিদার গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমাও। এ-ছাড়াও ছোটদের জন্যে অজস্র ছোটগল্প লিখেছেন। ছোট গল্প বিষয়ে তিনি ডিলিট ডিগ্রি লাভ করেন। ডিএম লাইব্রেরির প্রকাশনায় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাহিত্যে ছোটগল্প'। বইটি উৎসর্গ করেন 'গল্পগুরু মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে'।

সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় লিখতেন সুনন্দর জার্নাল। বাঙালির জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, রোজকার সমস্যা নিয়ে লেখা নিয়মিত এই জার্নাল অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল মননশীল বাঙালি পাঠকদের কাছে। বড়দের জন্য গল্প লিখেছেন আনন্দবাজার পত্রিকা, বিচিত্রা, শনিবারের চিঠি, চতুরঙ্গ। প্রথম প্রকাশিত বড়দের উপন্যাস 'উপনিবেশ'। ছাপা হয় মাসিক ভারতবর্ষে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। বহু জনপ্রিয় সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন। সুসম্পর্ক ছিল উত্তম কুমার, বসন্ত চৌধুরী, সুচিত্রা সেনের সঙ্গে।

তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তমনস্ক বইগুলো হল একতলা, কালা বদর, কৃষ্ণপক্ষ, গন্ধরাজ, পন্নন্তর, ট্রফি, তিমির তীর্থ, দুঃশাসন, গদসঞ্চার, বনজ্যোৎস্না, বিদিশা, বীতংস, বৈতালিক, ভাঙাবন্দর, চন্দ্রমুখর, মহানন্দা, রামমোহন, শিলালিপি, শ্বেতকমল, সাগরিকা, স্বর্ণ সীতা, সূর্যসারথী, সঞ্চারিণী, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, সাপের মাথায় মণি, আশিধারা, ভাটিয়ালী, আগন্তুক, অমাবস্যার গান, বিদুষক, সাহিত্যে ছোটগল্প, বাংলা সাহিত্য পরিচয়।

লেখার সময় চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করতেন না। বিছানায় বালিশ বুকে নীচে নিয়ে উপুড় হয়ে আধশোয়াভাবে আয়েশ করেই লিখতেন। বরাবরই এমন অভ্যাস ছিল তাঁর। লম্বা ফুলস্কেপ কাগজের একপিঠে লিখতেন ছোট ছোট অণুবীক্ষণিক অক্ষরে। লেখার গতি ছিল দুরন্ত। 'সুনন্দর জার্নাল' লিখতে বড়জোর সময় লাগত ঘণ্টাখানেক। ছোট গল্প লিখতেন মোটামুটি একদিনে। মাঝারি মাপের উপন্যাস এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ। তাঁর ছবি আঁকার হাতটিও ছিল চমৎকার। লেখায় মনোসংযোগ করার জন্য লেখার খাতার মলাটে স্কেচ করতেন। তাঁর বাড়িতে ছিল কয়েকটি বিড়াল। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নাম। রোজ নিজের হাতে তাদের খাওয়াতেন।

অসাধারণ ছিল স্মৃতিশক্তি। একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তেতলায় চলছে চায়ের আড্ডা। আচমকা হাজির প্রমথনাথ বিশী। একটু যেন চিন্তিত। 'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন এক অধ্যাপক। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, প্রমথনাথের কবিতা সঙ্কলন বের হবে। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। সংখ্যাটি হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। 'কী কবিতা?' প্রশ্ন নারায়ণের। নাম শুনে খানিক বিনয়ী হয়ে নারায়ণ বললেন, 'কবিতাটা আমার মুখস্থ আছে, প্রয়োজনে লিখে নিতে পারেন।' সঙ্গে সঙ্গে গড়গড়িয়ে বলে গেলেন প্রমথনাথের কবিতাটি। বিস্ময়ে হতবাক প্রমথনাথ-সহ বাকিরা। ক্লাসে পড়ানোর সময়েও দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ বলতেন।

তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা। ১৯৭০ সালের ৬ নভেম্বর মাত্র ৫২ বছর বয়সে প্রয়াত হন। পাঁচ দশকের বেশি সময় নেই। তবু আছেন সাহিত্যপ্রেমীদের মনে। আজও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে পড়া হয়, তাঁকে নিয়ে চর্চা হয়। এইভাবেই তিনি থেকে যাবেন অনন্তকাল।

ফিফটি ইয়ার রোড

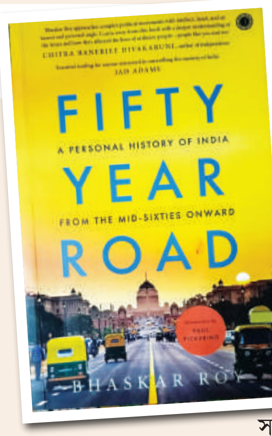

☞ কলকাতা বইমেলায় জায়কো পাবলিশিং হাউসের স্টলে এবার নজর কাড়ল গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। দীর্ঘদিন দিল্লির রাজনৈতিক আবহে জড়িত প্রথম শ্রেণির জাতীয় স্তরের ইংরেজি সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও বিশিষ্ট লেখক ভাস্কর রায়ের ৫০ বছরের ব্যক্তি ও কর্মজীবনের ইতিহাসাশ্রিত আত্মস্মৃতিকথা 'ফিফটি ইয়ার রোড'। বাংলাদেশ যুদ্ধ, সত্তর দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের পাশাপাশি দেশে সাড়া জাগানো ও উত্তাল সময়ের উন্মোচিত এবং অকথিত ক্রমইতিবৃত্তের পাশাপাশি লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত বিরল অভিজ্ঞতা, তাঁর নিজস্ব আবেগ ও বিস্তৃত জগতের উন্মোচন এই বইয়ের আসল সম্পদ। ছোট থেকে বেড়ে ওঠা ও নিজের কর্মকাজের পরিধি উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সমান্তরালভাবে দেশ ও কালের অবশ্যম্ভাবী এগিয়ে চলার সময় ও পথটিকে ছুঁয়ে গিয়েছে এই গ্রন্থের একেকটি পরিচ্ছেদ। বিশিষ্ট ও নামী রাজনৈতিক ভাষ্যকারের স্মার্ট গদ্যে নিপুণ দক্ষতায় ধরা পড়েছে গল্পের মতো সত্য কাহিনিমালা। দেশের প্রথম সারির রাজনীতিকদের অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার এই গ্রন্থের বাড়তি আকর্ষণ। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই বই একাধারে সাহিত্য ও ইতিহাসপ্রেমী গবেষকদের সংগ্রহে থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে মার্জিত লেখনীর গুণে।

ইকিড়-মিকিড়

☞ নয়ের দশকে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ছড়ার পত্রিকা 'ইকিড়-মিকিড়'। চলেছিল টানা কয়েক বছর। দেবাশিস্ বসুর সম্পাদনায়। সাধারণ সংখ্যার পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছিল কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবন-বোধের ছড়া প্রভৃতি সংখ্যাগুলো লাভ করেছিল পাঠকপ্রিয়তা। ছড়ার সঙ্গে থাকত আকর্ষণীয় ছবি। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকাটি। তারপর ২০২৪-এর বইমেলায় ফিরে এল আবার। স্বমহিমায়। এই সংখ্যায় ছন্দ-ছড়ার ঢেউ তুলেছেন অশোককুমার মিত্র, রত্নেশ্বর হাজরা, ভবেশ দাশ, অচিন্ত্য সুরাল, বীথি চট্টোপাধ্যায়, শুভ জোয়ারদার, আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ আচার্য, পার্থপ্রতিম আচার্য, সঞ্জীবকুমার দে, অরুণাচল দত্ত চৌধুরী, হাননান আহসান, সুদীপ্ত মাজি, মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ, শ্যামাচরণ কর্মকার প্রমুখ। প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি দেবাশীষ দেবের। বইমেলায় ছিল আমপাতা জামপাতা স্টলে। দাম ৫০ টাকা।

মাঠে ময়দানে
4 February, 2024 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিনোদ কাম্বলি ও সুনীল গাভাসকরের পর কনিষ্ঠতম ভারতীয় হিসাবে টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি যশস্বীর

যশস্বীর ডাবল, বুমরায় বিধ্বস্ত ইংল্যান্ড

ভারত ৩৯৬ ও ২৮/০, ইংল্যান্ড ২৫৩

বিশাখাপত্তনম, ৩ ফেব্রুয়ারি : উইকেটে ঘাস থাকতে পারে, আবার নাও পারে। বল স্যুইং করতে পারে, নাও পারে। আসলে এর কোনওটাই জসপ্রীত বুমরার দরকার নেই। তিনি চেনেন বাইশ গজ। তাতে বল করতে হবে। উইকেট নিতে হবে। ভারতকে জেতাতে হবে।

হায়দরাবাদে লাট্টুর মতো ঘোরা পিচে উইকেট নিয়েছিলেন। এখানে সমুদ্রের হাওয়া গায়ে মেখে সোজা ৬ উইকেট। ১৫.৫ ওভারে ৪৫ রানে ৬। ঠিক এই ধাক্কাটা সামলে উঠতে না পেরে প্রথম ইনিংসে ২৫৩ রান করল ইংল্যান্ড। এতে বেন স্টোকসরা শুধু প্রথম দফায় ১৪৩ রানে পিছিয়ে পড়েননি, দিনের শেষে ভারতের লিড বেড়ে দাঁড়াল ১৭১। কারণ, দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের রান বিনা উইকেটে ২৮। যশস্বী জয়সোয়াল ১৫ ও রোহিত শর্মা ১৩ রানে নট আউট রয়েছেন।

পাটা উইকেটে রিভার্স স্যুইংয়ের প্রদর্শনী করলেন বুমরা। গতি আর স্যুইংয়ের সঙ্গে ইন ডিপার মিশিয়ে নাজেহাল করলেন ইংলিশ ব্যাটারদের। জো রুট ও অলি পোপকে তিনি যে স্পেলে আউট করলেন, সেটা ভয়ঙ্কর। ভিতরে ও বাইরে বল ফেলে রুটকে তিনি দোনোমনায় ফেলেছিলেন। পোপের আউটের বলটা ছিল ফাস্ট রিভার্সিং ইয়র্কার। যেটা ব্যানানা ইন ডিপারের মতো ভিতরে চলে এসেছিল। বেয়ারস্টোর আউটের বলটা ছিল রুটের মতোই। এমনকি স্টোকসও বুমরা ম্যাজিকের সামনে বোকা বনেছেন।

বেন ডাকেট (২১) যখন ফিরে গেলেন, ইংল্যান্ড ৫৯/১। কুলদীপ তাঁকে ফেরালেও এমন নয় যে, বল ততক্ষণে ঘুরতে শুরু করেছে। কিন্তু ৩৯৬ রান হাতে নিয়ে রোহিতদের ইংল্যান্ডকে চেপে ধরার সুযোগ ছিল। যেটা তখনই হয়নি জ্যাক ক্রলির (৭৬) জন্য। তিনি শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন। ডাকেট ফিরে যাওয়ার পর আরও আক্রমণাত্মক হলেন। শেষমেশ ক্রলি যখন অক্ষরের বলে পাতিদারের হতে ক্যাচ দিয়ে গেলেন, ইংল্যান্ড ১১৪/২।

বিশাখাপত্তনমে রান হয়। ফলে হায়দরাবাদ উইকেটের স্মৃতি সরিয়ে রাখতে পারলে এখানে ব্যাটারদের জন্য রানের সুযোগ ছিল। ভারতের ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি করে সেটা বুঝিয়েছেন যশস্বী জয়সোয়াল। তাই ক্রলি যখন মারছিলেন, তখন চিন্তায় পড়তে হয়েছিল ভারতীয় ড্রেসিংরুমকে। অক্ষর অবশ্য ততক্ষণে পড়ে নিয়েছিলেন ইংল্যান্ড ওপেনারকে। আগেরবার হোম সিরিজে এই অক্ষরই চাপে ফেলেছিলেন ইংল্যান্ডকে।

ভারতের কাছে অবশ্য সবথেকে দামি উইকেট ছিল অলি পোপের (২৩)। আগের টেস্টের নায়ক। হায়দরাবাদে ম্যারাথন ইনিংস খেলে একাই টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডকে। এখানে পোপকে সেই সুযোগ দেননি বুমরা। তিনি যখন পোপকে বোল্ড করলেন, ইংল্যান্ড ৪ উইকেট হারিয়ে ১৩৬। বলা হয়নি তার আগে জো রুটকে (৫) ফিরিয়েছেন বুমবুম বুমরা। রুট স্রেফ ১০টা বল খেলেছেন। টেস্টে এগারো হাজার রান করা লোক এই সিরিজে উইকেট নিলেও রান মোটেই পাচ্ছেন না।

সকালে ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে গেল ৩৯৬ রানে। তবে যার জন্য সকালে অনেকে মাঠে এসেছিলেন, সেটা হয়েছে। ডাবল সেঞ্চুরি করলেন যশস্বী। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ডমিনিকায় ১৭১ রান করেছিলেন তিনি। আগের টেস্টে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল ৮০ রান। এদিন টেস্টে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি পেয়ে গেলেন বছর বাইশের তরুণ। ২৯০ বলে ২০৯। ১৯টি চার, ৭টি ছক্কা। শেষদিকে কিছুটা ক্লান্তিতেই জিমি অ্যান্ডারসনকে ওড়াতে গেলেন। উঁচু ক্যাচ গেল বেয়ারস্টোর হাতে।

যশস্বী যখন ফিরে গেলেন, ভারত ৩৮৩/৮। এখান থেকে আর বেশিদূর যাওয়ার সুযোগ ছিল না। যায়ওনি ভারত। অশ্বিন সকালে প্রথম আউট হলেন ২০ রানে। তারপর ফিরলেন যশস্বী। এই একটা স্পেলে অ্যান্ডারসন বোঝালেন কেন তিনি ছ'শো টেস্ট উইকেটের মালিক। কেন তিনি এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। এই উইকেটে খুব বেশি বল নড়ছে না। উইকেট থেকে সিমারদের জন্য খুব বেশি অ্যাসিস্টও মিলছে না। তাও দাপিয়ে গেলেন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই ফাস্ট বোলার।

প্রথম টেস্টে ভারতের লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং ভাল হলেও এখানে হয়নি। বুমরা ৬, মুকেশ ০ রানে ফিরে গেলেন। কুলদীপ নট আউট ৮ রানে। অ্যান্ডারসনের ২৫ ওভারে ৪৭ রানে ৩ উইকেট। অভিষেক ম্যাচ খেলা শোয়েব বশির ৩৮ ওভারে ১৩৮ রান দিয়ে নিলেন ৩ উইকেট। রেহান আমেদও ৩ উইকেট নিয়েছেন ৬৫ রানে। আগের টেস্টের নায়ক টম হার্টলি ৭৪ রান দিয়ে নিয়েছেন ১টি উইকেট।

এক লাফে দু'শো পার যশস্বীর। ডানদিকে বুমরার আরও একটি উইকেট। উচ্ছ্বাস। শনিবার বিশাখাপত্তনমে।

রুটকে বোকা বানিয়েই সন্তুষ্টি বুমবুম হিরোর

বিশাখাপত্তনম, ৩ ফেব্রুয়ারি : দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনটা যদি যশস্বী জয়সওয়ালের হয়, তাহলে দ্বিতীয় দিনটা জসপ্রীত বুমরার। শনিবার বিশাখাপত্তনমের ২২ গজে বল হাতে আগুন ঝরালেন ভারতীয় পেসার। ১৫.৫ ওভারে ৪৫ রানে ৬ উইকেট! এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে বুমরা কতটা ঝাঁঝালো বোলিং করেছেন।

ডানহাতি ভারতীয় পেসারের শিকারের তালিকায় রয়েছেন জো রুট, অলি পোপ, বেন স্টোকস, ডেভিড বেয়ারস্টোরদের মতো ব্যাটার। প্রথম টেস্টের নায়ক পোপকে যে ইয়র্কারে তিনি বোল্ড করেছেন, তা নিয়ে প্রশংসায় মুখর বিশেষজ্ঞরা। বুমরা বলছেন, ''পরিশ্রমের পুরস্কার পেতে সব সময়ই ভাল লাগে। ভারতের পিচে সাফল্য পেতে গেলে রিভার্স স্যুইং খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিজে কিংবদন্তি বোলারদের রিবার্স স্যুইং দেখে বড় হয়েছি। এখন নিজেও এই অস্ত্রকে কাজে লাগাচ্ছি, এটা ভাবতেই ভাল লাগছে।''

পোপ ও বুমরা। শনিবারের একটি মুহূর্ত।

এদিনই ভারতীয় পেসারদের মধ্যে দ্রুততম হিসেবে (৩৪ ম্যাচে) দেড়শো টেস্ট উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন। যা বাড়তি তৃপ্তি দিচ্ছে বুমরাকে। তিনি এটাও জানাচ্ছেন, রিভার্স স্যুইংকে কাজে লাগানোর জন্য ধৈর্য ধরতে হয়। বুমরার বক্তব্য, ''বল যখন রিভার্স স্যুইং করতে শুরু করে, তখন অধিকাংশ বোলারই ম্যাজিক বলের জন্য তাগিদ দেখায়। কিন্তু এটা করলে চলবে না। আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। বিশেষ করে, সেট ব্যাটারদের বল করার সময়। নিখুঁত লেংথ ও অভ্রান্ত নিশানায় জোর দিতে হবে।''

বুমরা আরও যোগ করেছেন, ''ভারতের পিচে উইকেট নেওয়ার জন্য শুধু ইনস্যুইং বা আউট স্যুইং করালে চলবে না। ব্যাটার কী ভাবছে, সেটা আগাম অনুমান করতে হবে। আজ যেমন রুট ভাবেছিল আমি ইনস্যুইং করব। সেটা আগাম আন্দাজ করে আমি আউট স্যুইং দিই। ওকে খোঁচা মারতে বাধ্য করি।'' বুমরা বলছেন, ''লাল বলের ক্রিকেটই আমার কাছে সেরা। তাই টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্য মুখিয়ে থাকি। ডারবানে যখন আমার টেস্ট অভিষেক হয়েছিল, সেদিন সবথেকে বেশি খুশি হয়েছিলাম। আজও টেস্ট খেলার সময় সেই প্রথম দিনের মতোই উত্তেজনা অনুভব করি।''

স্পোর্টিং উইকেটের সওয়াল সৌরভের

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : ঘূর্ণি উইকেট নয়, ভারতের মাটিতে আয়োজিত টেস্ট সিরিজে স্পোর্টিং পিচ চান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বিশ্বাস করেন, এই মুহূর্তে ভারতের বোলিংয়ে যে গভীরতা রয়েছে, তাতে যে কোনও পিচে বিপক্ষের ২০ উইকেট তোলার ক্ষমতা ভারতীয় বোলারদের রয়েছে।

শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সৌরভ লিখেছেন, ''যখন আমি বুমরা, শামি, সিরাজ, মুকেশদের বল করতে দেখি, তখন অবাক হয়ে ভাবি, সত্যিই কি ভারতের মাটিতে ঘূর্ণি উইকেট তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে! বরং প্রত্যেক টেস্টের পরেই স্পোর্টিং উইকেটের জন্য আমার বিশ্বাসটা আরও জোরালো হয়।'' তিনি আরও লিখেছেন, ''ভারতীয় বোলারদের যে কোনও পিচে বিপক্ষের ২০ উইকেট দখলের ক্ষমতা রয়েছে। বুমরাদের সঙ্গে অশ্বিন, জাদেজা, কুলদীপ ও অক্ষরের মতো স্পিনাররা রয়েছে। বরং ঘূর্ণি পিচের জন্য গত ৬-৭ বছরে দেশের মাটিতে আমাদের ব্যাটিংয়ের মান কমেছে। তাই স্পোর্টিং পিচ খুব জরুরি। তাহলেও ভারত পাঁচদিনে টেস্ট ম্যাচ জিতবে।'' নিজের এই বক্তব্য, বিসিসিআইয়ের এক্স হ্যান্ডেলে ট্যাগও করেছেন সৌরভ।

গায়ানাতে ফিরেই তুমুল সংবর্ধনা পেলেন জোসেফ শামার। সরাসরি সম্প্রচার থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান— কিছুই বাদ গেল না

মাঠে ময়দানে

ওরেল ডে পালিত

রাহানে ও সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস।

■ **প্রতিবেদন :** শনিবার সিএবির ৯৩তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল ইডেন গার্ডেন্সে। ওরেল ডে-তে সংস্থার পতাকা উত্তোলন করেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। প্রশাসকদের পাশাপাশি এদিন উপস্থিত থাকতে দেখা গেল প্রাক্তন ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী এবং অরুণ লালকে। প্রতিবছরের মতো এবারও রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। তাতে শুধু সিএবিতেই রক্ত দিয়েছেন ৫৪৯ জন। বাংলা ও মুম্বই রঞ্জি ম্যাচে খেলতে আসা অজিঙ্ক রাহানেকেও দেখা গেল রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে।

বিশ্রামে হেড

■ **সিডনি :** ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি একদিনের সিরিজের বাকি ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হল ট্রাভিস হেডকে। প্রথম ম্যাচ জিতে আপাতত সিরিজে এগিয়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। রবিবার সিডনিতে দ্বিতীয় ম্যাচ তার আগেই এই খবর জানিয়ে দিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। শুধু হেড একা নন, প্রথম ম্যাচের নায়ক জাভিয়ের বার্টলেটকেও দ্বিতীয় ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। অভিষেক ম্যাচেই ৪ উইকেট নেওয়া বার্টলেট অবশ্য তৃতীয় ম্যাচে দলে ফিরবেন। বিশ্বকাপ ফাইনালের নায়ক হেড টানা খেলে ক্লান্ত। তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছে অস্ট্রেলীয় বোর্ড। অন্যদিকে, বার্টলেটের পিঠে চোট রয়েছে।

নামছে মহামেডান

■ **প্রতিবেদন :** আই লিগের দ্বিতীয় পর্বে আজ মাঠে নামছে মহামেডান স্পোর্টিং। নৈহাটি স্টেডিয়ামে ডেভিড লাললানসাঙ্গাদের প্রতিপক্ষ রিয়াল কাশ্মীর। লিগের প্রথম দুই দলের দ্বৈরথের দিকে নজর ময়দানের। লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইএসএলে খেলার লক্ষ্যে আপাতত এগিয়ে রয়েছে মহামেডান। লিগে এখনও অপরাজিত আন্দ্রে চেরনিশভের দল। ১১ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে সাদা-কালো ব্রিগেড। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল সাত পয়েন্ট পিছিয়ে। ঘরের মাঠে কাশ্মীরের দলকে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করতে চায় মহামেডান। দলের শক্তি বেড়েছে রাশিয়ার যুব দলে খেলা মিডফিল্ডার এভগিনি কোজলভ যোগ দেওয়ায়। ডেভিড ছাড়াও গোলের জন্য মহামেডান তাকিয়ে থাকবে এডি হার্নান্ডেজ ও অ্যালেক্সিস গোমেজের দিকে।

রামকুমার ও শ্রীরামের দাপটে এগোল ভারত

শনিবার ইসলামাবাদ স্পোর্টস কমপ্লেক্সে দুই ভারতীয় খেলোয়াড় রামকুমার ও শ্রীরাম।

ডেভিস কাপ

ইসলামাবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি : ইসলামাবাদ স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ঘাসের কোর্টে দাপট দেখালেন রামকুমার রমানাথন ও শ্রীরাম বালাজি। শনিবার দুই ভারতীয় খেলোয়াড়ই নিজের নিজের সিঙ্গলস ম্যাচ জিতলেন। নিটফল, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ডেভিস কাপ টাইয়ের প্রথম দিনেই ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। রবিবার ভারতীয় জুটি যুকি ভামরি ও সাকেত মাইনেনি ডাবলস ম্যাচটা জিতলেই টাই পকেটে পুরে নেবে ভারত।

ডেভিস কাপের ইতিহাসে পাকিস্তানের কাছে কখনও হারেনি ভারত। তবে এবারের ম্যাচের গুরুত্বই আলাদা। দীর্ঘ ৬০ বছর পর কোনও ভারতীয় টেনিস দল পাকিস্তানের মাটিতে খেলতে গিয়েছে। তাই এই ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনার পারদ চড়ছিল। তার উপরে ঘাসের কোর্টে পাক খেলোয়াড়রা খেলে অভ্যস্ত। প্রথম সিঙ্গলসে পাকিস্তানের এক নম্বর তারকা আইসাম কুরেশির মুখোমুখি হয়েছিলেন রামকুমার। তিন গেমের লড়াইয়ের পর কুরেশিকে ৬-৭ (৩/৭), ৭-৬ (৭/৪), ৬-০ ফলে হারিয়ে ভারতকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন রামকুমার।

তবে প্রথম দু'টি সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। কুরেশি টাইব্রেকারে প্রথম সেট জিতে রামকুমারকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন। যদিও দ্বিতীয় সেট টাইব্রেকারে জিতে ম্যাচ ১-১ করেন ভারতীয় খেলোয়াড়। নির্ণায়ক তৃতীয় সেটে অবশ্য পাক প্রতিদ্বন্দ্বীকে কার্যত উড়িয়ে দেন রামকুমার। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে শ্রীরাম কোর্টে নেমেছিলেন আরেক পাক তারকা আকিল খানের বিরুদ্ধে। ৭-৫, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন শ্রীরাম। প্রথম সেটের পর বৃষ্টিতে ম্যাচ বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল। তাতেও শ্রীরামের মনঃসংযোগে কোনও চিড় ধরেনি। সহজেই সেট ও ম্যাচ জিতে নেন তিনি।

গিলকে সময় দিতে বলছেন পিটারসেন

গিলের ব্যাটে রান চাই।

বিশাখাপত্তনম, ৩ ফেব্রুয়ারি : টেস্টে গুরুত্বপূর্ণ তিন নম্বর পজিশনে ব্যাট করে লাগাতার ব্যর্থ হচ্ছেন শুভমন গিল। বিশাখপত্তনমে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসেও শুরুটা ভাল করেও হতাশ করেছেন। লাল বলের ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হলেও শুভমনের পাশে দাঁড়াচ্ছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি জাক কালিসের উদাহরণ দিয়ে পিটারসেন জানিয়েছেন, গিলকে থিতু হওয়ার জন্য আরও বেশি সময় দেওয়া উচিত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। কালিসেরও টেস্ট কেরিয়ার শুরুতে নড়বড়ে ছিল।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে ধারাভাষ্য দেওয়ার ফাঁকেই নিজের এক্স হ্যান্ডলে পিটারসেন লিখেছেন, ''প্রথম ১০ টেস্টে জাক কালিসের ব্যাটিং গড় ছিল ২২। এরপর তর্কাতীতভাবে সে বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়দের একজন হয়ে ওঠে। শুভমন গিলকেও সময় দেওয়া হোক। এটা আমার সবিনয় অনুরোধ। ও খুব ভাল ক্রিকেটার।''

সাদা বলের মতো টেস্ট কেরিয়ারও সাড়া জাগিয়ে শুরু করেছিলেন শুভমন। কিন্তু দ্রুত লাল বলের ক্রিকেটে পাঞ্জাব তনয়ের পারফরম্যান্স গ্রাফ পড়তে থাকে। ২১ টেস্টে মাত্র ১০৬৩ রান করেছেন শুভমন। গড় নেমে দাঁড়িয়েছে ২৯.৫-এ। পিটারসেনের আশা, গিলকে আরও সময় দেওয়া হলে নিজেকে ফিরে পেতে পারেন তরুণ ব্যাটার। তবে নেটিজেনদের অনেকেই প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের সঙ্গে একমত নন। তাঁদের মতে, কালিস অলরাউন্ডার ছিলেন। গিল শুধু ব্যাটার অথচ সেখানেও দলের জন্য অবদান রাখতে পারছেন না।

অনুষ্টুপ ১০৮, বাংলার ১৯৯

সেঞ্চুরির পর অনুষ্টুপ। শনিবার।

প্রতিবেদন : তিনি খেলবেন। বাকিরা দেখবেন। আপাতত এটাই ছবি বঙ্গ ক্রিকেটের।

শনিবার শেষ বিকেলে বাউন্ডারিতে বল পাঠিয়েই লাফিয়ে উঠলেন রুপু। এটা মরশুমের তৃতীয় সেঞ্চুরি। ব্যাট দেখালেন সতীর্থদের দিকে। ইডেনে হাজির পরিবারকেও। মরশুমে একটা হাফ সেঞ্চুরিও আছে। পাটা উইকেটে বাকিরা যখন শিবম দুবের মতো বোলারকে ভয়ে খেললেন, তখন ৩৯ বছরের অনুষ্টুপের (১০৮ অপরাজিত) ব্যাটে দাপট ছিল। ১২৭ বলের ইনিংসে ১২টি চার, ৩টি ছক্কা। তিনি চাপের মুখে এই ইনিংস না খেললে বাংলা প্রথম ইনিংসে ১৯৯ পর্যন্ত যেত না।

ব্যর্থতার ভিড়ে রুপুর মতোই প্রাপ্তি সুরজ সিন্ধু জয়সোয়াল। আগের ম্যাচে নজর কেড়েছিলেন। এখানে আরেক ধাপ এগিয়ে ১২৪ রানে ৬ উইকেট। তাঁর জন্যই মুম্বইয়ের প্রথম ইনিংসকে থামানো গেল ৪১২ রানে। তবে বাংলার বোলারদের হতাশা বাড়িয়ে শেষ উইকেটে ৫৫ রান যোগ করেছেন রয়স্টন (৪৩ নট আউট) ও ধবল কুলকার্নি (১৪)। সুরজের ৬ উইকেটের পাশে দুটি উইকেট মহম্মদ কাইফের।

প্রথম দফায় ২১৩ রানে পিছিয়ে পড়ে ইডেনে এই ম্যাচে আরও কঠিন সমস্যায় পড়ল বাংলা। এখান থেকে সরাসরি জয়ের কথা ভাবা যাচ্ছে না। মুম্বই এখন বোনাস-সহ ৭ পয়েন্টের জন্য ঝাঁপাবে। তারা আপাতত ২০ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। কলকাতা থেকেই রঞ্জি নক আউট নিশ্চিত করতে চাইবে। আর বাংলার জন্য এই ম্যাচ হারলে বিপদ। বরং না জিতলে পরের ধাপে যাওয়ার রাস্তা আরও কঠিন হবে।

অনুষ্টুপকে নিয়ে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্ল বলছিলেন, ও সবার প্রেরণা। আশা করি তরুণরা ওকে দেখে লড়তে শিখবে। ম্যাচের এখনও দুটো দিন বাকি। অনেক কিছু ঘটতে পারে। আমরা ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করব।

বিরাট ফের বাবা হচ্ছে, ফাঁস বন্ধু এবির

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : ব্যক্তিগত কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দু'টি টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বিরাট কোহলি। মাঝে খবর ছড়িয়েছিল, মা অসুস্থ বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরাট। যদিও তা উড়িয়ে দেন বিরাটের ভাই। খোদ বিরাট এই বিষয়ে মুখে কুলুপ আঁটলেও, শনিবার তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ তথা ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবি ডি'ভিলিয়ার্স ফাঁস করলেন, বিরাটের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। বিরাট এখন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে।

ডি'ভিলিয়ার্স বলেছেন, "আমি জানি, সবকিছু ঠিকঠাক আছে। বিরাটও ভাল আছে। ও পরিবারকে একটু সময় দিচ্ছে। তাই টেস্টে খেলছে না। ওর ফেরার অপেক্ষায় আমিও আছি।" মেসেজে বিরাটের সঙ্গে তাঁর ঠিক কী কথা হয়েছে সেটা একবার দেখে নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ব্যাটার যোগ করেছেন, "হ্যাঁ, ওদের দ্বিতীয় সন্তান আসছে। আর পরিবারের পাশে থাকার এটাই সঠিক সময়। প্রত্যেকেই পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়। তাই বিরাটকে এই নিয়ে প্রশ্নের মুখে ফেলা উচিত নয়।"

মাঠে ময়দানে
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
4 February, 2024 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

মোহনবাগানের হোম ডার্বি। টিকিট না পেয়ে ক্ষোভে মাঠে এলেন না ইস্টবেঙ্গল কর্তারা

ডার্বি ড্রয়েও উপভোগ্য লড়াই

মোহনবাগান ২ (সাদিকু, পেত্রাতোস)
ইস্টবেঙ্গল ২ (অজয়, ক্লেটন-পেনাল্টি)

মানস ভট্টাচার্য

বহুদিন পর একটা উপভোগ্য বড় ম্যাচের সাক্ষী থাকলাম। বড় প্রাপ্তি, একঝাঁক নতুন মুখ। এর আগে কোনও ডার্বিতে একসঙ্গে এতগুলো নতুন মুখ খেলেছে বলে আমার অন্তত মনে পড়ছে না। তুল্যমূল্য বিচারে মোহনবাগান সামান্য এগিয়ে থাকলেও, ড্র-ই সঠিক ফল। সব মিলিয়ে ম্যাচটা আমার বেশ ভালই লেগেছে। বড় ম্যাচ মানেই ফুটবলাররা স্নায়ুচাপে ভোগে। নিজেদের রক্ষণ সামলে তবে আক্রমণে এগোয়। শনিবার কিন্তু আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে একটা উপভোগ্য ম্যাচের সাক্ষী রইলাম।

দুটো দলই কিন্তু ইতিবাচক ফুটবল খেলেছে। এর জন্য দুই কোচকে ধন্যবাদ দিতেই হবে। দুটো দল মাটিতে বল রেখে রেখেছে। উইং ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। তিন মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের গোলটা চমৎকার একটা আক্রমণের ফসল। বাঁ দিক থেকে নিশুকুমার বক্সের মধ্যে দারুণ ক্রস রেখেছিল। অজয় ছেত্রী খুব ভাল মিট করেছে। তবে আনোয়ার আলি পুরোপুরি ফিট থাকলে এই গোলটা হত না বলেই আমার বিশ্বাস। আনোয়ার তো ১২ মিনিটে উঠেই গেল।

তবে ১৯ মিনিটে চোট পেয়ে সাউল ক্রেসপোর উঠে যাওয়াটা ইস্টবেঙ্গলের কাছে বড় ধাক্কা। এই মরশুমে লাল-হলুদ মাঝমাঠের দুই স্তম্ভ ছিস সৌভিক চক্রবর্তী আর ক্রেসপো। সুপার কাপ ফাইনালে লাল কার্ড দেখার সুবাদে সৌভিক এই ম্যাচে ছিল না। এরপর ক্রেসপোর চোট ইস্টবেঙ্গলকে আরও চাপে ফেলে দেয়। ক্রেসপো উঠে যাওয়ার পরেই মাঝমাঠের দখল পুরোপুরি নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় সাহাল, অনিরুদ্ধ থাপারা।

শনিবার যুবভারতীতে দিমিত্রির গোল-উৎসব। ডানদিকে পেনাল্টি থেকে গোলের পর ক্লেটন। ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

আলাদা করে কিয়ান নাসিরির কথাও বলতে হবে। আমি হাবাসকে ধন্যবাদ দেব কিয়ানকে শুরু থেকে খেলানোর জন্য। আগের থেকে অনেকটাই উন্নতি করেছে ছেলেটা। প্রথমার্ধে তো দারুণ খেলেছে। ১৭ মিনিটে আর্মান্দো সাদিকুর গোলের পিছনেও কিয়ানের একটা ভূমিকা রয়েছে। আক্রমণের শুরুটা করেছিল কিয়ানই। সাদিকুও দারুণ ফিনিশ করেছে। ৩৯ মিনিটে সাদিকু যে সহজ সুযোগটা হাতছাড়া করল, সেই আক্রমণের পিছনেও কিয়ানের ভূমিকা ছিল।

গোল শোধের পর মোহনবাগান যেখানে উজ্জীবিত ফুটবল খেলেছে, সেখানে ইস্টবেঙ্গল কিছুটা হলেও গুটিয়ে গিয়েছিল। তবে কুয়াদ্রাতের ছেলেরা প্রথমার্ধের শেষ কয়েকটা মিনিটে ঝড় তুলেছিল। রাকিপ বলে ছেলেটো তো একবার ফাঁকায় বল পেয়েও গিয়েছিল। তবে মোহনবাগান গোলকিপার বিশাল কাইথ দারুণভাবে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। যদিও সুযোগ পাওয়ার নিরিখে বিরতির আগে এগিয়ে ছিল মোহনবাগানই। আর একটা কথা, গোলটা দারুণ করলেও, সাদিকু মাঝেমধ্যেই একটু স্বার্থপর ফুটবল খেলেছে। সঠিক সময়ে বল ছাড়লে, দলকে আরও সাহায্য করতে পারত।

বিরতির পর ক্লেটনের পেনাল্টি গোলে পিছিয়ে পড়েও মোহনবাগান যেভাবে ম্যাচ ২-২ করেছে তার প্রশংসা করতেই হবে। ইস্টবেঙ্গলের পেনাল্টি পাওয়া নিয়ে অনেকে অনেক কিছু বলতেই পারেন। তবে আমার মনে হয়েছে রেফারি রাহুল গুপ্ত সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। নিজেদের বক্সের মধ্যে দীপক টাংরির ওভাবে মহেশের ঘাড়ে উঠে পড়াটা ঠিক হয়নি। ক্লেটন খুব ঠান্ডা মাথায় শটটা মেরেছে। মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোলের সময় নন্দকুমারের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল বক্সে গড়ানে ক্রস রেখেছিল সাহাল। লালচুননুঙ্গার বল ক্লিয়ার করতে পারেনি। জোরালো শটে জাল কাঁপায় দিমিত্রি পেত্রাতোস। কুয়াদ্রাতকে দেখলাম, ফাউলের জন্য আবেদন করছেন। তবে আমার সেটা মনে হয়নি।

সব শেষে একটা কথা বলতে চাই, এই ইস্টবেঙ্গল কিন্তু আরও অনেকদূর এগোবে। কুয়াদ্রাত দলটাকে দারুণভাবে তৈরি করেছেন। ফুটবলারদের মধ্যে লড়াকু মনোভাব তৈরি করতে পেরেছেন। নতুন দুই বিদেশি যোগ দিলে কুয়াদ্রাতের দলকে আরও ধারালো দেখাবে বলেই আমার বিশ্বাস। অন্যদিকে, হাবাসকে কিন্তু আরও খাটতে হবে এই মোহনবাগানকে নিয়ে। দলে এত তারকা ফুটবলার। কিন্তু মাঠে তার প্রতিফলন কম।

হুগোয় অশান্তি, হাবাস ক্ষুব্ধ রেফারিং নিয়েও

প্রতিবেদন : হুগো বুমোসকে নিয়ে অশান্তির কালো মেঘ সবুজ-মেরুন শিবিরে। ডার্বির আগের দিন দলের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলন করলেও ম্যাচে তাঁকে স্কোয়াডেই রাখেননি কোচ অ্যান্টোনিও লোপেজ হাবাস। হাবাস কোচ হওয়ার পরই বুমোস বিদায়ের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। ক্লাব সূত্রে খবর, ডার্বির পর ফরাসি মিডফিল্ডারের বিদায় কার্যত নিশ্চিত। ডার্বি ড্র করে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বুমোসকে নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাননি মোহনবাগান কোচ।

অধিনায়ক সুভাশিসের সঙ্গে হাবাস।

হাবাস অবশ্য ডার্বিতে তাঁর অপরাজিত থাকার রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তবে প্রথমবার আইএসএলে কলকাতা ডার্বি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। পুরো দলবল নিয়েও ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে না পারার দায় অবশ্য মোহনবাগান কোচ চাপিয়ে দিচ্ছেন রেফারির উপর। শুধু হাবাসই নন, সবুজ-মেরুন শিবির ও সমর্থকদের ক্ষোভ একটাই, ক্লেটন সিলভা যে পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন, সেটা পেনাল্টিই ছিল না। ক্লেটন সিলভার পেনাল্টি-গোল না হলে সুপার কাপ ডার্বি হারের বদলা এদিনই হয়ে যেত বলে দাবি সবুজ-মেরুন সমর্থকদের। মোহনবাগানের দাবি, বক্সে নাওরেম মহেশকে ধাক্কাই দেননি দীপক টাংরি। ম্যাচ শেষে ক্ষুব্ধ হাবাস বললেন, ''ওটা কোনও ভাবেই পেনাল্টি নয়। ইস্টবেঙ্গল প্রচুর সময় নষ্ট করেছে। সংযুক্ত সময় মাত্র ৭ মিনিট দেওয়া হল। অথচ প্রায় ১৪ মিনিট বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়েছে। তবে আমার ছেলেদের পারফরম্যান্সে খুশি।'' অধিনায়ক শুভাশিস বোস বলেছেন, ''খারাপ রেফারিংয়ের কারণেই আমরা জিততে পারলাম না। ম্যাচে আমরাই বেশি গোলের সুযোগ পেয়েছিলাম। ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় গোলটা ছিল না। ওটা পেনাল্টি নয়।''

গুরুদক্ষিণা অজয়ের, আক্ষেপ কুয়াদ্রাতের

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

মণিপুরের ছেলেটিকে কে চিনত? অথচ অজয় ছেত্রী ছেলেটিই ডার্বির নায়ক হয়ে যেতে পারতেন। আবার চলতি মরশুমের প্রথম আইএসএল ডার্বি ক্লেটন সিলভার বন্দনাতেই শেষ হতে পারত। যদি ৮৯ মিনিটের হেডটা বিপক্ষের জালে জড়িয়ে দিতে পারতেন। গোলের খাতায় আরও একবার নাম লেখাতে পারতেন।

ক্লেটন তারকা। বড় ম্যাচে গোলের জন্য দল তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ডার্বি ভবিষ্যৎ তারকার জন্ম দেয়। ইস্টবেঙ্গল না জিতলেও ২-২ অমীমাংসিত ডার্বিতে অজয়কে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেই পারে লাল-হলুদ। সৌভিক চক্রবর্তী না থাকায় প্রথম এগারোয় সুযোগ পেয়েছিলেন। ৩ মিনিটের মাথায় গোল করে যুবভারতীর গ্যালারিতে মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন মণিপুরী যুবক। ম্যাচের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত বললেন, ''বেঙ্গালুরু এফসি-তে অজয় আমার কোচিংয়ে খেলেছিল। আমি জানি, ও কী করতে পারে। ওর উপর আমার অগাধ আস্থা।''

ডার্বি জয় হাতছাড়া হওয়ার হতাশার মধ্যেই অজয় বললেন, ''কার্লেস স্যারের কোচিংয়েই আমার আইএসএলে অভিষেক হয়েছিল। কোচ আমাকে ফের সুযোগ দিচ্ছেন। ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ডার্বিতে গোল করেছি। কিন্তু ম্যাচটা জিততে পারলে আরও ভাল লাগত। কার্লেস স্যারের কোচিংয়ে আমাদের বোঝাপড়া খুব ভাল। তাই আমরা ভাল খেলছি।''

গোলের উল্লাস অজয় ছেত্রীর।

মোহনবাগান এদিন সেরা দল নামিয়েছিল। অথচ কুয়াদ্রাতের ইস্টবেঙ্গল বিদেশি কম নিয়েও দু'বার এগিয়ে থেকে জয় হাতছাড়া করেছে। ম্যাচের পর হতাশা, ক্ষোভ উগরে দিয়ে ইস্টবেঙ্গল কোচ বললেন, ''আমরাই এই ম্যাচে জয়ের যোগ্য দল ছিলাম। সুযোগ আমরাই বেশি তৈরি করেছি। দিমিত্রি পেত্রাতোস যে বল নিয়ে গোল শোধ করল, তার আগেই নন্দকুমারকে ফাউল করা হয়। আমি রেফারিং নিয়ে কিছু বলি না। কিন্তু সবাই দেখেছে কী হয়েছে।''

ঋত্বিক ঘটক এবং অর্ধেন্দু সেন। দুই বরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক। প্রথমজন আজও চর্চায়। দ্বিতীয়জন থেকে গেছেন অন্তরালে। এই মাসেই তাঁরা পাড়ি দিয়েছিলেন না-ফেরার দেশে। ৬ ফেব্রুয়ারি ঋত্বিক ঘটক, ৫ ফেব্রুয়ারি অর্ধেন্দু সেন। তাঁদের স্মরণ করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

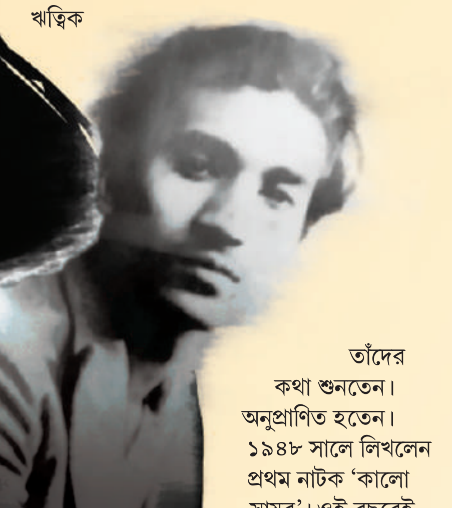

স্মরণে দুই চলচ্চিত্র পরিচালক

থেকে যাবেন ঋত্বিক

বাবা চেয়েছিলেন ছেলে হোক 'ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার'। সেইমতো ছেলে নেন প্রস্তুতি। পেয়েও যান চাকরি। তবে বেশিদিন করেননি। একদিন ছেড়ে দেন কাজ। বেছে নেন অন্য জীবন। হাতছানি দেয় শিল্প, সাহিত্য। মেতে ওঠেন সৃষ্টিশীল কাজে। তিনি ঋত্বিক ঘটক। আজীবন হেঁটেছেন ভঙ্গুর পথে। ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। রক্তাক্ত হয়েছেন। তবু এগিয়েছেন। মাথা উঁচু করে।

জন্ম ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর। বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার জিন্দাবাজারে। বাবা সুরেশচন্দ্র ঘটক, মা ইন্দুবালাদেবী। বাবা পেশায় ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। বদলির চাকরি। সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেফিরে অবসরের পর রাজশাহিতে থিতু। ঋত্বিকের শৈশবের একটা বড় অংশ কেটেছে রাজশাহিতে। ছাত্র হিসেবে ছিলেন মেধাবী। সেখানকার কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, পরে রাজশাহি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বিএ পাশ।

বাড়িতে ছিল সাহিত্য সাংস্কৃতিক ধারা। লেখালিখির শুরু ছাত্রাবস্থায়। প্রকাশ করতেন 'অভিধারা' নামের একটি পত্রিকা। নিজের লেখা ছোটগল্প 'অয়নান্ত' ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাড়ি থেকে দু'-তিনবার পালিয়েছেন। কানপুরে একটা টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টেও কাজ করেছেন কিছুদিন। শেষে ১৯৪২ সালে, কানপুর থেকে বাড়ির লোকজন ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। মাঝখানে দু'বছর পড়াশোনা থেকে দূরে ছিলেন। যদিও পরে তাঁর পড়াশোনায় মন আসে।

বড়দা মণীশ ঘটক ছিলেন কল্লোল যুগের নাম করা কবি। সেই সুবাদে বাড়িতে একটা অন্যরকম পরিবেশ ছিল। বাড়িতে আসতেন শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়রা। ঋত্বিক তাঁদের কথা শুনতেন। অনুপ্রাণিত হতেন। ১৯৪৮ সালে লিখলেন প্রথম নাটক 'কালো সায়র'। ওই বছরেই বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'নবান্ন' নাটকে অভিনয় করেন। 'কলঙ্ক' নাটকে অভিনয় করেন উৎপল দত্তের সঙ্গে। ১৯৪৯ সালে নিজের নাটকের দল গড়েন ঋত্বিক, 'নাট্যচক্র'। সেখানে নীলদর্পণ নাটকে অভিনয়ও করেন। এরপর পরিচালনা। নাটক 'ঢেউ', 'জ্বালা', ও 'ম্যাকবেথ'।

মেজদা সুধীশ ঘটক ছিলেন 'টেলিভিশন এক্সপার্ট'। তিনি গ্রেট ব্রিটেনে ডকুমেন্টারি ক্যামেরাম্যান হিসেবে ৬ বছর কাজ করেন। পরে নিউ থিয়েটার্সে যুক্ত হন। বহু উল্লেখযোগ্য ছবিতে ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাননবালা-সায়গলের 'স্ট্রিট সিঙ্গার'। বাড়িতে আসতেন চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্টরা। আড্ডা চলত দীর্ঘক্ষণ। ঋত্বিকও যোগ দিতেন। দেখতেন ওঁদের ছবি। আকৃষ্ট হতেন। এইভাবেই ধীরে ধীরে একদিন চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। শুরুর দিকে কাজ করেন সহকারী পরিচালক হিসেবে। নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল'-এ অ্যাসিস্ট করার পাশাপাশি অভিনয়ও করেন। একক ভাবে তাঁর প্রথম পরিচালিত চলচ্চিত্র 'নাগরিক'। তৈরি হয় ১৯৫২ সালে। আর্থিক কারণে ঋত্বিকের জীবদ্দশায় ছবিটি মুক্তি পায়নি। ১৯৭৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নিউ এম্পায়ারে ছবিটি মুক্তি পায়। ১৯৫৮ সালের মে মাসে মুক্তি পায় 'অযান্ত্রিক'। সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি চলচ্চিত্রে এসেছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্যে। একসঙ্গে লক্ষ মানুষের কাছে নিজের কথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সারা জীবন ভেবেছেন মানুষের জন্য। মানুষের হয়েই কথা বলেছে তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি।

খুব বেশি ছবি করেননি। তবে ঋত্বিক ঘটকের মুক্তিপ্রাপ্ত সব ছবিই সাড়া ফেলেছিল। দর্শকপ্রিয়তা লাভ করেছিল 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৯), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০), 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১), 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২), ১৯৭৩ সালে মুক্তি পাওয়া বাংলাদেশে তাঁর তৈরি ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম' ইত্যাদি। ১৯৭৪ সালে নির্মিত তাঁর শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো', তিন বছর পর ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বরে মিনার-বিজলি-ছবিঘরে মুক্তি পায়।

ছবি পরিচালনার পাশাপাশি মুম্বইয়ে হিন্দি চিত্রনাট্য রচনার কাজও করেছিলেন। বিমল রায়ের ছবি 'মধুমতি'র চিত্রনাট্যকারও ছিলেন তিনি। ১৯৬৬-৬৭ সাল নাগাদ বেশ কিছুদিন পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ভাইস-প্রিন্সিপাল পদে কাজ করেছেন।

১৯৫৫ সালের ৮ মে বিয়ে করেন। স্ত্রী সুরমা ঘটক ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা। নবদম্পতি প্রথমে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকার পরে 'বোম্বে'র গোরেগাঁওয়ের একটি ফ্ল্যাটে এসে উঠেছিলেন। তাঁদের দুই কন্যা— সংহিতা ও শুচিস্মিতা এবং একমাত্র পুত্র ঋতবান।

একটা সময় পর্যন্ত জীবনে ছিল ছন্দ। তারপরে ঘটে যায় ছন্দপতন। বেপরোয়া, অস্বাভাবিক যাপন শুরু করেন ঋত্বিক। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেরিয়ার, জীবন। অনেকেই মনে করেন, যতটা প্রতিভা ছিল, ততটা কাজে লাগাননি। হয়তো ইচ্ছা করেই। প্রকৃত কারণ যে কী, সেটা অজানা। তবে তাঁর বিস্ময় প্রতিভাকে অস্বীকার তখনও করা যায়নি, আজও করা যায় না। তাঁর ছবি সময়ের কথা বলে। শিক্ষা দিয়ে যায়। অন্যকে অনুসরণ করেননি কোনওদিন। যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আপন খেয়ালে। স্বাভাবিক গতিতে। মানেননি ছবি তৈরির ব্যাকরণ।

দীর্ঘদিন লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন। ১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। সাড়ে চার দশক তিনি নেই। তবু তিনি তুমুলভাবে আছেন চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মনে। আজও মেধাবী বাঙালির আড্ডার আসরে তাঁকে নিয়ে চর্চা হয়। তুলনা হয় আরও দুই কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেনের সঙ্গে। এইভাবেই তিনি আছেন। থাকবেন। থেকে যাবেন।

(আরও পড়ুন ১৮ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

4 February, 2024 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

থেকে যাবেন ঋত্বিক

তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করেন

গৌতম ঘোষ

আমি জানি না এখনকার প্রজন্ম ঋত্বিক ঘটককে কতটা মনে রেখেছে। উনি এমন সমস্ত কাজ করে গেছেন যেগুলো চিরস্থায়ী হবে বলে আমার ধারণা। ঋত্বিকদাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। খুব স্নেহ করতেন। ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরির প্রোজেকশনে আমার 'হাঙরি অটাম' ডকুমেন্টারির স্ক্রিনিং দেখাই। বেরিয়ে এসে আমার পশ্চাদ্দেশে একটা লাথি মেরেছিলেন। তখন আমার ২৪ বছর বয়স। আমি তো ঘাবড়ে গেছি। বললেন, ''তুই ফাটিয়ে দিয়েছিস, ব্যাটা।'' এটা আসলে ওঁর ভালবাসা। একেবারে উদ্দাম।

ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, সলিল চৌধুরী, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় একসঙ্গে আড্ডা মারতেন। প্যারাডাইস কাফেতে। ছবি নিয়ে আলোচনা হত, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হত। ঋত্বিকদার থিয়েটারের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল। পাশাপাশি সাহিত্যের ব্যাকগ্রাউন্ড। সেইসঙ্গে সিনেমা। ওঁর সিনেমা ছিল খুব পার্সোনাল। সমস্ত স্ট্রাকচার, ট্রিটমেন্ট দেখে বোঝা যায় এটা ঋত্বিক ঘটকের ছবি। নতুন প্রজন্মের উচিত ওঁর ছবি বারবার দেখা। অনেক কিছু শেখার আছে।

তিনি যে সমস্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন সেগুলো সময়ের দলিল। চিরকাল মনে রাখার মতো। প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। তাঁর ছবি দেখলে সেটা ভালমতো বোঝা যায়। মাঝে মাঝে এমন কিছু করেছেন, যেটা দেখে লোকেরা বলেছেন, ওভার ড্রামাটিক। থিয়েট্রিক্যাল। আসলে ওটা নিজের মতো করে করেছেন। পরবর্তীকালে বারবার দেখলে মনে হয় যে, একটা বিশেষ অনুষঙ্গ রয়েছে যেটা আমাদের ধাক্কা দেয়। বারবার মনে করিয়ে দেয়।

'সুবর্ণরেখা' ছবিতে বিজন ভট্টাচার্য বলে ওঠেন 'একটি বীভৎস মজা'। কথাটা আমাদের কানে বারবার বাজতে থাকে। কোনওদিন ভুলব না আমরা। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক সমসাময়িক ছিলেন। এক দুই বছরের ছোট-বড়। মোটামুটি একই সময়ের মানুষ। ঋত্বিক ঘটকের শতবর্ষ আসছে। তিনি অনেক কিছু দেখেছেন। তেতাল্লিশের মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলমান বিভাজন, দেশভাগ। বারবার দেশভাগের প্রসঙ্গ ওঁর ছবিতে এসেছে। আমার মনে হয় ঋত্বিক ঘটকের মধ্যে একটা ম্যাজিক ছিল। সেই সিনেমার ম্যাজিক চিরকাল থাকবে। ওঁকে আমরা স্মরণ করি। তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করেন। সব সময়। বলতেন, কখনও কম্প্রোমাইজ কোরো না। একই কথা বলতেন মৃণাল সেনও। এই ব্যাপারটা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।

সঠিক মূল্যায়ন হয়নি ঋত্বিক ঘটকের

অম্লানকুসুম ঘোষ

সাত-আটের দশকে আমরা তখন পরিণত বয়সের দিকে যাচ্ছিলাম। কৈশোর থেকে যৌবন। সেই সময়টা ভয়ঙ্কর উত্তাল সময় ছিল। সমাজ জীবন, রাজনৈতিক জীবন ভীষণভাবে উথালপাতাল হচ্ছিল। তার পেছনে ছিল দুটো কারণ, নকশাল মুভমেন্ট এবং বাংলাদেশের যুদ্ধ। ঋত্বিক ঘটক তার অনেক আগেই ছবি করতে শুরু করেছেন। পাঁচের দশকে। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'র আগেই তৈরি করেছিলেন 'নাগরিক'। যদিও ছবিটা রিলিজ করেছিল অনেক পরে। বলা যায় ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, এঁদের মোটামুটি একই সময় চলচ্চিত্র জগতে আত্মপ্রকাশ। শুধু ভারত বা বাংলা নয় এই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। ব্যক্তিগতভাবে আমি ঋত্বিক ঘটককে জেনেছি সাত-আটের দশকে। সেই সময় আমাদের বোধটা জানার মতো পরিণত হচ্ছিল। তখন খুব প্রাসঙ্গিক মনে হত। ভারত এবং বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের যে উথালপাতাল, ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে দারুণ ভাবে তা ফুটে উঠেছিল। গোদারের দ্বারা দারুণ ভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ভিয়েতনামের যুদ্ধ বড় অবসেশন ছিল গোদারের, ঋত্বিক ঘটকের অবসেশন ছিল দেশভাগ। কোনও একজন ঋত্বিক ঘটককে বলেছিলেন, তোমাকে তিনটে জিনিস খেল। মা, দেশভাগ এবং রবীন্দ্রনাথ।

আমার একটা কথা মনে হয়, সঠিক মূল্যায়ন হয়নি ঋত্বিক ঘটকের। আমাদের দেশে চলচ্চিত্র সমালোচনার দিকটায় খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বিচ্ছিন্নভাবে সমালোচক এসেছেন। হাতেগোনা। বেশিরভাগ সমালোচক সিনেমার গল্প বলেন। গভীরে যান না। ফলে ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা অনেকটাই আলোচনার বাইরে থেকে গেছে। তাঁর ছবির সমালোচনা করার ক্ষমতা খুব বেশি সমালোচকের ছিল না। ফ্রান্সে নিউওয়েভ মুভমেন্টের আগে গোদার এবং তাঁর সতীর্থ সমালোচকরা যেটা পেরেছিলেন, আমাদের দেশে কিন্তু সামগ্রিক ভাবে সেটা সম্ভব হয়নি। তাই নানা কারণে ঋত্বিক ঘটক আজও আন্ডাররেটেড; অবহেলিত।

অল্প কিছুদিন আমি এফটিআই পুণেতে ছিলাম। সেখানে দেখেছি ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে মানুষের কত আগ্রহ, কত প্রভাব নতুন প্রজন্মের ছাত্রদের মধ্যে। তাঁর স্মৃতি আজও এফটিআইয়ের বাতাসে ম-ম করে। তিনি মাত্র কিছুদিন ওখানে শিক্ষকতা করেছেন। ঋত্বিক ঘটক ভারতীয় চলচ্চিত্রে চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছেন। সেটা মুছে ফেলার ক্ষমতা কারও হবে না। তিনি বাস্তবতার মধ্যে থেকেও মনকে পরাবাস্তব জগতে নিয়ে যেতে পারতেন। অসামান্য প্রতিভা ছিল তাঁর। এই প্রতিভা ঘরে বসে চিন্তা করে হয় না। এটা তাঁর মজ্জাগত ছিল। আত্মহনন তাঁকে একটা মিথে পরিণত করেছিল। আমরা বাংলায় একটা ধারা জানি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামকিঙ্কর বেইজ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ধারা। ঋত্বিক ঘটকও ছিলেন সেই ঘরানার মানুষ। এঁরা প্রত্যেকেই মিথ হয়ে গেছেন আত্মহননের জন্য। যদিও আত্মহনন আমরা বাইরের মানুষরা দেখছি। এই আত্মহনন কিন্তু তাঁদের সমৃদ্ধ করেছে। শিল্প সৃষ্টি এবং পাটোয়ারি বুদ্ধির মধ্যে একটা বৈরিতা আছে। পাটোয়ারি বুদ্ধি থেকে এঁরা অনেকটা দূরে থাকায় অসাধারণ সব সৃষ্টি করতে পেরেছেন। ঋত্বিক ঘটক অনেকের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, ভারতীয়ত্বের যে শিকড়, সেই শিকড় ছেড়ে কখনও কোথাও যাননি। 'তিতাস একটি নদীর নাম' দেখলে বুঝতে পারি, 'সুবর্ণরেখা' দেখলে বুঝতে পারি। ভারতীয় সনাতনী বোধ, সাংস্কৃতিক পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন হননি কখনও। তাঁর ছবিতে আমরা পাই মাটির সোঁদা গন্ধ। এই যে বহুধাবিস্তৃত তাঁর বোধ, সেই বোধটাই তাঁকে বারবার সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর ছবি সমৃদ্ধ হয়েছে। আমরাও সমৃদ্ধ হয়েছি। দর্শক হিসেবে এবং সিনেমার কর্মী হিসেবে।

ঋত্বিক ঘটক একটা দর্শন

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

স্কুলে পড়ার সময় আমি প্রথম ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা দেখি। নন্দনে একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। দেখেছিলাম 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং 'মেঘে ঢাকা তারা'। তার আগে বাড়িতে ঋত্বিক ঘটক নিয়ে আলোচনা শুনতাম। সব যে বুঝতাম, তা কিন্তু নয়। জেনেছিলাম, পূর্ব বাংলার প্রতি তাঁর গভীর টান, দেশভাগের যন্ত্রণা তাঁকে কুরে কুরে খায়। তখন 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখে আমার মনে হয়েছিল, অন্য ধরনের ভাষা, অন্য ধরনের লেখা। ভীষণ রক্তমাংসের।

সিনেমার জগতে আসার পর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকেই বলতেন, আমাকে নাকি অনিল চট্টোপাধ্যায়ের মতো দেখতে। অনিল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ঋত্বিক ঘটকের অন্যতম পছন্দের অভিনেতা। ১৯৯৬ সালে একটা ছবি হয়েছিল, 'দ্য নেম অফ এ রিভার'। বাংলায় 'একটি নদীর নাম'। অনুপ সিং ছিলেন পরিচালক। ওটা ছিল ঋত্বিক ঘটকের জীবনের উপর ডকু ফিচার। নায়কের ভূমিকায় ছিলাম আমি। সেই কাজ করতে গিয়ে ঋত্বিকবাবুর প্রায় প্রত্যেকটি সিনেমা দেখতে হয়েছিল। বোঝার চেষ্টা করেছিলাম ওঁর সিনেমাদর্শন। একটা টিম দীর্ঘ সময় ধরে করেছিল রিসার্চ। তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। ছবিতে অভিনয় করেছিলেন এমন কয়েকজন, যাঁদের ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা ছিল। ছিলেন সুপ্রিয়া দেবী-সহ অনেকেই। বিভিন্ন সময় ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা তৈরি হয়েছে কলকাতার রাস্তা, সুবর্ণরেখা নদী, আদিবাসী গ্রাম, কালিম্পং, কার্শিয়াং, বাংলাদেশ, পদ্মাপাড়ে। আমরা প্রায় সমস্ত জায়গায় গিয়েছিলাম। ক্যামেরা করেছিলেন কে কে মহাজন। দারুণ অভিজ্ঞতা। যাত্রার প্রতি ছিল ঋত্বিক ঘটকের দুর্বলতা। আমাদের ছবিতে যাত্রাও ছিল। যাপনের মধ্যে দিয়ে বুঝেছিলাম, ঋত্বিক ঘটক একটা দর্শন। একটা বিজ্ঞান। চলচ্চিত্রের পড়ুয়াদের ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে জানা আবশ্যক। তাঁর সিনেমার পাগলামো তাঁদের আকৃষ্ট করে। ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্রের কোনও ব্যাকরণ মানেননি। স্বাধীন শিল্পী হিসেবে যেটা বলতে চেয়েছেন, সেটাই বলেছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

4 February, 2024 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
রবিবার

অন্তরালে অর্ধেন্দু

পাঁচের দশক বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগ। তৈরি হয়েছে একটার পর একটা রুচিশীল ছবি। সঙ্গে অসাধারণ গান। বাণিজ্যিক ছবির ধারায় তখন চুটিয়ে কাজ করছেন কয়েকজন দক্ষ পরিচালক। সেই সময় একজন পরিচালক কিছুটা নীরবে তৈরি করে গেছেন সাহিত্য-নির্ভর একাধিক বাংলা ছবি। তিনি অর্ধেন্দু সেন।

১৯৫৫ সালে মুক্তি পেয়েছিল তাঁর পরিচালিত 'হ্রদ'। বিমল করের উপন্যাসের প্রথম চিত্ররূপ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার, সন্ধ্যারানি, ছবি বিশ্বাস, জহর রায়, অসিত বরণ, তরুণ কুমার প্রমুখ। শ্যামল গুপ্তর কথায় সুরারোপ করেছিলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জনপ্রিয় হয়েছিল গানগুলো। রূপমায়া প্রযোজিত সাদাকালো ছবিটি দর্শকরা দেখেছিলেন দর্পণা, ছায়া, পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। উত্তমকুমার অভিনয় করেছিলেন এক মানসিক ভারসাম্যহীনের চরিত্রে। এই ছবিতে অভিনয় করেই প্রথমবার তিনি পেয়েছিলেন সেরা অভিনেতার বিএফজেএ পুরস্কার। আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এই ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন তরুণকুমার। তখন তিনি থিয়েটার করতেন। মঞ্চে অভিনয় দেখে তাঁকে নিজের ছবিতে সুযোগ দিয়েছিলেন অর্ধেন্দু। পরিচালনার পাশাপাশি ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। দর্শক এবং সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছিল ছবিটি। গল্পের মধ্যে ছিল দারুণ ট্যুইস্ট।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে ১৯৫৭ সালে অর্ধেন্দু তৈরি করেন 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'। ছবিটি বাণিজ্যিক ভাবে দারুণ সাফল্য পেয়েছিল। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, সন্ধ্যারানি, ছবি বিশ্বাস, অনুপ কুমার, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী।

১৯৭২ সালে মুক্তি পেয়েছিল 'মা ও মাটি'। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অসিত বরণ, রবি ঘোষ, অজিত চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি বাণিজ্যিক ভাবে ততটা সাফল্য না পেলেও, পেয়েছিল সমালোচকদের প্রশংসা। অর্ধেন্দু সেন পরিচালিত 'পরিশোধ' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়। এই ছবি দিয়েই চলচ্চিত্রে অভিনয় জীবন শেষ করেছিলেন নরেশ মিত্র। তাঁকে দেখা গিয়েছিল মাধবী মুখোপাধ্যায়ের বাবার চরিত্রে।

'সুশান্ত সা' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন বসন্ত চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ছায়াদেবী, লিলি চক্রবর্তী প্রমুখ। সেই সময় দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল ছবিটি। এ ছাড়াও 'ধুলার ধরণী', 'পরের ছেলে', 'সিঁথির সিঁদুর' তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবি।

খুব অল্প ছবি তৈরি করেছেন। প্রতিটি ছবিতেই দেখা যায় রুচিশীলতার ছাপ। দিয়ে যায় কোনও না কোনও বার্তা। ১৯৯৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন অর্ধেন্দু সেন। আজ এই পরিচালক বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন। তাঁকে নিয়ে খুব বেশি চর্চা হয় না।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্বাধীনতা দিতেন

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

অর্ধেন্দু সেন পরিচালিত সিনেমায় আমি অভিনয় করেছি। তখন সাদাকালো ছবির যুগ। বহু বছর আগের কথা। শুটিংয়ের সব ঘটনা আজ মনে নেই। তবে এটা মনে আছে, উনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতেন। দৃশ্য বুঝিয়ে দিয়ে বলতেন নিজেদের মতো করতে। ফলে আমাদের খুব সুবিধা হত। সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের বাড়িতে এসেছেন বেশ কয়েকবার। একটা সময়ের পর যোগাযোগ কমে গিয়েছিল। আজ তিনি নেই। তবে কাজের মধ্যে দিয়েই তিনি বেঁচে থাকবেন।

দূর থেকে দেখতাম অর্ধেন্দুবাবুকে

হরনাথ চক্রবর্তী

পরিচালক অর্ধেন্দু সেন ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। সুদর্শন এবং সুভদ্র। আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে তখন নতুন। তিনি আসতেন। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। ওখানে সম্ভবত ওঁর অফিস ছিল। বসতেন ক্যান্টিনেও। সারাক্ষণ হত সিনেমা নিয়ে আলোচনা। বহু পরিচালক উঠে এসেছেন ওই ক্যান্টিন থেকে। দূর থেকে দেখতাম অর্ধেন্দুবাবুকে। কাছে যাওয়ার সাহস হয়নি কোনওদিন। স্টুডিওয় অভিনেতা-অভিনেত্রী, অন্যান্য পরিচালক থেকে টেকনিশিয়ান, প্রত্যেকেই ওঁকে খুব সম্মান করতেন। অসাধারণ সব ছবি করেছেন। উত্তমকুমার অভিনয় করেছিলেন ওঁর 'হ্রদ' ছবিতে। ছবিটি এক কথায় ক্লাসিক। সবথেকে দুঃখের কথা পাঁচের দশকের এই পরিচালকদের আমরা আর কেউ সেই ভাবে মনে রাখি না। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ প্রমুখদের নিয়ে যত চর্চা হয়, তত চর্চা হয় না অর্ধেন্দু সেন, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, অজয় কর প্রমুখ পরিচালকদের নিয়ে। অথচ একটা সময় ইন্ডাস্ট্রিকে এঁরাই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আমি আশা করব নতুন প্রজন্ম অর্ধেন্দু সেনের ছবি দেখবেন, তাঁকে নিয়ে আলোচনা করবেন। এঁদের ছবি দেখে অনেক কিছু শেখার আছে। আমি তো শিখেছি এঁদের দেখেই।

তিনি আজ বিস্মৃতপ্রায়

জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

পাঁচের দশকের বিশিষ্ট পরিচালক অর্ধেন্দু সেন। তিনি আজ বিস্মৃতপ্রায়। কেউ তাঁকে আজ মনে রাখেনি। অথচ মহানায়ক উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ছবিতে অভিনয় করেছেন।

একজন পরিচালক হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, ছবিটা সব সময় একজন পরিচালকের মাধ্যম। পুরোটাই পরিচালকের তৈরি করা। অর্ধেন্দু সেনের ছবিগুলো দেখে মনে হয়, আমরা আজও ওই উচ্চতায় পৌঁছতে পারিনি। ওঁর ছবি আমাদের কাছে নস্টালজিয়া। অর্ধেন্দু সেন এবং ওই সময়ের অন্যান্য পরিচালকদের জন্যই আমরা উত্তমকুমারকে পেয়েছি। 'হ্রদ' ছবিতে অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন মহানায়ক। ছবিটি অনেক আগে দেখেছি। স্কুল জীবনে। এককথায় অসাধারণ। ছবি বিশ্বাসকে বারবার রিপিট করেছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা অন্যরকম ভাবে পেয়েছি ওঁর ছবিতে। অর্ধেন্দু সেন এবং ওই সময়ের পরিচালকদের নিয়ে আরো বেশি চর্চা হওয়া উচিত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

4 February, 2024 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

রবিবারের গল্প

পাঁচ বছরের পুরনো ভাড়াটে ছিবড়ে করে গেছে বাড়িটাকে। মেঝে তৈরির পর বদর বলেছিল, 'যা মোজাইক করলাম বাবু, সাত জন্ম ধরে নতুন থাকবে। যত্নআত্তিরও বিশেষ দরকার নেই। সপ্তাহে একদিন কেরোসিন দিয়ে মুছলেই হবে।' ভাড়াটেকে সে-কথা বলেও দিয়েছিলেন দত্তবাবু। কিন্তু ওরা পাঁচদিনও কেরোসিন দিয়ে মুছেছিল কি না সন্দেহ।

ভাড়াটে চলে যেতে বদরের ডাক পড়েছে। মেঝে দেখে বদরেরও মাথায় হাত।

'এ কী অবস্থা বাবু! আপনি কি একদিনও ঢোকেননি ওদের ঘরে?'

বদরের কথায় রাগ হয় দত্তবাবুর। বদর কি তাকে হারানবাবু মনে করে? প্রতিমাসে ভাড়া নিতে যাওয়ার অছিলায় হারানবাবু ভাড়াটের ঘরে ঢুকে খুঁত বের করেন। তারপর শুরু হয় ভাড়াটে-বাড়িওলার খণ্ডযুদ্ধ। ক্লাবের ছেলেরা এসে ঝগড়া মেটায়। তবে এ পাড়ায় বাড়িওলার সুবিধে অগ্রাধিকার পায়। পাড়ার যুক্তি— ভাড়াটে আসবে যাবে, কিন্তু বাড়িওলা এখানেই থাকবে। হারানবাবুরা এই সুযোগটাই নেন। প্রতি বছর নতুন ভাড়াটে বসিয়ে ভাড়া বাড়ান।

কিন্তু দত্তবাবু তো আর হারানবাবু নন। চিরকাল উচ্চপদে চাকরি করেছেন। ঘুষ-টুষের সুযোগ থাকলেও সে-পথ মাড়াননি। ছেলে আর গিন্নিকে নিয়ে তাঁর শান্তির জীবন। ছেলে পুণেতে বড় চাকরি করছে।

বদরের কথায় যারপরনাই বিরক্ত দত্তবাবু। 'তুমি আমাকে হারানবাবু হতে বলছ বদর? তোমার মনে হয় আমি ওরকম অছিলা খোঁজা মানুষ?'

ঘাবড়ে যায় বদর। রেগে গিয়ে বাবু বাড়ি সারাইয়ের কাজটা সিরাজকে না দিয়ে দেয়! করজোড়ে বলে, 'কী যে বলেন বাবু। ঝুটঝামেলা থেকে দূরে থাকা আপনার মতো মানুষ এ তল্লাটে একজনও নেই। আসলে মেঝেটার দশা দেখে রাগ হচ্ছে। দেওয়ালগুলোও খাস্তা করে গেছে।'

বদরের কথায় আশ্বস্ত হন দত্তবাবু।

'দরজা জানলাগুলো দেখেছ? রং বদলে দিয়ে গেছে।'

'পুরো একতলাটাই ভাল করে রিপেয়ার করতে হবে বাবু।'

'হুম, তবে এবার সব দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। এই বয়সে আমি আর পারব না।'

'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না বাবু, আমি সবকিছু এনে কাজ করে দেব।'

**

বদর একতলার ভোল পালটে দিয়েছে। গিন্নিও খুশি। দত্তবাবুর ইচ্ছে নেই এই সুন্দর একতলা ভাড়াটের জিম্মায় ছেড়ে দিতে। তিনি তো ভাড়ার টাকায় খান না। পেনশন যা পান আরামসে চলে যায়। কিন্তু মুশকিল হল চোরের উপদ্রবে ফাঁকা বাড়ি রেখে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যায় না। ভাড়াটে থাকলে নিশ্চিন্তে বেড়ানো যায়। ভাড়াটের কাছে দত্তবাবুর শুধু একটাই চাহিদা— বাড়ি পরিষ্কার রাখতে হবে।

দত্তবাবুর চাহিদার কথা শুনে বদর একটা উপায় বাতলেছে। বলেছে বাড়ি পরিষ্কার রাখতে হলে চেহারা সুন্দর, খুব টিপটপ এমন ভাড়াটে বসানো দরকার। প্রমাণ হিসেবে আর্কেডিয়া রোডের বাড়িটা দেখতে বলেছে। বাড়িটা বদর বানিয়েছে। দোতলায় মালিক থাকেন। একতলা আর তিনতলা ভাড়া দেওয়া। দুই ভাড়াটে পরিবারের সব সদস্যের রূপ ঠিকরে বেরোয়। বাড়িঘর তারা নাকি নিজেদের মতো সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে।

বদরের কথামতো আজ দত্তবাবু এসেছেন আর্কেডিয়া রোডে। বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। বাড়ি দেখে মুগ্ধ দত্তবাবু। এবার দেখতে হবে ভাড়াটেদের। সামনে থাকা পার্কের বেঞ্চে বসলেন দত্তবাবু। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বাড়ির গেট খুলে ঢুকছেন এক সুপুরুষ। আদ্দির সাদা পাঞ্জাবি আর চোস্ত পরনে। আহা, এমন বাড়ির গেটে এমন মানুষকেই মানায়। এরপর একতলার বারান্দায় একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখলেন। এমন ফুটফুটে বাচ্চা আগে কখনও দেখেননি। তবে বেপাড়ার পার্কে বেশিক্ষণ বসে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে। উঠে পড়লেন দত্তবাবু। চোখ গেল তিনতলার ব্যালকনিতে। সেখানে নীল কাফতান পরা এক ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখাচোখি হল। পটলচেরা চোখের মালকিন দত্তবাবুর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে গালে হাত দিয়ে পার্কের কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে মন দিলেন। মুহূর্তে বদলে গেল ব্যালকনির চেহারা। ব্যালকনি নয়, যেন ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান। ঘোরলাগা চোখে দত্তবাবু বুঝলেন বাড়ি সুন্দর হলেই হয় না, বাড়ির সঙ্গে মানানসই হতে হয় বড়ির লোকজনও। বদর ঠিকই বলেছে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে তাহলে। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন মানুষগুলো বাড়িকে পরিষ্কার তো রাখবেই। সেইসঙ্গে তারা যখন বারান্দা বা জানলা দিয়ে মুখ বাড়াবে তখন তার বাড়ি আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

ফুল বদল

মৌমিতা তারণ

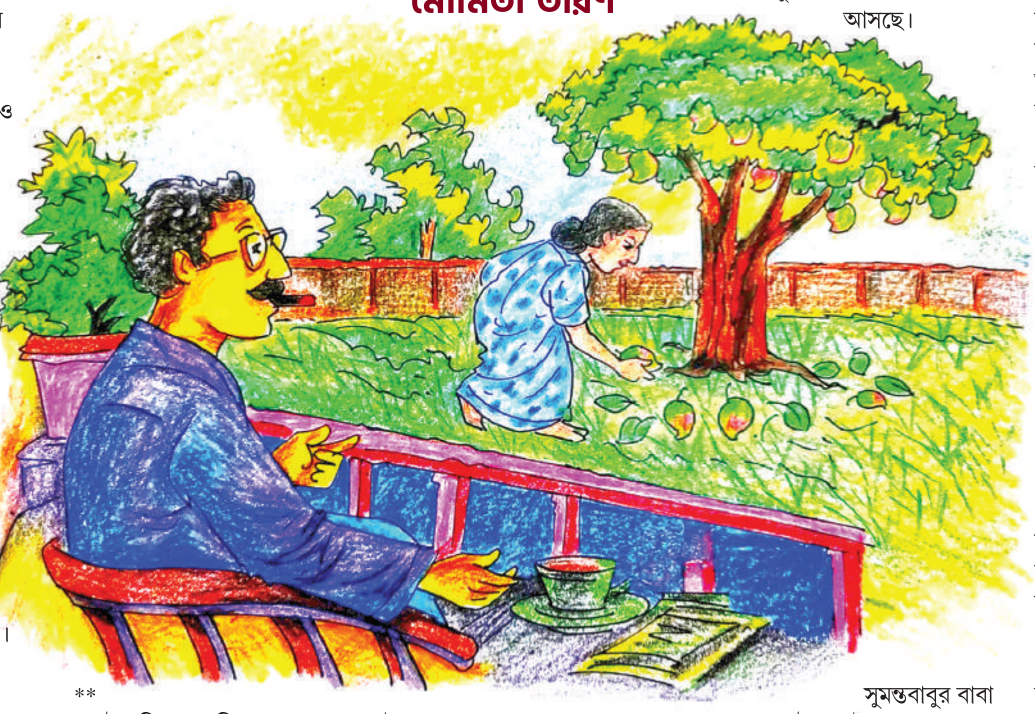

**

অনলাইন বিজ্ঞাপন দিয়ে পছন্দের ভাড়াটে পেয়েছেন দত্তবাবু। স্বামী, স্ত্রী, ক্লাস ইলেভেন আর টুয়েলভ-এ পড়া দুই মেয়ে নিয়ে ভাড়াটের পরিবার। মেয়ে নয় যেন দুটো পরি। মিস্টার সুমন্ত দেব অসম্ভব ফিটফাট। ঘরেও দামি ব্র্যান্ডের বারমুডা, টি-শার্ট পরেন। টিকলো নাক, ছ-ফিট হাইট, ফর্সা সুমন্তবাবু চাইলেই ফিল্মের নায়ক হতে পারতেন। আর মেয়েদের মা তো উড়ন্ত প্রজাপতি। বারান্দার টবের গাছে যখন জল দেন মনে হয় ফুলেদের মাঝে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়াও পরিবারটিতে আরও একজন সদস্য আছেন। তিনি সুমন্তবাবুর বাবা। তিনমাস অন্তর পালা করে দুই ছেলের কাছে থাকেন। বিপত্নীক মানুষটিকে দেখে বোঝার উপায় নেই পাঁচাত্তর পেরিয়েছেন। ছেলের মতোই টিকলো নাক, শক্ত চোয়াল, মেদহীন টানটান শরীর।

নতুন ভাড়াটে আসায় বাড়িটা সত্যিই সুন্দর হয়ে উঠেছে। গিন্নি বলছিল ওরা নানারকম সল্যুশন দিয়ে জানলার কাচ, মেঝে পরিষ্কার করে। সেদিন বাজার করে ফেরার সময় জানলায় একঝলক মেয়েদের মা-কে দেখলেন দত্তবাবু। চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সবাই বলে তার জানলার গ্রিলের ডিজাইন খুব সুন্দর। সেই গ্রিল আজ আরও সুন্দর হল ওই উঁকিমারা মুখের দৌলতে।

ভাড়াটে নিয়ে দত্তবাবু সুখেই আছেন। শুধু বাড়ির সামনের নিরিবিলি পরিবেশ খানিক বিঘ্নিত হয়েছে। পাড়ার ছেলেরা আজকাল বাড়ির উল্টোদিকে মলয়বাবুদের ফাঁকা রোয়াকে আড্ডা দিচ্ছে। বাড়ির সামনে দিয়ে বেপাড়ার ছেলেদেরও যাতায়াত, সাইকেলের ঘন্টি বেড়ে গেছে। ব্যালকনিতে বসে দত্তবাবু সবই দেখেন। ফুলের বাগানে মৌমাছির আনাগোনা তো থাকবে। বাড়িঘর যত্নে রাখা, নিজেদের সুন্দর চেহারা দিয়ে বাড়িকে আরও সুন্দর করে তোলা এ-সবের পাশে সাইকেলের ঘন্টি আর পাড়ার ছেলেদের আড্ডা কিছুই না।

গিন্নি এসে হাতে পুজোর প্রসাদ দিল। গিন্নির পানে চেয়ে দত্তবাবু তাজ্জব। গিন্নির পরনে ফুলছাপ ম্যাকসি। শাড়ি ছেড়ে গিন্নি কবে ম্যাকসি ধরল! এই অন্যরকম গিন্নি হজম করতে খানিক সময় লাগছিল। ততক্ষণে গিন্নি আর সামনে নেই। বাড়ির পেছনের বাগানে আম কুড়োচ্ছে। গতকালের কালবৈশাখীতে অনেক আম মাটিতে পড়েছে। এতদিন কাজের মেয়ে সুবলা কুড়িয়ে আনত। কোমরের যন্ত্রণায় গিন্নি নিচে নামে না। আজ নেমেছে। আশ্বস্ত হলেন দত্তবাবু, যাক ব্যথা তাহলে কম আছে। নিচ থেকে চুরুটের গন্ধ ভেসে আসছে।

সুমন্তবাবুর বাবা এলে এই চুরুটের গন্ধ পাওয়া যায়। এক সপ্তাহ হল সুমন্তবাবুর বাবা এসেছেন। তিনি আসায় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সুমন্তবাবু বাবার ঘরে এসি লাগাতে চাইছেন। মুশকিল হল এটা উইনডো এসি। জানলার গ্রিল কেটে বসাতে হবে। দত্তবাবু তাঁর সাধের গ্রিল কাটাতে রাজি নন। গতকাল কথাটা সুমন্তবাবুকে জানিয়ে দিয়েছেন।

**

মর্নিংওয়াক সেরে আজ অনেকক্ষণ ফিরেছেন দত্তবাবু। আজও পেছনের বাগান থেকে গিন্নির গলা পাওয়া যাচ্ছে। উপর থেকে বাগানে উঁকি দিলেন দত্তবাবু। দেখলেন সুবলা কাঁঠাল গাছ থেকে কচি এঁচোড় কেটে নামাচ্ছে আর গিন্নি সেসব প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরছে। দু'জনের কলকাকলিতে বাগান মুখর। আজও গিন্নির পরনে ম্যাকসি। নীল ফুলছাপ। নিচ থেকে চুরুটের কড়া গন্ধ ভেসে আসছে।

গিন্নির লম্ফঝম্পে মনের ভেতর একটা অস্বস্তি টের পেলেন দত্তবাবু। তেতো মেজাজে ব্যালকনিতে এসে বসলেন। দেখলেন গেট খুলে রবি ঢুকছে। পাড়ায় রবিকে সবাই লিডার মানে। ওকে ঘরে এনে বসালেন দত্তবাবু।

'জেঠু কেমন গরম পড়েছে দেখেছ? মার্চেই এই হাল, ভাবতে পারছ মে-জুনে কী হবে?'

'ঠিকই, বেজায় গরম এবার।'

'উফ সাতসকালেই এই। এসিটা অন করো তো।'

দত্তবাবু তাড়াতাড়ি এসি অন করলেন। রবির প্রেসার হাই শুনেছিলেন। রবিও সেকথাই বলল, 'জানই তো আমার হাই প্রেশার। হাই প্রেশারের লোকদের বড় কষ্ট এই গরমকালটা।'

রবির জন্য দত্তবাবুর মনটা কেঁদে ওঠে। এই বয়সেই ছেলেটার প্রেসার।

'জল খাবি? নাকি শরবত?'

'না গো জেঠু কিছু লাগবে না। তোমার এসির হাওয়াই কাফি। এসি ছাড়া প্রেশারের রোগীদের খুব মুশকিল। আমার নয় অল্পবয়স, এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দিতে পারি। বয়স্ক লোকগুলোর খুব কষ্ট হয়।'

দত্তবাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই রবি বলল, 'নিচের তলায় জানলার গ্রিল কেটে কবে এসি লাগাতে দিচ্ছ?'

'তোকে কে বলল এসি লাগানোর কথা?'

'লিলি কাল বলছিল, ওর দাদুর গরমে খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি নাকি এসি লাগাতে দিচ্ছ না।'

সুমন্তবাবুর বড় মেয়ে লিলি। অর্থাৎ বাড়ির সামনে শুধু আড্ডাই নয়, ঘরের খবরও পৌঁছে যাচ্ছে আড্ডায়।

**

রবি চলে গেছে অনেকক্ষণ। দত্তবাবু রবিকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন পাড়ার সেই অলিখিত নিয়ম— 'ভাড়াটে আসবে যাবে, কিন্তু বাড়িওলা এখানেই থাকবে।' মনে করিয়ে কিছু লাভ হয়নি। যাওয়ার আগে রবি বলে গেছে, 'কোনও নিয়মই পার্মানেন্ট নয় জেঠু। কে কোথায় কখন থাকবে কেউ বলতে পারে না। দিন বদলায়, ফুল বদলায়।'

দত্তবাবু বুঝলেন তার সাধের ফুল-ফুল ডিজাইন গ্রিলে এবার হাতুড়ির কোপ পড়বেই। পাশের ঘর থেকে গান ভেসে আসছে, 'এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন...।' গিন্নি শ্যাম্পু করে ফ্যানের হাওয়ায় চুল শুকোচ্ছে আর গাইছে। সত্যিই দিন বদলে গেছে, ফুল বদলে গেছে। ভরা চৈত্রে গিন্নি মেঘলাদিন খুঁজে পেয়েছেন। ঘরে মন টিকছে না। গ্রিল কেটে এসি বসানোয় গিন্নি আপত্তি করবে ভেবেছিলেন দত্তবাবু। রবির সামনে সে ভাবনায় জল ঢেলে দিয়েছে গিন্নি। ধমকের সুরে দত্তবাবুকে বলেছে, 'তোমার কাছে একটা মানুষের প্রাণের চেয়ে গ্রিলের দাম বেশি? ঘুমোতে কত কষ্ট হচ্ছে রেবন্তবাবুর। তার উপর হাইপ্রেশার। শিগগিরি বদরকে খবর দিয়ে গ্রিল কাটিয়ে এসি বসাতে দাও।'

বোঝা গেল শুধু পাড়ার ছেলেদেরই নয়, বদল এসেছে নিজের ঘরেও। ফুল বদলেছেন গিন্নিও। শাড়ির বদলে ম্যাকসি, আম কুড়ানো, এঁচোড় পাড়া, সবই বদলের ইঙ্গিত। উফ, আবার নামও জানা হয়ে গেছে— রেবন্ত! রেবন্তবাবু! চুরুটের কড়া গন্ধ ভেসে আসছে নাকে। একটা পাঁচাত্তর পেরনো মানুষ যে তার ঘরের ফুল বদলে দেবে স্বপ্নেও ভাবেননি দত্তবাবু।

নাহ্, অনেক হয়েছে। সবাই যখন বদলাচ্ছে তাহলে তিনিই বা বাকি থাকবেন কেন। হয়ে যাক তাঁরও বদল। আজ থেকে তিনি হারানবাবুর দলে নাম লেখাবেন। মোবাইলের দিকে হাত বাড়ালেন দত্তবাবু। বদরকে ফোন করতে হবে। খাল কেটে কুমির তিনি নিজে এনেছেন। সুতরাং খাল শুকানোর ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হবে।

'বলুন বাবু'— ফোনের ওপারে বদর।

'শোনও বদর, জলের ট্যাঙ্কে ভাড়াটের জন্য আলাদা প্যাঁচ বসাতে হবে। জল কন্ট্রোল করার প্যাঁচ। বড্ড জলের অপচয় করছে ওরা। আজই এসো।'

অঙ্কন : শংকর বসাক

জাগোবাংলা-র 'রবিবার' বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন
robbarergolpo@gmail.com